পুরুলিয়ায় গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 100 Tuesday, 11 March, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১০০ সংখ্যা ❋ ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১ মঙ্গলবার, ১১ মার্চ ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

নেতৃত্বে নারীরাই, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে জাতীয় স্তরে সেরা বাংলা! সুখবর শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চঃ নারীর ক্ষমতায়নে এগিয়ে রয়েছে বাংলা! মহিলাদের নেতৃত্বেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে জাতীয় স্তরে সেরার শিরোপা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ঠিক পরেই এই সুখবর সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে তিনি কেন্দ্রের রিপোর্ট উল্লেখ করে লিখেছেন, জাতীয় সমীক্ষার বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, অসংগঠিত ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষ স্থান লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের মহিলাদের অবদানও অসামান্য। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দেশের অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের উপর সমীক্ষা করা হয়েছিল। জাতীয় সমীক্ষার কার্যালয়ের সেই বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, বাংলাই এক্ষেত্রে দেশের সেরা। অসংগঠিত ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প, স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে বাংলা। উপাদন শিল্পে কর্মসংস্থানে বাংলা শীর্ষে। দেশের মধ্যে উপাদন এবং অন্যান্য কাজে বাংলায় কর্মী সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এছাড়া শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রেও বাংলায় এগিয়ে নারীরা। তাঁদের নেতৃত্বে বহু অসংগঠিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তৈরি হয়েছে। মহিলা কর্মীর সংখ্যাও সেখানে রেকর্ড। আর কেন্দ্রীয় রিপোর্ট উল্লেখ করে এসবই খুঁটিনাটি সাফল্যের কথা সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এরাজ্যের সরকার বরাবরই নারীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে একাধিক কর্মোদ্যোগ নিয়ে থাকে। সরকার পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি মূলত মহিলা নির্ভর। যার মধ্যে দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পান গ্রামবাংলার নারীরাও। ছোট স্তর থেকে শুরু করে এখন বহু স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিরাট কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তার অনেকগুলিই সরাসরি রাজ্য সরকারের অধীনে না হলে বিভিন্নভাবে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত। আর সেটাই নারীদের কর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মূল উৎসাহ। বিশেষত অসংগঠিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর শাসনাধীন রাজ্যে এই চিত্র নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কেন্দ্রের সমীক্ষাতেও তা স্বীকার করা হয়েছে।

দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছে তৃণমূল

দুরন্তবার্তা,কলকাতা,১০মার্চঃদেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে কতজনের কাছে ভুয়ো ভোটার কার্ড আছে সেই তথ্য চেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছে। আগামী মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করে এপিক কার্ড ইস্যুতে তাঁর হাতে স্মারকলিপিও তুলে দেবে। এই প্রতিনিধি দলে থাকবেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়ান, ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ, লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ষীয়ান সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, কীর্তি আজাদ সহ অন্যান্যরা।

নির্বাচন কমিশন ভারত সরকারের হাতে রয়েছেঃ কপিল সিব্বল

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রবীণ আইনজীবী তথা রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিব্বল। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন ভারত সরকারের হাতে রয়েছে। সোমবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কপিল সিব্বল বলেছেন, নির্বাচন কমিশন বহুদিন ধরেই সরকারের হাতে রয়েছে। যদি গণতন্ত্র এভাবেই চলতে থাকে এবং নির্বাচন কমিশন সরকারের পক্ষে তদবির করতে থাকে, তাহলে অবশ্যই ফলাফল আপনার সামনেই আছে।কপিল সিব্বল আরও বলেছেন, যদি এই ব্যবস্থা চলতে থাকে, তাহলে তা গণতন্ত্র নয়, বরং একটি প্রহসন। আমরা বহু বছর ধরে সন্দেহ করছি, বাস্তবে কী হচ্ছে তা সকলের জানা কিন্তু শোনার কেউ নেই।

অধিবেশনের মাঝে আচমকা অসুস্থ সৌগত

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : 'ভুতুড়ে' ভোটার তালিকা নিয়ে দিনের প্রথমার্ধেই সংসদে সরব হয়েছিলেন দমদমের বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। এসবের পর, সোমবার বিকেলে অধিবেশন চলাকালীন আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন সৌগত রায়। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। সেখানে একাধিক শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে সাংসদের। সোমবার থেকে সংসদে শুরু হয়েছে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ। সেখানে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী, জিরো আওয়ারে 'ভুতুড়ে' ভোটার ইস্যুতে সুর চড়ান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়রা।

রাজ্যপালের নামে প্রতারণা! সতর্ক করল রাজভবন

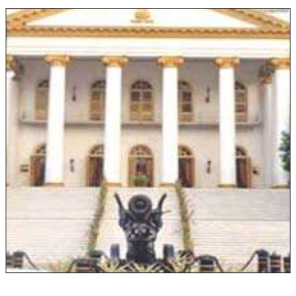

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চ : রাজ্যপালের নামে সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তা তৈরি করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠছে। রাজ্যপালের দপ্তরে ইতিমধ্যে সে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আর তারপরই নড়েচড়ে বসল রাজভবন। সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রাজ্যপাল সংক্রান্ত কোনও বিষয় নিয়ে কেউ যোগাযোগ করলে তা অবিলম্বে পুলিশকে জানাতে বলা হয়েছে। রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, কখনও ফোন করে আবার কখনও দেখাসাক্ষাতের মাধ্যমে প্রতারক প্রতারণার জাল বিছোচ্ছে। যাঁকে টার্গেট করা হচ্ছে, তাঁকে বিভিন্ন সুবিধার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। আর সেই সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে টাকাও দাবি করা হচ্ছে। এমনই বেশ কয়েকটি অভিযোগ রাজভবনে জমা পড়ে। তাতেই নড়েচড়ে বসেন তদন্তকারীরা। তারপর এমন অভিযোগ কমেছিল কিছুটা। কিন্তু বর্তমানে ফের এই ধরনের প্রতারণার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। তাই ফের রাজভবনের তরফে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুধু রাজ্যপাল বোসই নন, এর আগে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নাম ব্যবহার করে অতীতে প্রতারণার চেষ্টা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি পুলিশ আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ পেয়েছিল। সম্প্রতি বিধাননগর পুলিশের ডিসি অনীশ সরকারের নাম করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগও উঠেছে। বলে রাখা ভালো, দিন যত যাচ্ছে, ততই বাড়ছে সোশাল মিডিয়ার ব্যবহার।

'ভুতুড়ে' ভোটার ইস্যুতে সংসদে তৃণমূলের পাশে রাহুল

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে 'ভুতুড়ে' ভোটার ইস্যুতে উত্তাল সংসদ। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের দাবিকে সমর্থন করেন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী। তুমুল হইহট্টগোলের পর রাজ্যসভা থেকে ওয়াক আউট তৃণমূলের। আপাতত দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি রাজ্যসভা। ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধীরা অশান্তি করছে বলেই পাল্টা দাবি জেপি নাড্ডার। সোমবার সংসদে জিরো আওয়ারে 'ভুতুড়ে' ভোটার ইস্যুতে সুর চড়ান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৌগত রায়রা। তাঁরা দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটার তালিকায় গরমিল করা হচ্ছে। তৃণমূল সাংসদদের থামানোর চেষ্টা করা হয়। তারই মাঝে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী এই ইস্যুতে তৃণমূলের পাশে দাঁড়ান। 'ভুতুড়ে' ভোটার ইস্যু শুধু বাংলায় নয়, বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে বলেই দাবি করেন কংগ্রেস সাংসদ। অবশ্যই এই বিষয়টিতে সরকারের জবাবদিহি দেওয়া প্রয়োজন বলেই দাবি করেন রাহুল গান্ধী। এদিকে, রাজ্যসভাতেও তৃণমূল 'ভোটার ইস্যুতেও সুর চড়ায়। অধিবেশন চলাকালীন ওয়াকআউট করেন সাংসদরা।এদিকে, সংসদে সোমবার মণিপুরের বাজেট পেশেরও কথা। তা নিয়েও সংসদ অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। 'জোটে ফাটল রয়েছে ঠিকই। তবে মণিপুর কিংবা ' ভোটার ইস্যুতে যে বিরোধীরা একজোট হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে প্রস্তুত, তা এদিন সংসদে তৃণমূলকে কংগ্রেসের সমর্থনেই স্পষ্ট।

শুভেন্দু গড়ে ভাঙন, তৃণমূলে যোগ হলদিয়ার বিজেপি বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দু অধিকারীর গড়ে বিজেপিতে ভাঙন। এবার পদ্মশিবির ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল। বিধানসভা থেকেই তৃণমূল ভবনে চলে যান তিনি। যোগ দেন ঘাসফুল শিবিরে।দীর্ঘদিন ধরেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তাপসী মণ্ডল। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই জিতেছিলেন তিনি। ২০২১-এর নির্বাচনের আগে সুরবদল করেন তাপসী। দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। দল বদলে প্রার্থী হয়ে জিতেওছিলেন তাপসী। ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে ফের দল বদলালেন তাপসী। সোমবার সকালে বিধানসভা অধিবেশনে যোগ দেন তিনি। হঠাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে এক তৃণমূল নেতার সঙ্গে হাজির হন তৃণমূল ভবনে। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পাশে বসে তৃণমূলে যোগ দিলেন তিনি। হলদিয়া দীর্ঘদিন ধরেই তাপসী মণ্ডলের এলাকা। ভোটের আগে তাঁর এই ফুল বদল বিজেপির জন্য চ্যালেঞ্জ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু কেন এই দলবদল? তারউত্তরেশোনা যাচ্ছে, বেশ কিছুদিন আগেই নাকি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল তাপসী মণ্ডলের। তার একাধিক দায়িত্ব থেকে নাকি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তার জেরেই এই দলবদলের সিদ্ধান্ত।

বিচারপতি বাগচীকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগে সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগে সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক। অতি সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম তাঁকে ওই দায়িত্ব দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। সেই সুপারিশে সই করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ফলে নিয়ম অনুযায়ী, ২০৩১ সালে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ২৭ জুন তিনি কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মাঝে ২০২১ সালের ৪ জানুয়ারি করোনার সময় ১০ মাসের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টে বদলি করা হয়েছিল তাঁকে। ওই বছরেই নভেম্বর মাসে ফের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীকে কলকাতা হাইকোর্টে নিয়োগ করা হয়। বিচারপতি হিসাবে বিগত ১৩ বছরে তিনি অসংখ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সেই থেকে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি পদে বহাল রয়েছেন জয়মাল্য বাগচী। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে একমাত্র বাঙালি বিচারপতি হিসেবে রয়েছেন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন জয়মাল্য বাগচী। ভবিষ্যতে আরও কেউ এই ভাবে যাবেন কিনা তা নিয়ে কৌতূহল থেকে যাচ্ছে। তবে মনে করা হচ্ছে ভবিষ্যতে অন্য কেউ এই ভাবেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়ে কলকাতা তথা রাজ্যের মান ধরে রাখবেন।

অধ্যক্ষের কেন্দ্রে সভার ডাক শুভেন্দুর, 'আসুন মঞ্চ-মাইক বেঁধে দেব', বলছেন বিমান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চ : বিধানসভায় অশান্তির প্রতিবাদে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্রের সভার ডাক বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। পাল্টা দিলেন অধ্যক্ষ। বললেন, আসুন, মঞ্চ-মাইক বেঁধে দেব। বুঝিয়ে দিলেন, শুভেন্দুর সভার হুঁশিয়ারিকে বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব দিচ্ছেন না তিনি। সোমবার বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ ও বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওঁকে বের করে দেওয়া হয়। সাসপেন্ড করা হয় এক বিজেপি বিধায়ককে। অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়েই গোটা ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দেন বিরোধী দলনেতা। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র অর্থাৎ বারুইপুর পশ্চিমে সভার ডাক দেন তিনি। জানান, আগামী ১৮ মার্চ সেখানে সভা করবে বিজেপি। তবে বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, আসুন, মঞ্চ-মাইক বেঁধে দেব। এখানেই শেষ নয়, শুভেন্দুকে খোঁচা দিয়ে অধ্যক্ষ আরও বলেন, স্থানীয়দের সমর্থন তো শূন্য। মঞ্চ বাঁধতে ওনাকে লোক আনতে হবে নন্দীগ্রাম থেকে। তার থেকে তিনিই মঞ্চের ব্যবস্থা করে দেব। উল্লেখ্য, রবিবারই 'যাদবপুর চলো' ডাক দিয়েছিল বিজেপি। সেখানে নন্দীগ্রাম থেকে ৩টি বাসে লোক আনা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তা নিয়ে বিজেপির অন্দরেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

রাজ্যে ৩ সমবায় সমিতির ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়জয়কার, ধরাশায়ী বিরোধীরা

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১০ মার্চ : সমবায় নির্বাচনে বিজেপিকে ধরাশায়ী করে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস। পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ১ ব্লকের মহম্মদপুর পূর্বপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি, পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার হরিনারায়ণপুরে জয়ী শাসক শিবির। টানা ৪০ বছর পর একচ্ছত্রভাবে জয়নগরের বহড়ু সমবায় সমিতিতে জয়ী তৃণমূল। সবুজ আবির মেখে জয়ের আনন্দে শামিল দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ১ ব্লকের মহম্মদপুর পূর্ব পাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের ৫১টি আসনে প্রতিনিধি নির্বাচন ছিল রবিবার। তৃণমূল কংগ্রেস ৪৪টি আসন এবং বিজেপি ৭টি আসনে জয়লাভ করে। মোট ভোটার ছিল ১ হাজার ২৭৬ জন। বিজয়ী প্রার্থী এবং ভোটারদের শুভেচ্ছা জানান ভগবানপুর ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীনচন্দ্র মণ্ডল, ভগবানপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সুন্দর পণ্ডা। ভগবানপুর ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি

রবীনচন্দ্র মণ্ডল বলেন, মানুষ তৃণমূলের উন্নয়নের সঙ্গে আছেন, তাই বারবার বিজেপিকে পরাস্ত করে জয়ী হচ্ছে। কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর মণ্ডল বলেন, জোর করে ভয় দেখিয়ে যারা সমবায় ভোট পরিচালনা করে, তাদের আর যাই হোক রাজনীতিতে থাকাটা উচিত নয়। এদিকে, ডেবরার হরিনারায়ণপুরে সমবায় ভোটেও জয়ী তৃণমূল। ওই সমবায় সমিতিতে মোট আসন ৪১টি। তার মধ্যে ২১টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় ঘাসফুল শিবির। রবিবার বাকি আসনগুলিতে ছিল ভোটাভুটি। পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের বহড়ু সমবায় ভোটে বিপুল জয় শাসক শিবিরের। ৪৯ আসনেই জয়ী তৃণমূল। ৪০ বছর পর একচ্ছত্রভাবে ক্ষমতায় শাসক শিবিরের। উল্লেখ্য, আগামী বছরই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে একের পর এক সমবায় দখলে স্বাভাবিকভাবেই যেন নতুন করে অক্সিজেন পাচ্ছেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বিজেপির সংগঠন যে এখনও বেশ নড়বড়ে সমবায় ভোটের ফলাফলে তা স্পষ্ট। এখন ২৬-র বিধানসভা নির্বাচনে কি হয় সেটাই দেখার।

পুলিশে ছয়লাপ যাদবপুর ক্যাম্পাস! শুরু বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সোমবার সকালে পুলিশের উপস্থিতি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ক্যাম্পাসের বাইরে একাধিক পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সকাল থেকেই ক্যাম্পাসের ভিতরে-বাইরে পুলিশি প্রহরা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ২০১৪ সালে 'হোক কলরব' আন্দোলনের পর থেকে সাধারণত উপাচার্যের অনুমতি ছাড়া পুলিশ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে না। তবে এদিন কেন ক্যাম্পাসের ভিতরে পুলিশের এই বিশাল উপস্থিতি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই দিনই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আন্দোলনকারী ছাত্রদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তার আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্রকে ঘিরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা যায় যাদবপুর ক্যাম্পাসে। কোনওভাবে তিনি ভিতরে প্রবেশ করতে পারলেও, তাঁর ঘরের বাইরে বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীরা বসে পড়েন। এরপরই সাদা পোশাকে পুলিশ ঢুকেছে বলে অভিযোগ তোলেন পড়ুয়ারা। এমনকি, ওমপ্রকাশ মিশ্রের ঘরের

ভেতরেও পুলিশ প্রবেশ করে বলে দাবি তাদের। পড়ুয়ারা অভিযোগ করে বলেন, আমরা পুলিশ ডাকিনি, তাহলে পুলিশ কেন এসেছে? যারা পুলিশ ডাকছে, তারা কি নিজেদের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে? হয়তো তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। পুলিশ ক্যাম্পাসে কিভাবে প্রবেশ করল, এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি। পুলিশের উপস্থিতি নিয়ে অভিযোগ জানাতে সহ উপাচার্যের কাছে যান পড়ুয়ারা। সহ উপাচার্য জানান, তিনি জানেন না কে পুলিশ ঢুকিয়েছে। ওমপ্রকাশ মিশ্রও বলেন, পুলিশ কেন এল, সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদী অবস্থানে থাকার সময়, পুলিশকে কেন্দ্র করে বেশ বড় ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। ওই সময় যাদবপুর থানার পুলিশ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে ছাত্রছাত্রীদের চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে, যা দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। এখন আবারও ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতি নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছে। এসএফআই (সোশ্যালিস্ট স্টুডেন্টস ফেডারেশন) দাবি করছে, শাসক দল ক্যাম্পাসে কোনও বড় ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা করছে।

ইউনুসের উপর চাপ বাড়িয়ে ডিসেম্বরেই ভোট চায় নির্বাচন কমিশন

ঢাকা, ১০ মার্চ : চলতি বছরের ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচন হতে পারে বাংলাদেশে। এমনটাই শোনা গিয়েছে। এই 'টাইমলাইন' কোনওভাবেই পেরোতে চায় না বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন। জানালেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। এই মুহূর্তে দেশে ভোটের তোড়জোড় শুরু করেছে বিএনপি, জাতীয় নাগরিক পার্টির মতো একাধিক রাজনৈতিক দল। কিন্তু এখনও নির্বাচনের কোনও সঠিক দিনক্ষণ জানাতে পারেননি প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। গণতন্ত্র রক্ষায় ভোট নিয়ে তাঁর উপর চাপ বাড়ছে ভারত, ব্রিটেন, আমেরিকার মতো দেশ। গত বছরের ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন হয় ওপার বাংলায়। একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে ফের ক্ষমতায় ফেরেন শেখ হাসিনা। সরকার গড়ে আওয়ামি লিগ। কিন্তু ৭ মাসের মাথাতেই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চিত্র বদলে যায় বাংলাদেশের। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার 'গণ অভ্যুত্থানে' পতন ঘটে আওয়ামি সরকারের। দেশছাড়া হন হাসিনা। ৮ আগস্ট ইউনুসের নেতৃত্বে শপথ নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু তারপর দেশের পরিস্থিতি অরাজক হয়ে ওঠে। কিন্তু নির্বাচনের আগে রাষ্ট্র সংস্কারের

উপরেই প্রথম থেকে জোর দিয়েছেন ইউনুস। কখনও তিনি বলছেন ডিসেম্বরে নির্বাচন হতে পারে আবার কখনও বলছেন আগামী বছরের মার্চে হবে। কিন্তু আজ সোমবার দুপুরে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেন, ডিসেম্বরের কথা মাথায় রেখে আমরা এগোচ্ছি। আমাদের টাইমলাইন ডিসেম্বর। তখন ভোট হলে অক্টোবরে শিডিউল (তফসিল) ঘোষণা করতে হবে। টাইমলাইন যাতে মিস না করি সেইভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি। জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা কিন্তু প্রধান উপদেষ্টাই দেবেন। তিনি ঘোষণা করলেই আমরা কাজ করা শুরু করব। আসন্ন ভোট নিয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সিইসি। সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে কথা হয়েছে। আমরা আমাদের প্রস্তুতির কথা জানিয়েছি। আমরা তাদের কাছে প্রার্থীর এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে সাহায্য চেয়েছি। তারাও আমাদের সহায়তা করতে চান। কী ধরনের সহযোগিতা লাগবে তারা তা জানতে চেয়েছেন। বদলের বাংলাদেশে এখন চরম অরাজকতা। ভেঙে পড়েছে আইনশৃঙ্খলা। দিকে দিকে খুন, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন লাগামছাড়া হারে বেড়ে গিয়েছে। বিপন্ন গণতন্ত্র। তাই অনেকেই বলছেন, এই পরিস্থিতি ঠিক করতে নির্বাচনই একমাত্র পথ। কয়েকদিন আগেই দ্রুত নির্বাচনের দাবি তুলে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, পরিস্থিতি ঠিক না হলে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার কাঁধে তুলে নেবে সেনাবাহিনী। এই সেনাশাসনের (মার্শাল ল) কথা শুনে ডিসেম্বরেই নির্বাচনের কথা জানান ইউনুস। কিন্তু তারপর ফের তাঁর গলাতেই শোনা যায় মার্চে ভোটের কথা। ফলে ডিসেম্বরে ভোটে করাতে অন্তর্বর্তী সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেদিকেই নজর সকলের।

বসিরহাটের ২১ আইনজীবীর বিরুদ্ধে রুল জারি হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ মার্চঃ কলকাতা হাই কোর্টের কোপে বসিরহাট আদালতের সরকারি কৌঁসুলি-সহ ২১ জন আইনজীবী। বিচারক হেনস্তা মামলায় কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটল ডিভিশন বেঞ্চ। আইনজীবীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ধারায় আদালত অবমাননার রুল ইস্যু করে পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাই কোর্ট বলে খবর মিলেছে। জানা গিয়েছে, বসিরহাট আদালতে এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজকে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। তার প্রেক্ষিতে জেলা বিচারকের মাধ্যমে কলকাতা হাই কোর্টে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ওই বিচারক। ঘটনায় মামলার শুনানি শুরু হয় বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চে। ঘটনার ভিডিওগ্রাফি দেখে আদালত। গোটা ঘটনায় স্তম্ভিত দুই বিচারপতি। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আদালতের নির্দেশ

থাকলেও কেন সরকারি আইনজীবী একটি পকসো মামলায় আদালতে সওয়ালপর্বে অংশগ্রহণ করেননি! ফলে পকসো মামলায় নির্যাতিত শিশু উপযুক্ত বিচারপ্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ওই ২১ জন আইনজীবীদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই বিষয়ে আগামী দিনে মামলার শুনানি হবে। সেই শুনানির মধ্যে দিয়েই তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই কথা বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চ এদিন জানিয়েছেন। বসিরহাট বার অ্যাসোসিয়েশনের অভিযুক্ত আইনজীবীদের তথ্য চেয়ে পাঠানোর কথা আগেই বলা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, বসিরহাট আদালতে একটি পকসো মামলায় শুনানি ছিল। সেই মামলায় আইনজীবীরা অংশ নেননি বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে বিচারক কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। সেসময় তাঁকেও হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। আর তারপরই তিনি কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তখনই ওই ২১ জন আইনজীবীদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সাবিত্রীবাই ফুলে নারীদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ঃমোহন যাদব

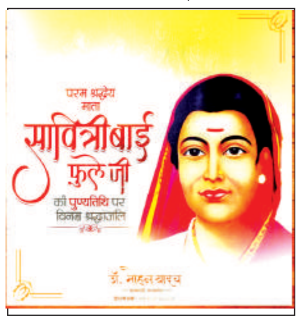

ভোপাল, ১০ মার্চ ঃ দেশের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা ও সমাজ সংস্কারক সাবিত্রীবাই ফুলের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব।সোমবার সাবিত্রীবাই ফুলের প্রয়াণ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, দেশের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা, সমাজ সংস্কারক, শ্রদ্ধেয় সাবিত্রীবাই জ্যোতিরাও ফুলের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি। নারী শিক্ষা ও তাঁদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য দেশ চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। তিনি আরও লেখেন, সাবিত্রীবাই ফুলে নারীদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ভারতের নারী শিক্ষার পথপ্রদর্শক হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

হোলি উৎসব উপলক্ষে শ্রীভূমি জেলায় শনিবার স্থানীয় ছুটি ঘোষণা

শ্রীভূমি (অসম) ১০ মার্চ ঃ শ্রীভূমির জেলা আয়ুক্ত আগামী ১৫ মার্চ, শনিবার হোলি উৎসব উপলক্ষে সমগ্র শ্রীভূমি জেলায় স্থানীয় ছুটি ঘোষণা করেছেন। তবে জরুরি পরিসেবার সাথে যুক্ত কার্যালয়ে এই ছুটি থাকছে না। এতে এন আই অ্যাক্টের অধীনে জারি করা এই আদেশ অনুসারে শনিবার শ্রীভূমি জেলায় সব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কার্যালয়, রাজস্ব ও ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল কোর্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিত্তিয় প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে । তবে চলতি মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা, কোন বোর্ড, কাউন্সিল বা ইউনিভার্সিটি দ্বারা পরিচালিত কোন পরীক্ষা অথবা পূর্ব নির্ধারিত কোন রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষা, লিখিত টেস্ট,সাক্ষাকার এর ফলে প্রভাবিত হবে না এবং বোর্ড, কাউন্সিল বা বিভাগের সূচি অনুসারে চলবে।

রাহুলের একটু পড়াশোনা করা উচিত, কটাক্ষ মনোজ তিওয়ারির

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃভোটার তালিকা নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবি জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। যদিও, তিনি মনে করেন, এই সংক্রান্ত আলোচনা হবে না। রাহুলের এই দাবির প্রেক্ষিতে তাঁকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, রাহুল গান্ধীর একটু পড়াশোনা করা উচিত। এগুলি সবই সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। সুপ্রিম কোর্ট এবং নির্বাচন কমিশন এমন দু'টি প্রতিষ্ঠান যাদের বিষয়ে সংসদে আলোচনা করা যায় না। তবে, তাঁদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।মনোজ তিওয়ারি আরও বলেছেন, রাহুল গান্ধী আজ যে বিষয়টি উথাপন করেছেন, তিনি হয়তো জানেন না যে নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে তিন মাস সময় নিয়েছে। যেহেতু নির্বাচন কমিশন বর্তমানে এটি পর্যালোচনা করছে, তাই এটি সংসদে আলোচনা করা যাবে না। নির্বাচন কমিশন নিজস্ব সিদ্ধান্ত জানানোর পরেই কেবল সংসদে এটি নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

হরিদ্বারে অবৈধ বাজির কারখানার বিস্ফোরণ, গুরুতর আহত একজন

হরিদ্বার, ১০ মার্চ ঃ উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে একটি অবৈধ আতসবাজির কারখানায় জোরালো বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন একজন। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই জোরালো ছিল যে, বাড়িটির একটি অংশ ভেঙে গিয়েছে। চারিদিকে ইট ছড়িয়ে পড়ে থাকে। সোমবার হরিদ্বারের জ্বালাপুর এলাকায় অবৈধ বাজি তৈরির কারখানায় এই বিস্ফোরণ হয়।স্থানীয় সূত্রের খবর, শক্তিশালী বিস্ফোরণে একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

২০২৫ সালের অসমের সর্ব্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কারপ্রাপকদের নাম ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, জানান ক্যাবিনেটে গৃহীত আরও সিদ্ধান্তের তথ্য

গুয়াহাটি, ১০ মার্চ ঃ অসমের সর্ব্বোর্চ অসামরিক পুরস্কারপ্রাপকদের নাম ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এছাড়া ক্যাবিনেটে বৈঠকে গৃহীত আরও কয়েকটি সিদ্ধান্তের তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।গত রবিবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্তের তথ্য দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, অসমে বিজেপি জোট সরকার প্রচলিত অসমের সর্ব্বোর্চ অসামরিক পুরস্কার যথাক্রমে ' অসম বৈভব', ' অসম সৌরভ' এবং ' গৌরব'-প্রাপকদের নামের তালিকায় সিলমোহর মেরেছে মন্ত্রিসভা।সে অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত লেফ্টেন্যান্ট জেনারেল রাণাপ্রতাপ কলিতাকে প্রদান করা হবে 'অসম বৈভব' পুরস্কার। অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাজ্যের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ অসামরিক সম্মান ' অসম বৈভব' পুরস্কারের প্রাপক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে রাণাপ্রতাপ কলিতাকে। এই পুরস্কার সেই ব্যক্তিকে দেওয়া হয় যার কাজ অসম এবং তার বাইরেও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলে।এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী ব্যক্তিদের সম্মানে 'অসম সৌরভ' পুরস্কার ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে প্রদান করা হবে। তাঁরা (১) আইটি শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেসের চেয়ারম্যান ড. এস রামাদোরাই, (২) অসমিয়া সংগীতে অবদানের জন্য প্রশংসিত নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী দ্বিপেন বরুয়া। (৩) গবেষণায় কৃতিত্বের জন্য ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ড. পূরবী শইকিয়া। (৪) শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. বাপ্পি পাল। (৫) অসমিয়া থিয়েটারের প্রচারে তাঁর প্রচেষ্টার জন্য বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী হেমন্ত দত্ত এবং (৬) উদীয়মান ক্রিকেট তারকা, ভারতীয় মহিলা দলের সদস্য উমা ছেত্রীকে তার অসাধারণ ক্রীড়া সাফল্যের জন্য।সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ' অসম গৌরব' পুরস্কার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে প্রদান করা হবে। তাঁরা যথাক্রমেঃ(১)পরিবেশ সংরক্ষণে নিবেদিতপ্রাণের জন্য ফুলেশ্বরী দত্ত, (২) সামাজিক কল্যাণ প্রচারের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক বাইকার মীনাক্ষী দাস, (৩) ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রতিশ্রুতিশীল ফুটবলার পার্থিব গগৈ, (৪) ধুবড়ির একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবক ধীরেন্দ্রনাথ পাল এবং (৫) ঐতিহ্যবাহী ঘণ্টা ধাতু শিল্পে অবদানের জন্য সর্থেবাড়ির কারিগর হরিদাস দাস।অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন কারবি আংলং থেকে বিনং তেরন, শ্রীভূমি থেকে নজরুল হক, যোরহাট থেকে বিশ্বজি বরা, বজালির দুগ্ধ খাতে তাঁর ভূমিকার জন্য ভারত কলিতা, বড়ো সাহিত্য প্রচারের জন্য বারলাংফা নার্জারি, ঝুমুর নৃত্য সংরক্ষণের জন্য রাম সাসোনি, চা শিল্পে অবদানের জন্য উপমন্যু বরকাকতি ইট তৈরিতে উদ্ভাবনী স্টার্টআপ উদ্যোক্তা ডেভিড প্রতিম গগৈ।রাজ্যের অগ্রগতিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রথমবারের মতো 'অসম গৌরব' পুরস্কার বিভাগে যে সব প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি ঃ(১) শোরান আহেম-কে আদিবাসী খাবার প্রচারের জন্য কাজিরঙার একটি ঐতিহ্যবাহী খাদ্য উদ্যোগ, শোরান আহেম। (২) পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য তিনসুকিয়ার বারেকুড়ি ইকো ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি এবং (৩) হাতি বন্ধু এনজিও, নগাঁও ভিত্তিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে, বিশেষ করে হাতি সুরক্ষায.কাজ করার জন্য।এদিকে এদিনের ক্যাবিনেট বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেগুলির তথ্যও সাংবাদিকদের জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্য বিধানসভার চলতি অধিবেশনে আসাম কোচিং ইনস্টিটিউট কন্ট্রোল অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট নামের একটি আইন আনা হবে। এর মাধ্যমে অসমে চলমান কোচিং ইনস্টিটিউটগুলিকে এক ব্যবস্থার মধ্যে আনা হবে। কারণ বহু ইনস্টিটিউট কারণ-অকারণে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠছে। এগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইন আনা হবে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোকরাঝাড় বিশ্ববিদ্যালয় আইনেও সামান্য সংশোধন করা হবে। আজ দুটি মেগা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের জন্য ক্যাবিনেট উদ্যোগ বিভাগকে কামরূপ এবং মরিগাঁওয়ে কিছু জমি আবন্টন করেছে। ভেটেরিনারি এবং ফিশারি আইনেও সামান্য সংশোধন আনা হচ্ছে। ডিটিও অফিসগুলি থেকে গাড়ির লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা রদ করে অ্যাক্রিডেটেড ড্রাইভার ট্রেনিং সেন্টার এবং অটোমেটেড ড্রাইভিং টেস্টিং ট্র্যাক করতে চাইছে সরকার। রাজ্যের ১২৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে খোলা হবে ১২৬টি ড্রাইভিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। প্রত্যেক জেলায় অটোমেটেড ড্রাইভিং ট্র্যাক থাকব। ড্রাইভইং লাইসেন্সের জন্য এখন আর ডিটিও অফিসে দৌড়তে হবে না।এছাড়া শ্রীমন্ত শংকরদেব বিশ্ববিদ্যালয় আইনেও আজ এক বিশেষ সংশোধন আনা হয়েছে। অসমে এখন থেকে নার্সিং কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, ফার্মাসি ইনস্টিটিউট খোলার জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিতে এই সব ইনস্টিটিউট রাষ্ট্রের প্রতি হুমকি নয় বলে গৃহবিভাগকে দিতে হবে প্রমাণপত্র। এছড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সব ইনস্টিটিউট ধর্মান্তরণের সঙ্গে জড়িত হতে পারবে না।অসমের মেডিক্যাল কলেজ এন্ট্রেন্স পরীক্ষা এখন কেবল সরকারি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে এবং বায়োমেট্রিক টেস্ট দিয়ে পরীক্ষাত বসতে হবে।এদিকে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্রের স্বীকৃতির জন্য দুটি পৃথক ক্যাটাগরিতে মাজুলি এবং শিবসাগরের নাম পাঠানো হবে বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আগরতলায় বিজেপির জনসভায় বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসকে বিঁধলেন নাড্ডা

আগরতলা, ১০মার্চ ঃ ক্ষমতা দখল করা বিজেপির লক্ষ্য নয়, মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সেবা করা। তাই এই দল মানুষের কল্যাণে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে। এই জন্য মানুষ বারবার বিজেপিকে আশীর্বাদ করছেন এবং ভাল কাজের জন্য বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসছেন। এই অভিমত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা'র।ত্রিপুরায় দ্বিতীয় দফায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে গত রবিবার আগরতলার আস্তাবল ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আশীর্বাদ এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিজেপি সরকারের দুই বছরে রাজ্যের সাধারণ মানুষ ব্যাপক ভাবে উপকৃত হচ্ছেন। এর আগেও রাজ্যে যে পাঁচ বছর বিজেপি সরকার ছিল তখনও মানুষের কল্যাণে অনেক কাজ করা হয়েছে।২০১৯ এবং ২০২৪ এই দুটি লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসন থেকেই বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী করে পার্লামেন্টে পাঠানোর জন্য ভোটারদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। তিনি বলেন, মানুষ বারবার বিজেপিকে আশীর্বাদ করছেন কারণ তারা মানুষের জন্য চিন্তা করেন এবং দিনরাত কাজ করেন। একেবারে প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষদের মধ্যেও যাতে সব ধরনের সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যায় তার লক্ষ্যে কাজ করছে, তাই এই রাজ্যের মানুষ বারবার বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসবেন। বিরোধীরা ত্রিপুরায় আর কখনো ক্ষমতায় আসতে পারবে না মন্তব্য করে নাড্ডা বলেন, কারণ তারা মানুষের কল্যাণে কোন কাজ করেনি। শুধুমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেই নয় সারা দেশেই বিজেপি মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। তাই বিভিন্ন রাজ্যে পরপর ক্ষমতায় আসছে। গুজরাটে বিজেপি টানা ছয়বার ক্ষমতায় এসেছে। বিজেপি সরকার গরীব এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের সরকার বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।ত্রিপুরার রাজনীতির প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জানান, ত্রিপুরা বামেদের রাজত্বে রক্তে লাল হয়ে থাকত। এখন তার পরিবর্তন এসেছে। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, বর্তমান সরকারের সময়ে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে এই রাজ্যে। সরকারি অফিসগুলিকে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে আধুনিক এবং উন্নত করা হয়েছে। বিধানসভার সব কাজকর্ম এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এই রাজ্যের যে উন্নয়ন হয়েছে তা অটল বিহারী বাজপায়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এবং নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর।বাম এবং কংগ্রেসের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন তারা প্রকাশ্যে লড়াই করার কথা বললেও ভেতরে ভেতরে তাদের মধ্যে ব্যাপক মিল রয়েছে, যার প্রতিফলন গত নির্বাচনে দেখা গিয়েছে। এ দুটি দল মিলে ত্রিপুরাকে রক্তে লাল করেছিল। প্রতিদিন খুন এবং ধর্ষণের ঘটনা ঘটত। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এই রাজ্যে বহু বিজেপি কার্যকর্তাকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে নারীরা রাতের আঁধারেও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারছেন। অন্যদিকে গত রবিবার আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এক জনসভায় ত্রিপুরা সরকারের নতুন দু'টি প্রকল্প ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডা।ত্রিপুরায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ২.০-এর দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে নাড্ডা 'মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা' ঘোষণা করেন। এই প্রকল্পের আওতায়, রাজ্য সরকার দরিদ্র পরিবারে তথা বিপিএল পরিবারে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি কন্যা সন্তানের জন্য ৫০,০০০ টাকার বন্ড জমা দেবে। মেয়েটির বয়স ১৮ বছর হলে মেয়াদপূর্তির সময় এই বন্ড ৮-১০ লক্ষ টাকায় পৌঁছাবে।বর্তমান ত্রিপুরা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কলেজগামী ছাত্রীদের স্কুটি সরবরাহের জন্য 'মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা' নামে আরেকটি প্রকল্পও ঘোষণা করেন। এই প্রকল্পের আওতায়, টিবিএসই, সিবিএসই এবং আইসিএসই-এর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা মেধাবী ১৪০ জন ছাত্রী স্কুটি পাবে।কন্যাদের ক্ষমতায়নের জন্য এই প্রকল্প চালু করার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এবং তাঁর সরকারকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কীভাবে রাজনীতির সংস্কৃতি বদলে দিয়েছেন সে সম্পর্কেও নাড্ডা বক্তব্য রাখেন।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ কৃতি সিং, মন্ত্রী, বিধায়ক এবং বিজেপির অন্যান্য বরিষ্ঠ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

আত্মনির্ভরতা ও সক্ষমতার এক অনন্য উদযাপনের সাক্ষী রাখতে শিলচরে সফলভাবে আয়োজিত হলো পার্পল মেলা

শিলচর (অসম) ১০ মার্চঃ আত্মনির্ভরতা ও সক্ষমতার এক অনন্য উদযাপনের সাক্ষী রাখতে শিলচরে সফলভাবে আয়োজিত হলো পার্পল মেলা। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে অনুষ্ঠিত এই ব্যতিক্রমী উৎসবটি সিআরসি, গৌহাটি, ভারতের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ দ্বারা পরিচালিত এবং কাছা। জেলা প্রশাসন ও সক্ষম দক্ষিণ আসাম-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। এই উৎসব বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তা ও ব্যক্তিদের জন্য একটি মঞ্চ গড়ে তোলার পাশাপাশি, তাঁদের প্রতিভা ও সক্ষমতাকে উদযাপন করার উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয।এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত, সমাজকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত, কিমচিন লাংহুম অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজীব মোহন পন্থ, যাঁর উপস্থিতি অনুষ্ঠানে নতুন মাত্রা যোগ করে। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কাছা। জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি, অমিতাভ রায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিবন্ধী প্রতিনিধি ইঞ্জিনিয়ার ময়াঙ্ক শেখর (পিএইচডি স্কলার, এনআইটি শিলচর), দিব্যাঙ্গ সেবা কেন্দ্রের সভাপতি, উদয় শংকর গোস্বামী, অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের এনএসএস সমন্বয়কারী অধ্যাপক এম. গঙ্গাভূষণ ও সহকারী আয়ুক্ত তথা সমাজকল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত জেলা আধিকারিক অঞ্জলি কুমারী। তাঁদের উপস্থিতি এই উদ্যোগের তাৎপর্যকে আরও সুদৃঢ় করেছে এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরতা ও স্বীকৃতি প্রদানে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে সিআরসি, গৌহাটি পরিচালক ড. পি. কে. লেনকা পার্পল মেলার পিছনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তাদের স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন এবং জানান যে ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে নেওয়া হবে। তাঁর বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটে অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত, কিমচিন লাংহুম ভাষনে, তিনি অংশগ্রহণ কারীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে এই মেলা শুধু প্রদর্শনী নয়, বরং এটি বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একটি নতুন মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মঞ্চ। তিনি তাঁদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠার প্রশংসা করেন এবং সমাজের জন্য অনুপ্রেরণা বলে অভিহিত করেন।প্রধান অতিথি প্রফেসর রাজীব মোহন পন্থ এক অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে রুদ্রাণী দাসের সংগ্রামের গল্প তুলে ধরেন, যিনি বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও অদম্য মনোবল ও প্রতিভার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, সমাজে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আরও বেশি সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে তাঁদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হতে পারে। তিনি আয়োজকদের প্রশংসা করে এই ধরনের আরও উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান, যাতে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা তাঁদের সীমাবদ্ধতার জন্য নয়, বরং অসাধারণ প্রতিভার জন্য স্বীকৃতি পান।এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০ জন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। মেলার বিভিন্ন স্টলে বিশেষভাবে সক্ষম উদ্যোক্তাদের হাতে তৈরি অনন্য পণ্য প্রদর্শিত হয়, যা তাঁদের সৃজনশীলতা ও উদ্যোক্তা মানসিকতার পরিচয় বহন করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীরা নাচ, গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। পাশাপাশি, ক্রীড়া পর্বেও ছিল চমকপ্রদ প্রতিযোগিতা ১০০ মিটার দৌড়, হুইলচেয়ার রেস, ক্রিকেট, দাবা, এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ছিল অংশগ্রহণকারীদের দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা।পার্পল মেলা শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না এটি সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণার গণ্ডি পেরিয়ে এক নতুন বার্তা দিয়েছে প্রতিবন্ধকতা কোনো দুর্বলতা নয়, বরং এটি এক নতুন ধরণের সক্ষমতা, যা উপযুক্ত মঞ্চ পেলে বিকশিত হতে পারে। এই উৎসবে ৬১ জন অংশগ্রহণকারী সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও প্রদর্শনীতে

ভোটার তালিকা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিতঃরাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ভোটার তালিকা নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত। এমনটাই দাবি জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সোমবার লোকসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, দেশজুড়ে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। প্রতিটি বিরোধী দলেই ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। সমগ্র বিরোধী দল শুধু বলছে, ভোটার তালিকা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত।উল্লেখ্য, সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পিএম শ্রী প্রকল্প নিয়ে মন্তব্যের প্রতিবাদে ডিএমকে এবং কংগ্রেস সাংসদদের বিক্ষোভের জেরে লোকসভার অধিবেশন দুপুর পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যসভায় কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি এবং অন্যান্য সদস্যরা ডুপ্লিকেট ভোটার আইডি ইস্যু এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে ওয়াকআউট করেন।

দীপক কুমার ঘোষের প্রয়াণে বার্তা শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১০ মার্চঃ প্রাক্তন আইএএস আধিকারিক দীপক কুমার ঘোষের প্রয়াণে বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেঃদু অধিকারী।শুভেন্দুবাবু সোমবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, আমি প্রাক্তন সিভিল সার্ভেন্ট থেকে আইন প্রণেতা দীপক কুমার ঘোষের প্রতি রইল আমার শেষ শ্রদ্ধা। তাঁর বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি। প্রাক্তন আইএএস অফিসার এবং দু'বারের বিধায়ককে ব্যক্তিগতভাবে জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব এবং সহযোগীদের প্রতি রইল আন্তরিক সমবেদনা।প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন আইএসএস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন, ' বিধায়ক দীপক ঘোষ (৮৭)। তাঁর পরিবার সূত্রে খবর, তাঁর মৃত্যু হয়েছে শুক্রবার। তাঁর মরদেহ আপাতত রাখা হয় শহরের একটি শব সংরক্ষণাগারে। তাঁর ছেলে ও মেয়ে আছেন। মেয়ে শহরে পৌঁছনোর পরে সোমবার তাঁর শেষকৃত্য হওয়ার কথা। আমলা হিসেবে জেলা ও রাজ্য প্রশাসনে নানা দায়িত্ব সামলানোর পরে তকালীন বিরোধী দল তৃণমূলে যোগ দিয়ে মহিষাদল থেকে বিধায়ক হন দীপকবাবু।প্রসঙ্গত, ২০১২-র ২ জুলাই তৃণমূলের প্রাক্তন সহকারী সভাপতি, মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন আই এ এস অফিসার দীপক ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে লেখা এক বিস্ফোরক বই কলকাতা প্রেস ক্লাবে মমতাপন্থী শিক্ষাবিদ সুনন্দ স্যান্যালের হাত দিয়ে প্রকাশ করেন। ' মমতা ব্যানার্জি এজ আই হ্যাভ নোন হার' বা 'মমতা ব্যানার্জিকে আমি যেমন চিনেছি' বইটি নিয়ে তোলপা। শুরু হয়ে যায়। বইয়ের বিভিন্ন বিষয় প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত হতে শুরু করে। বইটিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, তাঁর পরিবার ও তৃণমূল কংগ্রেস দল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের একুশটি অভিযোগ তুলে ধরেন দীপক ঘোষ।

নওদায় হিন্দুরা আক্রান্ত, প্রয়োজনে বিএসএফ মোতায়েনের আর্জি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১০ মার্চ ঃমুর্শিদাবাদ জেলার নওদা ব্লকের পাটিকাবাড়ি বাজারে হিন্দুদের মালিকানাধীন দোকান ও সম্পত্তিতে দুর্বৃত্তরা ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই অভিযোগ তুলে কড়া বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।ভিডিয়ো-সহ তিনি সোমবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, আমি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং ডিজিকে অনুরোধ করছি যেন তাঁরা মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনকে অবিলম্বে পর্যাপ্ত বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ দেন, যাতে পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে আনা যায়।আপনি যদি পরিস্থিতি নিযন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহলে মাননীয় রাজ্যপালকে অনুরোধ করুন যেন বিএসএফ মোতায়েন করে যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুনরুদ্ধার করা যায় এবং স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়।

বসন্তে চির বসন্ত স্মরণে রশ্মিকলা কেন্দ্র

নিজস্বসংবাদদাতা,কলকাতাঃরশ্মিকলা কেন্দ্র বরাবরই গতানুগতিকতার বাইরে ডানা মেলতে প্রয়াসী। তাই বসন্তের প্রারম্ভেই তারা বসন্ত উৎসব পালন করল সেই শিল্পীদের নিয়ে যারা শতাব্দী প্রাচীন হলেও কন্ঠে নবীন । শতবর্ষে স্মরণ করা হল গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়,সুচিত্রা মিত্র,কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়,সলিল চধুরী ও গৌরী প্রসন্ন সমজমুদারকে । অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব ' অমৃতম' । এই পবে সুচিত্রা, কনিকা ও ছবি বন্দ্যোপাধায় কে গানে গানে স্মরণ করলেন দীপ কুমার নন্দী, অভিষেক দাস, তপতী দাস, সাধনা, ' বিলাবল ও মল্লার' শিল্পীগোষ্ঠী । অনুষ্ঠান সূচিত হয়েছিল সাধনা গোষ্ঠীর গান দিয়ে । এরপর দ্বিতীয় পর্ব ' নানা রঙে র গানে ' গান শোনালেন সুপ্তি রায়, সোমাশ্রী ক্ষেত্রী, তপন বণিক, রিংকু চক্রবর্তী ও সুরসপ্তক গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ ।প্রত্যেকের গানই সুগীত। শেষ পর্বের আগে আবোল তাবোলের র ১০০ বছর উপলক্ষে ' নৈবেদ্য'র ক্ষুদে শিল্পীদের সুকুমার রায়ের ছড়া' দর্শকদের আনন্দ দিল। শেষ পর্বে সলিল চৌধুরী ও গৌরী মজমুদারের সংগীত জীবন নিয়ে গ্রথিত নৃত্য গীতি আলেখ্য' সলিল সুরে অবগাহন' ও ' গৌরীপ্রসন্ন স্মরণ' । এই পর্বে সলিল চৌধুরীর কালজয়ী গান ' কোন এক গাঁয়ের বধূ',' আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম', 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা'শোনালেন নির্মল পাত্র গৌরীসন্নের ' লাল নীল সবুজের মেলা বসেছে ' ও ২০০৪ সালে বিবিসির জরিপে সর্বশ্রেষ্ঠ কুড়িটি গানের একটি'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা' গানগুলি দরাজ গলায় সোমনাথ বন্দ্যোপাধায় শোনালেন । হিমাদ্রি মখুর্জি ও সুন্দর গাইলেন ' আমি যামিনী', 'ও নদীরে ' এবং ' দোলে দোদুল দোলে ঝুলনায়' । গৌরীপ্রসন্ন লেখা ' ও নদীরে' গানটি প্রথম বিদেশী ছবিতে ভারতীয় গান । অর্ধ শতাব্দী পার হয়ে গেল,স্রষ্ঠা চলে যান বেঁচে থাকে তার সৃষ্টি ।গানগুলির সঙ্গে অপূর্ব নৃত্য সঙ্গত করলেন আশিস মৈত্র, নারায়ণ মখুর্জী , আকাশ ও সৃজনে'র 'শিল্পীরা এবং পিংকি বোস ও ' মৃগনয়নী'র শিল্পীরা । 'স্বরলিপি ' ও 'গানমঞ্চ' গোষ্ঠীর গান ও সুগীত । শম্পা বক্সির আরো পরিণত না হয়ে মঞ্চে ওঠা উচিত হয়নি । সঞ্চালনা ও ভাষ্যে প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ও সুস্মিতা সেন। সুস্মিতা সেনের আরো প্রস্তুতি প্রয়োজন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালনা করেন কর্ণধার সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটিতে সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী মনের ছোঁয়া ছিল।

মাঝ আকাশে ঝুঁকি! মুম্বইয়ে ফিরে এল এয়ার ইন্ডিয়ার নিউইয়র্কগামী বিমান

মুম্বই, ১০ মার্চ ঃ মাঝ আকাশে ঝুঁকির কারণে মুম্বই বিমানবন্দরে ফিরে এল এয়ার ইন্ডিয়ার নিউইয়র্কগামী একটি বিমান। এয়ার ইন্ডিয়া মুখপাত্র জানিয়েছেন, সোমবার মুম্বই থেকে নিউইয়র্কগামী বিমানে মাঝ আকাশে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি দেখা দেয়। প্রয়োজনীয় প্রোটোকল অনুসরণ করার পর, বিমানের সমস্ত যাত্রীর নিরাপত্তার স্বার্থে, বিমানটি মুম্বইতে ফিরে আসে।স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে বিমানটি নিরাপদে মুম্বইতে অবতরণ করে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলি বিমানটির পরীক্ষা চালাচ্ছে এবং এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষকে পূর্ণ সহযোগিতা করছে। যাত্রীরা সবাই সুরক্ষিত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

আবহাওয়া

বসন্তেই গরম বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের তেজও। বৃষ্টির দেখা নেই, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলা গুলিতে আগামী দুই থেকে তিন দিন সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার পরের দু'দিনে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।মহানগরী কলকাতায় ফের নামল নূন্যতম তাপমাত্রা, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বসন্তের আমেজ অনুভূত হলেও, মহানগরীতে গরম অনুভূত হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও গরম বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল৮ টা ৫২ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল৮ টা৫২মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১০মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৫মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৬ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ১১ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ২৫ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ২৪ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৩ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈলমতা, আসামঃ১৮ ফাগুন, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৭ঃ৪২ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৮ঃ৪২ঃ৫২(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১০ঃ২০ঃ৪৬(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্তনক্ষঃভরণী কাল ঘ ০৭ঃ১৭ঃ৪৬ দং ৩২২৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃবালব রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃইঃদ্র। অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৩৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩১ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১৮ঃ৩৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ২৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ৪৫ঃ১০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১২ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ০২ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৫ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৩ঃ০৩ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৭ঃ১১ঃ১৩ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ১০২০১৬৫২ (২৫) ১ পদ চন্দ্রঃ ০২৪৫৪২ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ ২২২২২৪৯ (৭) ১ পদবুধঃ ১১৪২৬৪ (২৬) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১১৮৪৭২৯ (৪) ৩ পদশুক্রঃ ১১১০৪৬১২ (২৬) ৩ পদশনিঃ ১০২৪১০২০ (২৫) ২ পদরাহুঃ ১১৬১৪৪৫ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৬১৪৪৫ (১২) ৩ পদশুক্র বক্রি।লগ্নঃকুম্ভ রাশি সকাল ০৬ঃ৩০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৯ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৩১ঃ১৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ১০ঃ৪৫ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০১ঃ১৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৩ঃ২৫ পর্যন্ত।

থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষার পরই বিবাহ

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ১০ মার্চ ঃ থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করেই তিন কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা তারাপীঠে। বিয়ের আয়োজনে সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল প্রস্তুতি। বেলা গড়াতেই আলো ঝলমলে সাজানো মণ্ডপে একে একে হাজির পাত্র-পাত্রী, আত্মীয়-পরিজন। ছিলেন পুরোহিত। রবিবার বীরভূমের তারাপীঠে এভাবেই তিন কন্যাকে বসানো হল বিয়ের পিঁড়িতে। তারপর বিনা পণে, বিনা খরচে বিয়ে হল রামপুরহাট মহকুমার তিন কন্যার। নবদম্পতিদের দেওয়া হল বিভিন্ন উপহার।
জয় মা তারা ভক্তবৃন্দের পক্ষে কোষাধ্যক্ষ সুভাষ সাহা, সঞ্জীব বিশ্বাসরা

জানান, কয়েক বছর ধরে দরিদ্র পরিবারের কন্যাদের বিয়ের আয়োজন হচ্ছে। শুধুমাত্র করোনা অতিমারির সময় বিবাহ অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল।
প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ির সুভাষ সাহা, গৌতম কুমার পাল, ইচ্ছাপুরের সঞ্জীব বিশ্বাস, শান্তিপুরের ভবেশ রঞ্জন সাহা, অভিজিত ঘোষ, কলকাতার সুনীল ঘোষ, শম্ভু নাথ দত্তদের মতো কিছু মানুষ বছর আটেক আগে মিলিত ভাবে সমাজের জন্য কিছু করার ভাবনা থেকে গণবিবাহের সিদ্ধান্ত নেন। বিয়ের আসর হিসাবে বেছে নেন সিদ্ধপীঠ তারাপীঠকে। সেই থেকে প্রতিবছর এই সময় গণ বিবাহ দিয়ে আসছেন তাঁরা।
গণবিবাহ হলেও কোনও আয়োজনেরই খামতি রাখেননি। বিয়ের খরচ বহন করা ছাড়াও দম্পতিদের দেওয়া হয় সোনার কানের দুল, নাকছাবি ও টাসেল্ট। স্টিলের খাট, বিছানা, সাইকেল, স্টিলের আলমারি, দুজনকেই হাতঘড়ি, বেনারসি শাড়ি, প্রেসার কুকার দানসামগ্রী। এ ছাড়াও পাত্র-পাত্রী, দু'পক্ষের ৫০ জন আত্মীয়ের ভূরিভোজের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ভূরিভোজে ছিল কচুরি, ডিমের ডেভিল, পোলাও, সাদা ভাত, খাসির মাংস, মিষ্টি দই।
সুভাষবাবু বলেন, আমরা অধিকাংশ মানুষ ব্যবসা করে উপার্জন করি। আমাদের সকলের হেঁসেখেলে দিন চলে যাচ্ছে। কিন্তু দেখলাম কিছু মানুষ টাকার অভাবে কন্যা সম্প্রদান করতে পারছেন না। সেই থেকেই আমাদের এই চিন্তাভাবনা। এভাবেই কিছু কন্যার যদি বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে কিছু পরিবারকে আমরা চিন্তামুক্ত করতে পারব। সেই চিন্তাভাবনা থেকেই বিয়ের ব্যবস্থা করেছি। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিয়ে আগেই উভয়ের থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করা হয়েছে। বিয়ের পর যাতে শারীরিক কোন সমস্যা না হয় সেই জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।
পাত্রের হাতে মেয়েদের সম্প্রদান করতে পেরে খুশি কার্তিক রায়, শ্যামল মণ্ডল, ঋতু কোনাইরা। তারা বলেন, আমরা দিনমজুরি করে সংসার চালায়। ফলে খরচ করে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা আমাদের ছিল না। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জয় মা তারা ভক্তবৃন্দের খবর পেয়ে আমরা যোগাযোগ করি। তারাই বিয়ের ব্যবস্থা করেন দেন। শুধু বিয়ে নয়, নতুন সংসার করতে যে সমস্ত সামগ্রী প্রয়োজন সবই দিয়েছেন তারা।

মৃত মাকে রেখে ছেলে পরীক্ষা দিল

দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর ঃ মায়ের মরা মুখ দেখে, যে ছেলেকে পরীক্ষা দিতে যেতে হয়, তার মতো অভাগাজন কে বা আছে! মায়ের লাশ বাড়িতে রেখে সাহসী ছেলের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সব কিছু ঠিক ঠাক চলছিল। সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে, পরীক্ষা ছাড়া আর কোনো কিছু তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। জীবনের এতবড়ো পরীক্ষা, ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাস তার জন্য বোধ হয় অপেক্ষায় ছিল। রূপক্ষর ভাদুড়ি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সোমবার ছিল তার দর্শনের পরীক্ষা। বিনুরিয়া নীরদ বরণ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল সে। পরীক্ষা কেন্দ্র বোলপুরের বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়। মৃতার নাম অঞ্জু ভাদুরি (৪৫)। নিত্যদিনের মতো সকালে উঠে ঘরের কাজ সারেন বীরভূমের বোলপুর সংলগ্ন রূপপুর গ্রামের গৃহবধূ। একমাত্র সন্তান পরীক্ষা দেবে। তাই রান্না করছিলেন। হঠাৎ তাঁর বুকে ব্যাথা ওঠে। মাটিতে শুয়ে পড়েন তিনি। তাঁর মাথায় জল ঢালা হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।
বাবা বিপদতারণ ভাদুড়ি একজন প্রান্তিক চাষি। তিনি বলেন, কোনো অসুখ ছিল না। হঠাৎ সব কী হয়ে গেল। পরীক্ষার্থীর জেঠু মধুসূদন ভাদুড়ি বলেন, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সব কিছু ঘটলো। ছেলেটি তো মাটিতেই মায়ের কাছে শুয়ে পড়ে। পরীক্ষা দেবে না বলছিলো। তারপর স্কুলের মাস্টারমশাইরা এসে তাকে বোঝানোর পর সে পরীক্ষা দিতে রাজি হয়। মায়ের মৃতদেহে পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য অপেক্ষায় ছিলো অনেকক্ষণ। প্রায় দুই ঘণ্টা পরীক্ষা দিয়ে রূপক্ষর বাড়ি ফিরে মায়ের শেষ কাজ করে। মাকে শেষ বিদায় জানায়।
বিনুরিয়া নীরদ বরণ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সন্ধ্যা দাস রায় বলেন, এমন মর্মন্তুদ ঘটনা যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঘটনাটা জানার পরই দুই জন সহ শিক্ষক স্কুলের তরফে ছাত্রটির বাড়ি যান। তাঁরাই তাকে বুঝিয়ে পরীক্ষা দিতে রাজি করান। সে পরীক্ষা দিয়েছে। আমি হলে পারতাম না। তার সাহসের তুলনা হয় না। আমি তাকে কুর্নিশ জানাই। তার পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে আমরা অপেক্ষা করে ছিলাম এবং তার সঙ্গে তার বাড়িও যায়। পরীক্ষা কেন্দ্র বোলপুরের বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তথা সেন্টার ইন চার্জ শুভ্রা ঘোষ বলেন, ছেলে পরীক্ষা দেবে। তারজন্য মা ভাত রান্না করছেন। এমন সুস্থ স্বাভাবিক মা এভাবে অসময়ে হঠাৎ চলে গেলেন। সেই দুঃখ নিয়ে দুই ঘণ্টা পরীক্ষা দিয়েছে সে। আমরা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করেছিলাম। সে রাজি হয় নি। সবার সাথে পরীক্ষা দিয়েছে। এবং ভালো পরীক্ষা দিয়েছে।
উল্লেখ্য, সামনে এখনো কতগুলো পরীক্ষা আছে। পরীক্ষার্থীর বাবাও ঘটনার আকস্মিকে কার্যত দিশেহারা। একমাত্র ছেলে মাতৃহারা। তিনি বলেন, ছেলে লিখবে কী করে? ওর মা যে আজই চলে গেল। এই মাতৃশোকের কোনো সান্ত্বনা, বাবার কাছেও নেই।

টাউন হাসনাবাদ স্কুলের প্ল্যাটিনাম

সৌরভ দাশ,হাসনাবাদ ঃ টাউন হাসনাবাদ জি.এস.এফ.পি স্কুলের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন। টাকী পৌরসভা এলাকার প্রাচীন প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির মধ্যে অন্যতম টাউন হাসনাবাদ গর্ভমেন্ট স্পনসরড প্রাইমারি স্কুল। এই বিদ্যালয়ের পঁচাত্তর তম বর্ষ উদযাপনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্ব সম্পন্ন হলো। প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে বছর ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় স্কুলের তরফে।সোমবার ছিলো তারই সমাপ্তি পর্বের অনুষ্ঠান।
প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন টাকী রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পূর্ণমায়ানন্দজী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন অরুন ঘোষ,মনীষা মুখার্জী, মুকুল রায়চৌধুরী, প্রণব সরকার সহ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষানুরাগীরা। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ও আমন্ত্রিত স্থানীয় শিল্পী দের দ্বারা আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কচিকাঁচা দের উৎসাহ ছিলো চোখে পড়ার মতো। এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে বিদ্যালয়ের সম্মুখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন পূর্ণমায়ানন্দজী মহারাজ।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কল্যানী বর মন্ডলের কথায় , এই স্কুলের ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা বেশী,শিক্ষক কম। আমরা চেষ্টা করি তাদের খুব ভালো করে পড়াশুনা করাতে।আমাদের স্কুল প্রি প্রাইমারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত হলেও সৌভাগ্যবশত প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষেই পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্তরে উন্নীত হয়েছে,ফলত আমরা সকলেই খুব খুশি।আগামীদিনে শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা সহ সব ক্ষেত্রে স্কুলের নাম ও ছাত্র ছাত্রী দের নাম আরো উজ্জ্বল হবে।
সহকারী শিক্ষক সুরজ্ঞন চ্যাটার্জী বলেন, সাধ অনেক থাকলেও সাধ্য কম স্বল্প সাধ্যের মধ্যে স্থানীয় মানুষ ,শিল্পী,শিক্ষানুরাগীদের সঙ্গে নিয়ে, বছর ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিলো। এদিন সুন্দর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারই পরিসমাপ্তি ঘটল। স্কুল শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে আবার চাঙ্গা করতে হবে এই অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল উপস্থিত সকলেই।

নবদ্বীপের দোল উৎসবে মণিপুরী

গোপাল বিশ্বাস ঃ-নদীয়াঃ চিরাচরিত ঐতিহ্য বহন করেই আজও মণিপুরী ঘরানার লোকসংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই দোল উৎসব পালিত হয় নবদ্বীপের অনুমহাপ্রভু মন্দির, তথা মণিপুর পুরাতন রাজবাড়ীতে। সকাল সন্ধ্যা হরিনামে মুখোরিত হওয়া অন্যতম প্রাচীন জনপদ, শিক্ষা - সংস্কৃতির অন্যতম

পীঠস্থান নদীয়ার নবদ্বীপ ধাম। যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, বা চৈতন্য দেব। বছরভর বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর টানে দেশ বিদেশের বহু পর্যটক আসেন। তবে হঠাৎ করে শহরের চেনা ছন্দ পাল্টে এক জনবহুল মহানগরে পরিনত হয়ে পরে প্রতিবছরই দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে,দেশ বিদেশের নানা ভাষা'র মানুষের ভীড়, যেন বাতাসের সাথে ভেসে বেরায় হরিনাম সহ জয় নিতাই - জয় গৌড়, ধ্বনি। হঠাৎ করেই যেন চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ ধাম হয়ে উঠে বৈষ্ণব ভজনের নাটমন্দির।
শ্রী চৈতন্য দেবের জন্মভূমি নবদ্বীপ শহর হওয়ায় শহর জুড়ে রয়েছে তার স্মৃতি বিজারিত বহু স্থান ও মন্দির। তবে শহরের দক্ষিনাঞ্চলে রয়েছে গৌড়াঙ্গ মহাপ্রভুর এক ব্যাতিক্রমি মন্দির, আর এই মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য ইতিহাস। শহরের মণিপুর এলাকায় রয়েছে এই মন্দির, যাকে সকলে অনুমহাপ্রভুর মন্দির বা পুরাতন রাজবাড়ী বলে চেনে।
এখানে গৌড়াঙ্গ মহাপ্রভুর মূর্তীতেও রয়েছে ব্যাতিক্রমি। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে জানা যায় এই মন্দিরে পুজিত অনু মহাপ্রভুর এই প্রাচীন মূর্তিটি ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজর্ষী ভাগ্য চন্দ্র মহারাজ নবদ্বীপে নিয়ে আসেন। রাজর্ষী ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের এর বর্তমান বংশধর তথা এই মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার তিকেন্দ্র জীৎ সিং জানান এই মন্দিরের যেমন একটা ইতিহাস আছে পাশাপাশি আমাদের এই মন্দিরের যে সকল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তারও একটা ঐতিহ্য আছে, তিনি বলেন ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মনিপুরের মহারাজ রাজর্ষী ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাঁঠাল কাঠ দিয়ে নির্মিত অপরূপ এই অনুমহাপ্রভুর মূর্তিটি নবদ্বীপে নিয়ে আসেন, যে মূর্তীতে মণিপুরী শৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট দেখা যায়।
তবে তার আগেই এই এলাকায় জমি কিনে রেখে যান তিনি, এবং ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এখানে বসবাস করেন রাজর্ষী ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ। রাজকুমার তিকেন্দ্র জীৎ সিং আরও জানান বর্তমানে তারা মোট ছয় সরিক এখানে বসবাস করেন, বর্তমানে এখানে প্রায় একশো মণিপুরী সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস বলেও তিনি জানান। তিনি আরও জানান ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে অনুমহাপ্রভুর মূর্তী নবদ্বীপে আসলেও এই মন্দির নির্মান হয় ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে,ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের বড় ছেলে চৌরজিৎ সিংহ এর সময়কালে। সেই সময় একটি সমতল ছাদের মন্দির তৈরি করা হয় ।আর সেই সম থেকেই এই মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের। তবে উল্লেখ যোগ্য ভাবে দোল উৎসবে থাকে বেশ কিছু ব্যাতিক্রমি অনুষ্ঠান ও নিয়ম ও যেমন দোল উৎসবের আগের দিন সব জায়গায় ন্যাড়াপোড়া হলেও এখানে দোল পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত হয়। এরই সাথে দোল উৎসবের কদিন এখানে অনুষ্ঠিত হয় মণিপুরী ঘরানার বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, পাশাপাশি এই দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে সুদুর মণিপুর রাজ্য থেকেও সমাগম ঘটে হাজার হাজার ভক্তরও।
এবছর মহাপ্রভুর ৫৪০ তম শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে ১০ই মার্চ থেকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের যা চলবে আগামী ১৫ই মার্চ পর্যন্ত। সকাল থেকেই শুরু হ'য়েছে ভক্তদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের। পাশাপাশি জানা যায় অনুমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ ছাড়াও এই মন্দিরে আছে রাধাকৃষ্ণের মূর্তী, প্রভু জগন্নাথ দেবেরও মূর্তী,আর এই মন্দিরে প্রতিদিন দু বেলা হয় অন্নভোগ দেওয়া হয় বলেও জানা যায়।তবে মণিপুরী হওয়া সত্বেও কেন হঠাৎ মহাপ্রভুর প্রতি তাদের এই টান বা ভক্তি,? উত্তরে রাজকুমার বলেন এটা ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের আমলেরও কয়েকশো বছরে পূর্ব থেকে হয়ে আসছে, তিনি জানান বহু অতীত কালে আমাদের (মণিপুরীদের) যে ধর্মটা ছিলো রামানুজ, পরবর্তী সময়ে বিষ্ণুদেব।

কুসংস্কার বন্ধ কামাক্ষ্যাতে

বনস্পতি দে,গৌহাটি ঃ দেশের কুসংস্কার কুপ্রথা বন্ধের বার্তা কামাক্ষায়, গৌহাটিতে সম্মানিত স্বপন বাউল। ভারতবর্ষ আজ অনেক উন্নত তবুও ভারতের বহ রাজ্যের মানুষ এখনো নানা রকম কুসংস্কার কুপ্রথায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। সারা দেশে কুসংস্কার কুপ্রথায় আচ্ছন্ন রাজ্য গুলিকে বাউল গানে সচেতন করতে ছুটে এলেন সুদূর পূর্ব বর্ধমান থেকে নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। তিনি তার সমাজ সচেতন কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানে বার্তার জন্য আসাম গৌহাটিতে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের গর্ব সম্মানে ভূষিত হলেন। এই পুরস্কার দেন গৌহাটি পল্টন বাজার প্রেক্ষা গৃহে ,গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস প্রটেকশন ফোরাম গৌহাটি আসাম সংস্থা। কদিন আগেই আগত ৭০ কোটি মানুষের সমাগম মহা কুম্ভ মেলায় বিশ্ব শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছিলেন বাউল গানে রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল। আসাম গৌহাটিতে পুরস্কৃত হয়ে তিনি গৌহাটি ও কামাক্ষা মন্দির চত্বরে ভারতবর্ষের কুসংস্কার আচ্ছন্ন রাজ্য গুলিকে কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণে বাউল গানে বার্তা দিলেন। তিনি গানে গানে বলছেন যা যা কুসংস্কার কুপ্রথা সব ভুলে যা । বিজ্ঞান যুগে এসব আর চলে নারে । ওঝার কাছে যাবি নারে , কুসংস্কার কুপ্রথা মুক্ত দেশ গড়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন রক্ষা করতে হবে রে। বক্তব্যে বলেন সাপে কাটলে, স্নায়ু রোগে মূর্ছা গেলে , ভূত ডাইনি ভাবনা বন্ধ করে ওঝা গুণীন জান গুরুদের কাছে নাগিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে , নর বলি বন্ধ করতে হবে। স্বপন বাউল গানে গানে বলেন দেশের সরকার ও সকল রাজ্য সরকার গুলিকে কঠিন আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সারা দেশের সকল রাজ্যের মানুষকে সচেতন করতে হবে।

জাল নথি তৈরি করে অন্যের জমি অধিগ্রহণ হাবরাতে

দুরন্তবার্তা, ১০ মার্চ ঃ জাল নথি দিয়ে অন্যের জমি নিজের নামে করে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা! হাবড়ায় শোরগোল, কটাক্ষ বিজেপির। হাবড়া-ফুলতলা এলাকায় ৫১ শতক জমির মালিক ছিলেন জগৎবন্ধু দত্ত।

১৯৯৭ সালের পর থেকে তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। সেই জমিই নিজের নামে করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। জাল নথির মাধ্যমে অন্যের জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন তৃণমূলের এক নেতা। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার ঘটনা। ধৃতের নাম জয়দেব ওঝা। এক সময়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন তৃণমূলের জয়দেব। তাঁর বিরুদ্ধে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে হাবড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খারো এলাকার বাসিন্দা বরুণ দত্ত। তিনি বলেন, ''আমার পৈতৃক সম্পত্তি জাল নথি দিয়ে নিজের নামে করে নিয়েছেন জয়দেব।'' ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে হাবড়া থানার পুলিশ। সোমবার তৃণমূল নেতা গ্রেফতার হন। পুলিশ সূত্রের খবর, প্রায় দেড় বিঘা জমি নিজের নামে করার জন্য দলিল জাল করে রেকর্ড বার করেছিলেন ওই তৃণমূল নেতা। তাঁকে গ্রেফতারের পর সোমবারই হাজির করানো হয় বারাসত আদালতে। হাবড়া-ফুলতলা এলাকায় ৫১ শতক জমির মালিক ছিলেন জগৎবন্ধু দত্ত। ১৯৯৭ সালের পর থেকে তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। সেই জমিই নিজের নামে করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ১৯৯৭ সালের পর থেকে তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। সেই জমিই নিজের নামে করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩২৯/৩, ৩১৮/৪, ৩৩৬/২,৩৩৮, ৩৪০/৩ ধারায় মামলা রুজু হয়। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হয়েছে। ধৃতকে সাত দিনের জন্য হেফাজে চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

প্রতারণা রুখতে নতুন সাইবার অপরাধ বিভাগকে সক্রিয় করতে কলকাতা পুলিশ এগিয়ে এসেছে

দুরন্তবার্তা , ১০ মার্চ ঃ প্রতারকদের রুখতে নতুন শাখা সাইবার অপরাধ বিভাগে।
মূলত সাইবার অপরাধ ঠেকানো ও দ্রুত কিনারা করতেই শাখাগুলি খোলা হয়েছে। যেগুলি শুক্রবার থেকেই কাজ শুরু করেছে। বর্তমানে সাইবার বিভাগের দায়িত্বে আছেন উপ-নগরপাল (সাইবার)।
সাইবার প্রতারকদের ঠেকাতে কলকাতা পুলিশ সাইবার অপরাধ বিভাগকে থানা-সহ ছ'ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে থাকছেন এক-দু'জন করে ইনস্পেক্টর। মূলত সাইবার অপরাধ ঠেকানো ও দ্রুত কিনারা করতেই ওই শাখাগুলি খোলা হয়েছে। যেগুলি শুক্রবার থেকেই কাজ শুরু করেছে। বর্তমানে সাইবার বিভাগের দায়িত্বে আছেন উপ-নগরপাল (সাইবার)। ওই শাখা খোলার সঙ্গেই সাইবার জালিয়াতি রুখতে যুগ্ম নগরপাল (সাইবার) পদও তৈরি করতে চাইছে লালবাজার। ওই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এক অনুষ্ঠানে নগরপাল মনোজ বর্মা বলেন, ''কলকাতা পুলিশে যুগ্ম নগরপাল (সাইবার) ও যুগ্ম নগরপাল (লিগাল) হিসাবে দু'টি নতুন পদ তৈরি করা হচ্ছে। আশা করছি, আগামী মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রস্তাব পাশ হয়ে যাবে।''

রাজ্য পুলিশ সাইবার অপরাধ ঠেকাতে ও কিনারা করতে পৃথক সাইবার ক্রাইম উইং (সিসিডব্লিউ) খুলেছে। যার মাথায় রয়েছেন এক জন এডিজি। কলকাতা পুলিশের কর্তারা জানিয়েছেন, সিসিডব্লিউ-র মতোই সাইবার শাখাকেও ঢেলে সাজানো হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ছোট ছোট শাখা করা হয়েছে সাইবার বিভাগে। এডিজি (সাইবার)-র মতো যার মাথায় থাকবেন যুগ্ম নগরপাল (সাইবার)।
লালবাজার সূত্রের খবর, সাইবার বিভাগের ওই নতুন শাখার বিজ্ঞপ্তি জারি করার সঙ্গেই শুক্রবার সেখানে পুলিশকর্মী এবং অফিসারদের পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, চলতি মাসেই কলকাতা পুলিশের সাইবার বিভাগের সদ্য গঠিত সব শাখা পুরোদমে কাজ শুরু করবে। সাইবার প্রতারণাকে বন্ধ করতে কলকাতা পুলিশ সক্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে মানুষদের বিশেষ করে বয়স্কদের সতর্ক করা হচ্ছে। সাইবার হানার বেশি শিকার হচ্ছে বয়স্করা। তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়ার একটি প্রবণতা কাজ করে চলেছে অপরাধ জগতে। নানা রকম ছলনা করে বয়স্কদের কাছ থেকে টাকা তুলে নেওয়ার নিত্য নতুন ফন্দি বার করতে শুরু করেছে সাইবার অপরাধীরা। সাইবার যত বেশি অগ্রগরিত পথ ধরে এগোতে শুরু করেছে ততই বৃদ্ধি পেতে চলেছে সাইবার প্রতারণা। জামতারা সাইবার অপরাধ জগত ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সেই কারণে পুলিশকে একন সাইবার দমন করাটাকে নিজেদের প্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করছে। সাইবার অপরাধ থেকে মহিলা এবং বয়স্কদের কীভাবে রক্ষা করা যেতে পারে তার দিকে বিশেষ নজর দিতে শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন। আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করেই সাইবার অপরাধীদের জগত তৈরি হয়েছে। তারা এখন সব প্রযুক্তি ব্যবহার করছে যেগুলি বলতে গেলে অত্যাধুনিক। এই সব অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কীভাবে সাইবার অপরাধীরা পাচ্ছে তা নিয়ে পুলিশ প্রশাসন চিন্তিত। তবে প্রযুক্তি যাতে অপরাধীরা না পায় তার দিকেও লক্ষ্য রাখছে।

বারুইপুরে তৃণমূল মিছিল বাম দলের অফিসে ঢুকে গেলে পরিবেশ উত্তপ্ত

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুরঃ বারুইপুরে সিপিআইএমের অফিসে তৃণমূলের হামলার প্রতিবাদে প্রতিবাদ কর্মসূচি ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন সিপিএমের বারুইপুরে। তৃনমূলের হামলার প্রতিবাদে পথে নামলো সিপিআইএম। বারুইপুর পদ্মপুকুরে সিপিআইএমের পার্টি অফিসে । তৃণমুলের হামলার ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল হয়ে গেল সোমবার।এদিন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করে সিপিআইএম।এদিন পদ্মপুকুর পার্টি অফিস থেকে শুরু হয় এই মিছিল। এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বামনেতা সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গাঙ্গুলি, মীনাক্ষি মুখার্জি সহ জেলা সিপিএমের বহু নেতা কর্মী। এই ঘটনার প্রতিবাদে পুলিশ সুপারের কাছে তাঁরা একটি ডেপুটেশন ও দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাঁর জন্য কড়া নিরাপত্তার আয়োজন করা হয়েছিল বারুইপুর পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে।৩রা মার্চ সোমবার যাদবপুরের ঘটনার প্রতিবাদে এস এফ আই এর পক্ষ থেকে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেইদিনই তৃণমুল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বারুইপুরে একটি মিছিল আচমকা পদ্ম পুকুরে দলীয় কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকে যায়। ভেতরে ঢুকে তাঁরা দলীয় কার্যালয়ে

উপস্থিত সিপিএমের নেতা ও কর্মীদের লক্ষ্য করে অস্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়। আন্দোলন কারীদের পক্ষ থেকে দলীয় অফিসের বাইরের গেটে তালাও লাগিয়ে দেওয়া হয় ।
ঘটনার সময় জেলা পার্টি অফিসেই ছিলেন বামনেতা সুজন চক্রবর্তী। এই ঘটনার প্রতিবাদে সেদিনই বারুইপুরে বাম কর্মী ও সমর্থকরা একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। এই ঘটনার পর এক সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত কারোর বিরুদ্ধে আইনত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
তাই এই ঘটনার প্রতিবাদে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে সোমবার পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও ও প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়।
দোষীদের শাস্তির দাবিতে তাদের এই আন্দোলন চলবে বলে এদিন জানিয়েছে আন্দোলনকারীরা।

শ্মশান সংস্কার না করে বিয়ে বাড়ি ভবন নির্মাণে মন

দুরন্তবার্তা, ১০ মার্চ ঃ মরেও বিপদ, তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ায় জীর্ণ শ্মশানের সংস্কারে মন নেই তৃণমুল পঞ্চায়েত প্রধানের, শুরু হয়েছে বিয়ে বাড়ির জন্যে ভবনের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ । বিবাহ সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে ব্যবহারের ভবন উন্নয়নের কাজ শুরু হলেও, জরাজীর্ণ শ্মশান ঘাট সংস্কারের উদ্যোগ নেই গ্রাম পঞ্চায়েতের, বাড়ছে ক্ষোভ। মৃতুর পর আপনজনের শৎকার করার জন্য নেই সঠিক শ্মশান ঘাটের ব্যবস্থা, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে সোচ্চার মাগুরমারিবাসী ।প্রশাসনকে অন্ধের সাথে তুলনা স্থানীয়দের ।দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে দাবী করার পরও কোনোরূপ সংস্কার না করায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার প্রধান- পঞ্চায়েতের ওপর,। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির মাগুরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীরহাট সংলগ্ন বসেরডাঙ্গা এলাকায় বামনি নদীর পাড়ে ১৫/ ১১০ এবং ১৫/১১৭ নং বুথের মাঝামাঝি এলাকায় বেশ কয়েক বছর আগে তৈরি হয় একটি শ্মশান। যদিও সেটি কয়েক বছরের মধ্যে সংস্কারের অভাবে জারাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়ে পড়ে থাকে। যার ফলে বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের শ্মশান ঘাটটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে ওঠে। এখন আর কেউ এখানে আসে না।

বিহারের বাসিন্দারা বাংলার ভোটার

দুরন্তবার্তা, ১০ মার্চ ঃ কই বুথে বিহারের ৯ জন ভুয়ো ভোটার, এলাকায় এলাকায় ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ল বিহারী ভোটার, দুই রাজ্যের ভোটার তালিকায় রয়েছে যাদের নাম, অভিযোগ সামনে আসতেই চাঞ্চল্য,প্রচুর বিহারের ভোটার আছে দাবী তৃণমূলের, সবটাই নাটক কটাক্ষ বিরোধীদের। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এলাকায় এলাকায় ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখতে গিয়ে ভুয়ো ভোটার। একই গ্রামের ভোটার তালিকায় প্রায় নয় থেকে দশ জন বিহারের ভোটার। যাদের বিহারের ভোটার তালিকাতেও নাম আছে। আবার বাংলার ভোটার তালিকাতেও নাম আছে। যে অভিযোগ সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।কি ভাবে দুই রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে প্রশ্ন ? বিজেপির চক্রান্ত। এরকম আরো বহু ভোটার আছে। শুধু ঘুরলে হবে না সঠিক জায়গায় তদন্ত করলে উঠে আসবে দাবি তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্যের। জানানো হয়েছে প্রশাসনকেও। অন্যদিকে এই ঘটনাকে নাটক বলে কটাক্ষ বিরোধীদের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী মালসাবাধ এলাকা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এলাকায় এলাকায় ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখতে গিয়ে এদিন সেখানে যান স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান। ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আদিবাসী বসন্ত বরণ উৎসব শুরু

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন ঃ বাহা পরব, আদিবাসী বর্ষ বরণ ও বাঙালির বসন্ত বরণ শান্তি নিকেতন ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিকে। প্রকৃতির নিয়মই শূন্য স্থান পূরণ করা। প্রতি বছর শান্তিনিকেতনে বসন্ত বরণের মতো প্রকৃতির উৎসবের দিকে চেয়ে থাকে সর্বজনসাধারণ। এক, বিশ্বভারতী এবং দুই, সোনাঝুরি হাটে মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ থাকে। এবার নিয়মের বেড়াজালে দুটোতেই সাধারণ মানুষ বঞ্চিত। কিন্তু তা বলে প্রকৃতি রিক্ত থাকবে? বোধকরি প্রকৃতির এমন অভিরুচি নয়।
এই দুটো উৎসবকে এক আঙ্গিকে হৃদয়ে গ্রহণ করে, শান্তিনিকেতনের অদূরে শান্তিনিকেতন ইন্সটিটিউট অফ টেকনলোজি আয়োজন করতে চলেছে বসন্ত সমাগম। আহ্বান উন্মুক্ত সকলের জন্য।
উল্লখ্য, আদিবাসীরা শালগাছকে বলে সারজম দারি। আর সেই গাছের ফুলকে বলে সারজম বাহা। শাল গাছে ফুল ধরলে শুরু হয় আদিবাসীদের বাহা পরব। দোলের মত রঙের খেলা নয়, জল দিয়ে আর শালফুল দিয়ে এই পরব। জল দিয়ে পা ধুয়ে দেওয়া ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে শালের ফুল দিয়ে শুরু এই বাহা উৎসব। এই সময় বীরভূমের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন দিনে শুরু হয় বাহা পরব। ঋতু বন্দনার মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের বর্ষ বরণ। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক পজেটিভ বার্তা। সহযোগিতায় ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম ও অল বেঙ্গল নার্সিং হোম এ্যাণ্ড হসপিটাল ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন। আগামী ১৪ মার্চ ভোর পাঁচটা থেকে শুরু হবে এই অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণ করবে ১০টি আদিবাসী নৃত্য দল। ফুল, জল প্রকৃতির রঙ শুধু গায়ে নয়, মনকে রাঙিয়ে নেওয়া। শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে পড়ুয়ারাও রঙের বসন্ত বরণে নৃত্য গীতে ভরিয়ে তুলবে-'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে, তোমার আপন রাগে, তোমার গোপন রাগে'। আদিবাসী সম্প্রদায়, বাঙালি সকলের সম্প্রীতি ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠবে তার পুরাতন ঐতিহ্যে, বলে জানান প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ড. মলয় পীট।

খাস কলকাতায় টোপ দিয়ে ধর্ষন

দুরন্তবার্তা, ১০ মার্চ ঃ খাস কলকাতায় কাজের টোপ দিয়ে হোটেলের ঘরে তরুণীকে 'ধর্ষণ', ধৃত অভিযুক্ত। ধৃতকে এদিন আদালতে তোলা হয়।
কাজের খুব প্রয়োজন ছিল তরুণীর। মাঝবয়সী এক ব্যক্তি কাজ পাইয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। তবে কাজ পাওয়া গেল না। টোপ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হোটেলের ঘরে। ধর্ষণের শিকার হলেন ওই তরুণী। খাস দক্ষিণ কলকাতায় এই ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার তাঁকে আদালতে তোলা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫৯ বছর বয়সী ধৃত ব্যক্তির নাম কীর্তি মেহতা। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ওই ব্যক্তির সঙ্গে ২১ বছর বয়সী তরুণীর পরিচয়। ওই তরুণীর একটি কাজের প্রয়োজন রয়েছে। সেই কথা এই কীর্তি মেহতাকে জানিয়েছিলেন। তারপরই কাজ পাইয়ে দেওয়ার টোপ দেওয়া হয়। সেই মতো গত ৭ তারিখ ওই তরুণীকে ভবানীপুরের একটি হোটেলে নিয়ে যান কীর্তি।
ওই হোটেলের একটি ঘরেই তরুণীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার কথা কাউকে বললে পরিণতি আরও ভয়ঙ্কর হবে। সেই হুমকিও দেওয়া হয়। ভবানীপুর থানায় ওই তরুণী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গতকাল রাতে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে আজই আদালতে তোলা হয়। জানা গিয়েছে, ওই তরুণী দিল্লির বাসিন্দা। কলকাতায় এক পানশালায় তিনি কাজ করেন। সম্প্রতি তিনি কাজের খোঁজ করছিলেন। শিয়ালদহ আদালতে ওই তরুণীর গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে বলে খবর। কলকাতায় এখন যেভাবে মহিলাদের ওপরে শারীরিক অত্যাচার হতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে চিন্তিত পুলিশ প্রশাসন। সব মেয়েকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে কোথাও কোনও রকম অসুবিধা বা বাধা পেলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের দ্বারস্থ হতে। পুলিশ এ ব্যাপারে মহিলাদের সব রকমের সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। তবে মহিলাদের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আগেই. সন্দেহভাজন কোনও ব্যাপার জানতে পারলে বা বুঝতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বা থানায় জানানোর প্রয়োজন রয়েছে। একশো নম্বরে ডায়াল করলে পুলিশ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১০০ সংখ্যা, মঙ্গলবার ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১

বাঙালি অভিনেতা বিকাশ রায়

বিকাশ রায় টাকা ধার দিয়েছিলেন বলে রেশন এসেছিল অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তখন চারু অ্যাভেনিউয়ের বাড়িতে ভানু থাকেন। ১৯৪২/৪৩ সাল হবে । দিন কয়েক বাদে রেশন তুলতে হবে, হাতে পয়সা নেই। অগত্যা বিকাশ রায়ের কাছে ৪০ টাকা ধার চাইলেন। তিনি শুধু জানতে চেয়েছিলেন, কবে ফেরত দিবি? বিকাশ রায় টাকা দিয়েছিলেন বলে ভানুর বাড়িতে রেশন আসে। না এখানেই শেষ নয় বিকাশ রায়ের স্নেহধন্য ভানু সম্পর্কে তাঁর দরাজ সার্টিফিকেট ভানু ইজ ইকোয়াল টু কমেডি প্লাস সিরিয়াস। আর তিনি ইজ ইকোয়াল টু শুধু সিরিয়াস। লজিকের হিসেবে তাঁর চেয়ে ভানু বড় অভিনেতা। না ওকে তিনি সেকথা বলেন না বটে, কিন্তু আপনাদের কাছে শেষ বয়সে কথাটা স্বীকার করে গেলাম। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের শুধু স্নেহধন্য ছিলেন বললে অনেক কম বলা হয় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে। গোটা দিনের অনেকটা সময় দীনেশদার সঙ্গে কেটে যেত। দীনেশ গুপ্তের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতেন। ঢাকার সদরঘাটে চুপটি করে ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিত কোন সাহেব বা পুলিশকর্তা কখন আসছেন, কোথায় যাচ্ছেন। দীনেশ গুপ্তের সাইকেলের পিছনে বসে সেই সব গোপন খবর দিতে হত। সেই কিশোরোর পোশাকি নাম সাম্যময়,ডাক নাম ভানু, সেই নামেই তাঁর দেশজোড়া নামডাক। ১৯৪১-এ ঢাকায় অনুশীলন সমিতির ব্রিটিশ-বিরোধী কাজে ভানুর নামে হুলিয়া প্রকাশ হলে বন্ধুর গাড়ির পাদানিতে শুয়ে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হলেন।এসেই কর্মজীবনে প্রবেশ অফিসের নাম; আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি। ছাত্রজীবনে ভানু বিজ্ঞানী সত্যেন বসু, কবি জসীমউদ্দিনদের প্রিয়পাত্র। বুক ফুলিয়ে স্বদেশি করেছেন বুকের মধ্যে নিষিদ্ধ বই, রিভলভার নিয়ে পাচারও করেছেন। একই মানুষের অভিনয় গুণে সরস বাংলা চলচ্চিত্র 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর মত অসংখ্য ছবি। অতি সাধারণ কথা, তার মধ্যে হাস্যরসের লেশ মাত্র নেই কিন্তু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কথা এমন রসিয়ে বলতেন, প্রেক্ষাগৃহে হাসির ফোয়ারা ছুটত। অতি সামান্য, সাধারণ বিষয় কে অসমান্য করার দক্ষতার জন্য তিনি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। কৌতুকাভিনেতা নন, ভানু যে একজন সম্পূর্ণ অভিনেতা, এ কথাটা বারবার বলতেন তপন সিংহ। বিশ্বমানের ছবি 'পরশপাথর'-এ তুলসী চক্রবর্তীর মত পার্ট হয়তো ভানু কোনও দিন পাননি। তবু ভানু হাস্যরসের বাইরে অতি অভিনয়ে দর্শককে হাসানোর চেষ্টা করেন নি। এ ক্ষেত্রে তাঁর সময়ের চেয়ে কয়েক হাজার মাইল এগিয়ে ছিলেন তিনি। সাংবাদিক, লেখক রবি বসুকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন স্টেজ আর ফিল্মের মধ্যে তাঁর পছন্দ স্টেজ,নাটককে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। বলেছিলেন নাটকে কোনওদিন মনের মত চরিত্র পাননি,দর্শক যে চরিত্র পছন্দ করবে সেই চরিত্রে তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছে,তাঁকে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়েছে দর্শকের ঠোঁট চিরে দাঁত বের করিয়ে,কেউ তাঁর কাছে জানতে চাননি তাঁর পছন্দ-অপছন্দের কথা।

খিচুরি মৌরালা প্রিয় নেতাজি

খিচুড়ি-মৌরলা মাছের ঝাল চচ্চড়ি... নেতাজি কী কী খেতে সবচেয়ে ভালবাসতেন? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বাঙালির আবেগের এক অপর নাম। নেতাজি এই নাম শুনলে আজও বহু মানুষের মনে শিহরণ জাগে। সেই নেতাজি কিন্তু খাদ্যরসিক ছিলেন। খেতে খুব ভালবাসতেন তিনি। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন পাশের আদর্শ হিন্দু হোটেল প্রতিদিন নিয়মকরে দুপুরবেলা খেতে যেতেন। তাঁর প্রিয় খাবারের তালিকায় ছিল পালংশাকের বাটি চচ্চড়ি, মুড়িঘন্ট এবং অতি অবশ্যই মৌরলা মাছের ঝাল চচ্চড়ি। বাঙালির সঙ্গের চায়ের কেমিস্ট্রি বহু পুরনো। নেতাজিও কথায় কথায় চা খেতেন। আর মুখে থাকত সুপারির কুচো। কলকাতা পুরসভার দায়িত্বে থাকাকালীল সেই ত্রিশের দশকেই চালু করেছিলেন ক্যান্টিন। শোনা যায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সব থেকে প্রিয় পানীয় ছিল চা। তিনি নাকি দিনে ২০-২৫ বার চা খেতেন। আর সবসময় সুপারি চিবোতেন। অনেক বারণ করা সত্ত্বেও শুনতেন না। এমনকি ব্যাডমিন্টন খেলার সময়ও তিনি সুপুরি খেতেন। পরে অবশ্য সুপারি সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে হরিতকি খেতেন বলে শোনা যায়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু অনেক জায়গায় তাঁর খাবারের কথা লিখেছিলেন। বাঙালি হওয়ায় বাঙালি খাবারই ছিল তাঁর দুর্বলতা। তিনি ছানার তৈরি যে কোনও খাবার পছন্দ করতেন। তবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জেলে পরিবেশিত খাবারেই তাঁকে দীর্ঘদিন সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত মায়ানমারের (বার্মা) মান্ডলা জেলে ছিলেন। তখন তিনি প্রায়ই বৌদি বিভাবতী বসুকে জেলের খাবারের কথা লিখতেন। সেসব চিঠিতে তিনি জানাতেন, কারাগারে কী ধরনের খাবার পান। বৌদিকে বহু চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, জেলে ঠিকমতো ভাত বা খাবার পাওয়া যায় না। খাবারের মধ্যে পেঁপে, বেগুন ও পালংশাক খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তিনি খিচুড়ির মতো খাবারও পছন্দ করতেন। আর প্রায়ই মুগ ডাল খেতেন। একবার তিনি জেলে পাওয়া চা সম্পর্কে তাঁর বড় ভাই শরৎচন্দ্র বসুকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, দার্জিলিং চা কারাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে। তাঁর চেহারায় সাহেবি আদম কায়দার ঝলক থাকলেও সুভাষ চন্দ্র বসু কিন্তু আদ্যপান্ত বাঙালি মেজাজের ছিলেন। পাড়ার তেলেভাজার দোকানে চপ মুড়ি, বেগুনি, পেঁয়াজি খেতে খেতেই জমে উঠত তাঁর তর্ক। কলকাতা শহরের যে তেলেভাজার দোকানে বসে চপ মুড়ি খেতে খেতে পাড়ার সহযোদ্ধাদের সঙ্গে তর্কে মশগুল হতেন সেই দোকানটি প্রতিবছর সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন করে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম।

মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে

সাধক রামপ্রসাদ

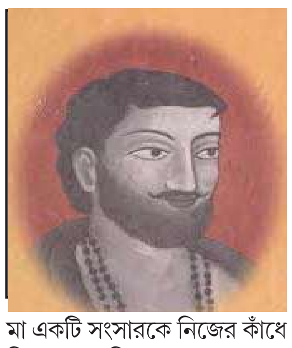

মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টি কর্ত্রী। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়। এক অসীম শক্তির পরিচয় এই মাতৃ শক্তি। একে খালি চোখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শক্তি অনুভব করা যেতে পারে মাত্র। মুখ দিয়ে বলা যায় না। যার কাছে এই শক্তি আছে তিনি সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি সব কিছুরই সমাধান করতে পারেন। তিনি বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। শ্যামা মা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন।

মা একটি সংসারকে নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে নিয়ে চলতে পারে। তিনি এত শক্তি সঞ্চয় করে যে তার আর কোনও অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজ শক্তির জোরে তিনি সব কিছু করতে পারে। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে একজন নারী। তিনি হচ্ছেন মা। মা হচ্ছেন জীবন দায়িনী। তিনি জীবন দান করেন।

গড়পারের রায় পরিবারের সদস্যরাও বাংলার সংস্কৃতি জগতকে সমৃদ্ধ করতে উৎসাহিত ছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

রবীন্দ্রনাথের লেখা কাগজে আচার রেখেছিলেন লীলা, বিশ্বকবির নাম তখনও শোনেননি। একসময় কলকাতায় যেমন বিখ্যাত ছিল ঠাকুরবাড়ি, তেমনি গুণী পরিবার ছিল রায় পরিবার। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই পরিবারের সদস্যদের গুণগ্রাহী ছিলেন। কারণ বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে রায় পরিবার নিজেদের প্রতিভার জোরে আপামর

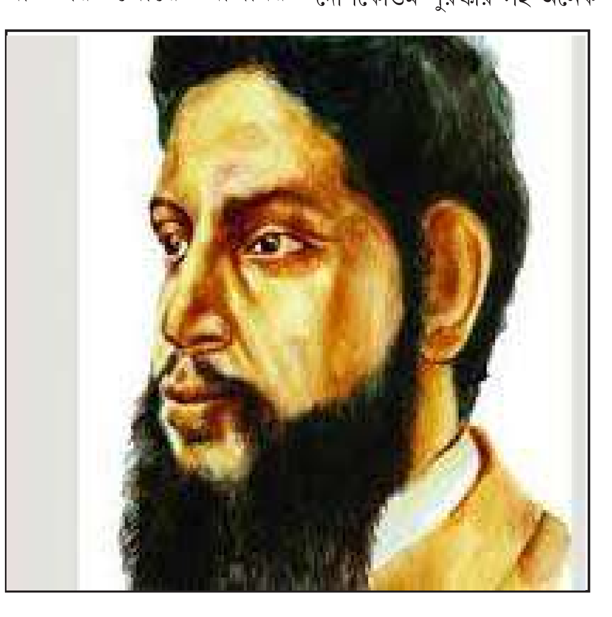

বাঙালিকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় এবং সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ ছিল রবীন্দ্রনাথের। উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে রীতিমতো সখ্য ছিল তাঁর। রায় পরিবারের মেয়ে লীলা, পরে যিনি পরিচিত হবেন শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদার হিসেবে।

শৈশবের এক আশ্চর্য রূপকথা তৈরি হয়েছে লীলা মজুমদারের সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা পড়তেন। প্রবীণ অগ্রজ লেখক হিসেবে সেই সময়কার নবীন লেখক লীলা মজুমদারকে দেখেই চিনেছিলেন। বুঝেছিলেন রায়বাড়ির ম্যাজিক কলমটি এই মেয়েটির কাছেও রয়েছে। তারপর স্নেহ ও আশিসের ফুলে ভরাট কথার মালা যেন পরিয়েছেন নবীন লেখককে। তারপর? আবছা আলোর ছায়াঘেরা এক নতুন পৃথিবীতে বসে, পকেট ভর্তি নুড়িপাথরের মতো শৈশবের ঐশ্বর্য নিয়ে লিখে চললেন লীলা মজুমদার।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছোটো ভাই ছিলেন প্রমদারঞ্জন রায়। ১৯০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১০০ গড়পার রোডের বাড়িতে জন্ম হল প্রমদারঞ্জন ও সুরমাদেবীর মেয়ে লীলার। অমন সাহিত্যিক পরিবারে জন্মেছিলেন, জীবনদর্শন ছিল সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা। শৈশব কেটেছে শিলং পাহাড়ে। পাহাড়ী পাকদণ্ডীর আনাচকানাচ থেকে যেন হাজির হত লীলার আশ্চর্য নির্মল গল্পের চরিত্ররা। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন লীলা। বিএ এবং এমএ উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। কিছুদিন অধ্যাপনা করেন, কিছুদিন আকাশবাণীতে প্রযোজনা করেন, 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন। ডক্টর সুধীরকুমার মজুমদারকে বিয়ে করেছেন লীলা। রবীন্দ্র পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম পুরস্কার-সহ অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন লীলা মজুমদার। তাঁর জীবনেও একসময় এসে পড়েছিল রবির আলো।

শিলং পাহাড়ে লীলা পড়তেন সাহেবি স্কুলে। ফলে প্রথমে বাংলাটা একেবারেই ভালো পারতেন না। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গেও পরিচয় ছিল না তাঁর। ছোটোবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সব পড়েছি, বাদে রবীন্দ্রনাথের বই'। রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথম শোনা নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। লীলা মজুমদারের ছোটোবেলার বাড়ির সবচেয়ে উঁচু তাকে রাখা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ। ছোট্ট লীলার একবার আচার খাওয়ার জন্য একটুকরো কাগজের দরকার ছিল। তাই বেশি সাতপাঁচ না ভেবে টুলের উপর দাঁড়িয়ে সেই বইয়ের মাঝখান থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আচার রেখেছিলেন। এই নিয়ে বাড়িতে প্রবল বকাবকি হল। বিপর্যয়ের মধ্যেই লীলা প্রথম জানলেন বইটির লেখক রবীন্দ্রনাথ। প্রশান্তকুমার মহলানবীশের কণ্ঠে কিছু রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি শুনেছিলেন ছোট্ট লীলা। কিন্তু বোধগম্য হয়নি বলেই ভালো লাগেনি সহজ সরল লীলার। সাক্ষাৎ রবীন্দ্রদর্শন হল শিলং পাহাড়েই। তখন অবশ্য কবিকে বেশ লেগেছিল। সেই দিনের স্মৃতিচারণ করেছিলেন লীলা মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর 'পুরাতন ভৃত্য' পড়ে শুনিয়েছিলেন। শুনে আমরা মুগ্ধ। এমন মজা করে মজার কবিতা কাউকে কখনো পড়তে শুনিনি। এমনি নির্বোধ ছিলাম তখন, যে ঐ কবিতার বেদনার দিকটাই বুঝিনি, তা কবিকে বুঝব কী করে!

লীলা মজুমদারের কাছে সেদিন রবি ঠাকুর এসেছিলেন কনভেন্ট স্কুলের চার্চে দেখা যিশুর মতো হয়ে। এরপর ডায়োসেশান স্কুলে লীলা মজুমদারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় পূর্ণিমাদেবীর। পূর্ণিমাদেবী ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নি, প্রমথ চৌধুরীর ভাইঝি এবং সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর লীলা মজুমদারের মধ্যে এক অন্যতম সংযোগের সেতু ছিলেন পূর্ণিমাদেবী। একবার রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙে গিয়েছেন। লীলা মজুমদারও তখন দার্জিলিঙে মাসির বাড়ি রয়েছেন। তাঁর মেসোর সঙ্গে তিনি গিয়েছেন রবি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। লীলা মজুমদারের ছিল এক অনাবিল শিশুদৃষ্টি। বিশ্বভুবনকে তিনি দেখতেন শৈশবের জড়িবোনা মন দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন পরেছিলেন গরম জোব্বা, টুপি আর নীল শুঁড়তোলা জুতো। শিশু সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের নজরে পড়ল তাঁর খুশি খুশি মুখ। এই দুই খুশি মনের বন্ধুত্ব হল অচিরেই। তবে রবি ঠাকুরের উঁচু পাহাড় ভালো লাগত না বলে তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য মনকেমন করল লীলা মজুমদারের। রবীন্দ্রনাথের মনখারাপ হয়েছিল নিশ্চয়ই। সেই কারণেই রাজার চিঠির মতো লীলা মজুমদারের কাছে রবি ঠাকুরের চিঠি এল। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখে জানালেন, তিনি লীলা মজুমদারের 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি পড়েন। তিনি শান্তিনিকেতনের শিশুবিভাগের দায়িত্ব একবছরের জন্য দিতে চাইলেন লীলা মজুমদারকে। এই ডাক পেয়ে লীলা মজুমদার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছলেন শান্তিনিকেতন। সেদিন উত্তরায়ণে চায়ের আসরে মত বদলালেন রবীন্দ্রনাথ। লীলা ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী শুনে তাঁকে দায়িত্ব দিলেন বিশ্বভারতীর স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি পড়ানোর। টানা এক বছর শান্তি নিকেতনে ছিলেন লীলা মজুমদার। সেইসময় পূর্ণিমাদেবীও যোগ দিলেন শান্তিনিকেতনে। এই আনন্দের মুহূর্তগুলি নিয়ে লীলা মজুমদার লিখেছিলেন 'এক বছরের গল্প'। এই সময় রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন লীলা মজুমদার। উত্তরায়ণের আড্ডা, রবি ঠাকুরের লুচি সন্দেশের ভাগ পাওয়া, গুণী মানুষের সঙ্গে পরিচিতি, রবীন্দ্রনাথকে রান্না করে খাওয়ানোর মতো ঘটনার কথা অক্ষরের বাঁধনে বেঁধে রেখেছিলেন লীলা মজুমদার। শান্তিনিকেতনে 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্যে লীলা মজুমদার সেজেছিলেন ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ লীলা মজুমদারকে গল্পের বই প্রকাশ করার কথা প্রথম বলেছিলেন।

এরপর লীলা মজুমদারের আর অধ্যাপনা করতে ভালো লাগলো না। মনে হল অন্য কোনো কাজ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। রবীন্দ্রনাথও তখন পারস্য সফরে। তাঁকে জানিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে চলে গেলেন লীলা। রবীন্দ্রনাথ বাধা দিলেন না। চিঠি লিখে অনুমতি দিলেন, সম্মান জানালেন লীলার মতামতকে। সে চিঠির অক্ষরগুলিও সম্পদ। ৭ পৌষ, ১৯৩৯ সালের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ওপ্রতিদিনের কাজের টানা-হেঁচড়া গোলমালের মধ্যে আমাদের আশ্রমের আসন অখণ্ড থাকে না। মলিনও হয়, দুঃখও পাই। কিন্তু সেই কাজের বাইরে তুমি যে আসন পেয়েছ সে রইল তোমারি চিরকালের জন্যে। তোমার যখন অবকাশ, যখন খুশি, যদি আসো, দেখবে তোমার জন্য রয়েছে তোমার যথার্থ স্থান। শান্তিনিকেতনকে সত্যি ভাল বেসেছিলেন লীলা। অনেক বছর পর ১৯৫৩ সালে শান্তিনিকেতনে বাড়িও করেছিলেন।

বাড়ির অমতে বিয়ে করেছিলেন লীলা মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এসেছিলেন নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করতে। সেদিন কলকাতায় প্রবল বর্ষণ, হাঁটুজল! তবু এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজের হাতে তৈরি একটি চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ উপহার দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে লীলা মজুমদার ও ডক্টর সুধীরকুমার মজুমদারের বিয়ে ছিল ব্রাহ্ম হিন্দু বিয়ে। এই কারণে লীলার সঙ্গে সারাজীবনের মতো সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন তাঁর বাবা প্রমদারঞ্জন রায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হয়েও এই বিয়েতে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। লীলা মজুমদার নিজের ছেলের নাম রেখেছিলেন রঞ্জন। একবার চন্দননগরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লীলা মজুমদারের দেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ মজা করে বলেছিলেন, আমাকে নাম রাখতে বললে না? তারপর নিজেই প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, অবশ্য নাম তো আমার বইয়েই আছে। রথীন্দ্রনাথ প্রতিমাদেবীর মেয়ে পুপের বিয়েতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল লীলা মজুমদারের। তখন তাঁর গল্পের বইগুলি প্রকাশিত হচ্ছে। শেষ দেখা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশয্যায়। এরপর ১৯৬১ সালে আকাশবাণীতে রবীন্দ্রশতবর্ষ পালন করেন। লীলা মজুমদার।

বিশ্ব সাহিত্যের দিকপাল লেখক লেখিকা

মেরি শেলি ঃ একজন ব্রিটিশ লেখিকা যিনি বহুল পঠিত গথিক উপন্যাস ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। শেলি ঐতিহ্যবাহী রোমান্টিসিজম এবং গথিক কথাসাহিত্যের সীমানা ঠেলে দিয়েছিলেন যখন তিনি ব্যক্তিবাদের সমালোচনা করে এবং ঐতিহ্যবাহী ১৮ শতকের চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ করে এমন শৈল্পিক আন্দোলনের নিজস্ব ব্র্যান্ড তৈরি করেছিলেন। শেলির কাজ কয়েক দশক ধরে নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা এবং একাডেমিক অধ্যয়নের অগ্রভাগে রয়েছে। জর্জ এলিয়ট ঃ ১৮১৯ সালে মেরি অ্যান ইভান্সের জন্মগ্রহণকারী, তিনি মিডলমার্চ, ড্যানিয়েল ডেরোন্ডা এবং সিলাস মার্নার লিখেছিলেন, একটি ত্রয়ী যা কল্পনায় বাস্তববাদের যেকোনো সূক্ষ্ম কৃতিত্বের সাথে স্থান করে নিতে পারে। তবুও তার চরিত্র এবং বিষয়বস্তুর প্রশস্ততা আরও অনেক কিছু নিয়ে এসেছিল। তিনি এমন একজন লেখক যার সাধারণ জ্ঞান, উদ্দীপনা এবং মানব ঘটনাবলীর উন্মোচন সম্পর্কে জটিল জ্ঞান ছিল। এলিয়টের রচনা তার সময়ের জন্য আশ্চর্যজনকভাবে পরিপক্ক, এবং আজও পাঠযোগ্য। এমিলি ব্রোন্ট ঃ তিনি তার স্বল্প জীবনে মাত্র একটি বই লিখেছিলেন, কিন্তু এটি ইংরেজি সাহিত্যের ভূদৃশ্য চিরতরে বদলে দেবে এবং বিশ্বজুড়ে নারীদের হৃদয় দখল করবে। উদারিং হাইটস। শার্লট ব্রোন্টঃ তার উপন্যাস জেন আইরের জন্য সর্বাধিক পরিচিত, যা তার ছদ্মনাম কুরার বেলের অধীনে লেখা হয়েছিল। যদিও তার লেখার সংখ্যা কম ছিল, ব্রন্টে তার লেখায় নিপীড়িত নারীদের দৈনন্দিন সংগ্রাম তুলে ধরে সাহিত্য জগৎ এবং সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিলেন। ভার্জিনিয়া উলফ ঃ একজন সাহিত্যিক প্রতিভা যিনি বিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকদের জন্য আদর্শ তৈরি করেছিলেন। আধুনিকতাবাদী তার পরীক্ষামূলক কথাসাহিত্য রচনা এবং প্রভাবশালী নারীবাদী প্রবন্ধের জন্য পরিচিত ছিলেন যা পাঠকদের ব্রিটেনের শ্রেণী ও লিঙ্গগত পার্থক্য সম্পর্কে আলোকিত করেছিল। উলফের কাজ পাঠক, লেখক, ইতিহাসবিদ, পণ্ডিত এবং যারা তার উদ্ভাবনী কাজ এবং ইংরেজি ভাষার উপর দক্ষতা অধ্যয়ন করেছেন তাদের সকলের উপর প্রভাব ফেলেছে। হ্যারিয়েট বিচার স্টো ঃ স্টো তার প্রভাবশালী দাসপ্রথা বিরোধী উপন্যাস আঙ্কেল টমস কেবিন দিয়ে ইতিহাস বদলে দিয়েছিলেন। আঙ্কেল টমস কেবিন কেবল উনিশ শতকের সর্বাধিক বিক্রিত উপন্যাসই ছিল না, বরং এটি গৃহযুদ্ধের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। স্টো ছিলেন একজন প্রগতিশীল চিন্তাবিদ এবং উগ্র বিলোপবাদী, যিনি বাস্তব জীবনের বৈষম্য এবং স্টেরিওটাইপের বিষয়গুলি নিয়ে লিখেছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ আমেরিকানদের হৃদয় উন্মুক্ত করার ক্ষমতা রাখেন। আইন র‍্যান্ড ঃ আইন র‍্যান্ড ছিলেন একজন রাশিয়ান লেখিকা যিনি তার দুটি সর্বাধিক বিক্রিত উপন্যাস দ্য ফাউন্টেনহেড এবং অ্যাটলাস শ্রাগডের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। র‍্যান্ডের লেখা রচনাগুলি মূলত তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তি অধিকারের উপর জোর দেওয়ার উপর ভিত্তি করে ছিল। তার বইগুলি প্রচুর প্রশংসা এবং সমালোচনা পেয়েছে, তবে তা সত্ত্বেও, বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়েছে। র‍্যান্ডের চোখ ধাঁধানো কাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং একাডেমিক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে এবং পাঠকদের তাদের রাজনৈতিক এবং নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্মূল্যায়ন করতে উৎসাহিত করেছে। মার্গারেট মিচেল ঃ আমেরিকান ক্লাসিক গন উইথ দ্য উইন্ড লেখার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। উপন্যাসটি তাৎক্ষণিকভাবে সাফল্য পায়, প্রথম ছয় মাসে দশ লক্ষেরও বেশি কপি বিক্রি হয়। মিচেল তার অসাধারণ জনপ্রিয় উপন্যাসের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার জিতে নেন। মিচেল ইতিহাস বদলে দেন যখন তিনি সর্বকালের সেরা রোমান্টিক উপন্যাস লিখেছিলেন। গল্পটি কেবল বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ পাঠকের হৃদয়ই জয় করেনি, বরং মিচেলের প্রতীকবাদের দক্ষতা এবং আর্কিটাইপের ব্যবহার এটিকে সত্যিকার অর্থে মৌলিক করে তুলেছে। এডিথ ওয়ার্টন ঃ এডিথ ওয়ার্টন ছিলেন একজন আমেরিকান ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার, যিনি তার পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী উপন্যাস দ্য এজ অফ ইনোসেন্সের জন্য সর্বাধিক বিখ্যাত। সাহিত্যে পুলিৎজার পুরস্কার জয়ী প্রথম মহিলা ছিলেন ওয়ার্টন। তিনি ফরাসি এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি ভাষায় সাবলীল ছিলেন এবং তার প্রকাশিত অনেক রচনা ফরাসি এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় মুদ্রিত হয়। ওয়ার্টন তার কাজে সামাজিক ব্যঙ্গ এবং সমালোচনা উভয় অর্জনের জন্য প্রশংসিত হন, একই সাথে হাস্যরসের শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেন। জোরা নিল হার্স্টন ঃ হারলেম রেনেসাঁর সময় একজন আমেরিকান লোককাহিনীবিদ, নৃবিজ্ঞানী এবং লেখক। হার্স্টনের চারটি উপন্যাস এবং ৫০টিরও বেশি প্রকাশিত ছোটগল্প, নাটক এবং প্রবন্ধের মধ্যে, তিনি ১৯৩৭ সালের উপন্যাস দ্যির আইজ ওয়্যার ওয়াচিং গড-এর জন্য সর্বাধিক পরিচিত।

বিশ্ব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে বহু লেখক কবিদের যুগে যুগে আবির্ভাব ঘটেছে। সেই সব লেখাগুলি পড়ড়ে সকলের মনটা একেবারে আনন্দে ভরপুর হয়ে যাবে। আসলে পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। পড়তে হবে। লিখতে হবে। তবেই মনের বিকাশ ঘটবে। নাহলে কিন্তু মনটা সতেজ হবে থাকবে না। চিন্তার স্ফুরণ ঘটবে না। বিকাশ হবে না মনের ইচ্ছাগুলি। ইচ্ছাগুলিকে আরও বিকশিত করতে বই পড়া উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্র জাতীয় আন্দোলনের সময়ে রাজস্থানের রাজ কাহিনীর আশ্রয় নেন

বিশেষ প্রতিবেদক

যার কাহিনী শোনাবো আজ না তিনি রাজা, নাতো রাজবংশের কেউ। তবে রাজভক্তির যে চূড়ান্ত নিদর্শন রেখে গেছেন, কয়েক শতাব্দী পরেও তা আজও অমলিন। এক অশিক্ষিত মহিলার রাজপরিবারের প্রতি যে আনুগত্য সেটাকে কি জাতীয়তাবাদ বলা

চলে, নাকি দেশপ্রেম? বিচারের ভার রইলো পাঠকদের ওপর....!

১৬শ শতকের প্রথমদিকের কথা। মেবারের সিংহাসনে তখন শিশোদীয় বংশের রাণা বিক্রমাদিত্য। বাবা সংগ্রাম সিংহ ওরফে রাণা সঙ্গা খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের কাছে হেরে যাবার ক্ষোভে ও দুঃখে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। তবে মা কর্ণাবতী নেপথ্যে থেকে দৃঢ় হাতে পরিচালনা করেন রাজকার্য। প্রথম থেকেই রাণা বিক্রম ছিলেন দুর্বিনীত ও উদ্ধত। রাজভক্ত সামন্ত প্রভুদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন। তাই যখন গুজরাটের বাহাদুর শাহ মেবার আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছিলেন তখন সেই সামন্তরা রাণার পাশে দাঁড়াতে অস্বীকার করে। এই সংকটে রাণীমা কর্ণাবতী তাদেরকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিঠি লেখেন। আর শুধু তাদের কেন, রাখী পাঠিয়ে আবেদন জানান মোগল সম্রাট হুমায়ুনের কাছেও। সামন্তরা যুদ্ধ করতে রাজি হয় তবে একটি শর্তে, বিক্রমাদিত্যকে মেবার ছেড়ে চলে যেতে হবে। সোজা কথা রাণা বিক্রমের নেতৃত্বে তাঁরা লড়াই করবেন না। রাণীর আদেশে বিক্রমাদিত্য দুর্গ ছেড়ে চলে গেলেন। সঙ্গী হলো নাবালক ছোট ভাই উদয় এবং তার ধাইমা পান্না, ইতিহাসের পাতায় যিনি ধাত্রী পান্না নামে পরিচিত। উদয়ের সমবয়সী পান্নার একটি পুত্র ছিল নাম চন্দন। সবাই তারা উঠলো গিয়ে বুঁদির কেল্লায়।

হুমায়ুন তখন বাচ্চা ছেলে, এসব হিন্দু- মুসলিম, রাজপুত- মোগল বুঝতেন না। তাই তিনিও তড়িঘড়ি করে রওনা দিলেন পাতানো বোনের ইজ্জত রক্ষার্থে। কিন্তু 'বড় দেরী করে ফেলেছেন ভাই!' বাহাদুর শাহ ততক্ষণে মাউন্ট আবু ছুঁয়ে হাজির চিতোরের দোরগোড়ায়। হুমায়ুন তখন আলওয়াড়ও পেরোতে পারেননি! ফলে যা হবার হল। রাজপুত সৈন্যরা সামন্ত প্রভুদের নেতৃত্বে যথেষ্ট ভালো লড়াই করেও শেষমেশ পরাজিত হয়। আর রাণী কর্ণাবতী রাজপরিবারের আরো মহিলাদের সাথে 'জহরব্রত' পালন জীবন বিসর্জন দিলেন। ইতিমধ্যে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন সসৈন্যে এসে পড়ায় বাহাদুর শাহ চিতোর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলো।

রাণা বিক্রমাদিত্য ভাই উদয় সিংহকে নিয়ে নিশ্চিন্তে ফিরে এলেন চিতোরে। ফিরে এসেই রাণা কিন্তু আবার পড়লেন বদসঙ্গীদের পাল্লায়। এখন তো রাণীমা কর্ণাবতী নেই, সুতরাং রাণার রাশ ধরবারও কেউ থাকল না। দিনরাত আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত থাকে রাণা, শাসন তো দূর অস্ত। অথচ সেসময় শিশোদীয় রাজাদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি ভেবে সম্মান করতো রাজপুতনার সাধারণ মানুষ। সুযোগ নিতে এগিয়ে এলো রাণার এক তুতো ভাই বনবীর। সে পরিস্কার বুঝেছিল, অভিভাবকহীন মেবারের সিংহাসন আর তাঁর মধ্যে একমাত্র বাধা নির্বোধ বিক্রমাদিত্য ও তাঁর ভাই উদয়।

একদিন শিকার করে সন্ধ্যায় উদয় আর তার সর্বক্ষণের সঙ্গী চন্দন বাড়ি ফিরে এসে পান্নার কাছে খেতে চাইলো। রাণীমার অনুপস্থিতে ধাই-মা পান্নাই ছিলেন মাতৃ স্থানীয়া। তিনিই দেখা-শোনা করতেন কিশোর উদয়কে। সেদিন ক্লান্ত দুই সমবয়সী কিশোর উদয় ও চন্দনকে খাইয়ে দাইয়ে পান্না রোজকার মতো পাশাপাশি দুটি পালঙ্কে ওদের শুইয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর যখন পান্না নিজেও রাতের আহার সেরে শুতে যাবেন এমন সময় দরজায় করাঘাত! অন্তঃপুর থেকে এক দাসী এসে খবর দিলো বনবীর রাণা বিক্রমাদিত্যকে হত্যা করেছে। সে দেখেছে খোলা তলোয়ার দোলাতে দোলাতে রাণার শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছে বনবীর । তখনও তাঁর তলোয়ার থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছিল।

নিমেষে পান্না তাঁর পরিকল্পনা ছকে ফেললেন। উদয়কে ঘুম থেকে তুলে চুপচাপ তাকে একটা ফলের ঝুড়িতে বসিয়ে দিলেন। তারপর ফল পাতায় ঢেকে দিলেন ঝুড়ি। মহলের বিশ্বস্ত দুই নোকরকে বললেন পিছনের দরজা দিয়ে ঝুড়িটা বাগানের পথে বের করে প্রাসাদের বাইরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে। তারপরই তাঁর মাথায় সেই অমোঘ চিন্তাটা এলো। বনবীর তো এখুনি আসবে এ কক্ষে, উদয়ের খোঁজে ! হলোও তাই। গবাক্ষ দিয়ে দেখলেন শ্বাপদের ভঙ্গিতে বনবীর তাঁদের মহলের দিকেই এগিয়ে আসছে।

আওয়াজ না করে এগিয়ে গেলেন তাঁর ঘুমন্ত পুত্র চন্দনের দিকে। একটা চাদর টেনে মুখটা ঢেকে দিলেন তার । ততক্ষণে বনবীর পৌঁছে গেছে কক্ষে। হিসহিস স্বরে জিজ্ঞেস করলো 'উদয় কোথায়?'। উদ্গত কান্না চেপে পান্না দেখিয়ে দিলেন চাদরে ঢাকা চন্দনকেই। তলোয়ারের এক আঘাতে চাপা পড়ে গেল কিশোর পুত্রের মরণ চীৎকার। পরিতৃপ্ত বনবীর বের হয়ে এলো কামরা থেকে। ভাবলো মেবারের সিংহাসনে বসার শেষ কাঁটাটাও সরে গেল। যদিও সেই রাতে ধাত্রী পান্নার অভাবনীয় পরিকল্পনায় পালিয়ে যাওয়া উদয়, এক সামন্তপ্রভু কুম্ভলমীরের শাসক রাও আশা শাহর কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন। পরে রাজ পরিবারের বিশ্বস্ত সামন্তদের সহায়তায় পুনরুদ্ধার করেছিলেন মেবারের সিংহাসন।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
শৌখিন বাঙালির নেশা

বিশেষ প্রতিবেদক

শতাব্দীর সাক্ষী শ্যামবাজার মল্লিকবাড়ি। কলকাতার পুরনো অলিগলি ঘুরতে ঘুরতে যদি হঠাৎ শ্যামবাজারের বিধান সরণির ট্রাম ডিপোর কাছে যান, দেখা মিলবে এক অপূর্ব স্থাপত্যের। সময়ের গায়ে জমা পুরনো রঙের আস্তরণ, তবুও তার আভিজাত্যে একটুও খামতি নেই। এটি শ্যামবাজার মল্লিক বাড়ি ;একদা কলকাতার অন্যতম জমিদার পরিবার মল্লিকদের গৌরবময় ঠিকানা।

লোহার গেটের ওপারে উঁকি দিলেই দেখা যায় একটু অন্যরকমের এক জমিদারবাড়ির, যা প্রচলিত জমিদারবাড়ির তুলনায় বেশ আলাদা। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ আমলের বিখ্যাত নির্মাণ সংস্থা মার্টিন বার্ন কোম্পানি এই বাড়ির নির্মাণকাজ করেছিল। তৎকালীন জমিদার বাড়ির তুলনায় বাড়িটির স্থাপত্য বেশ ব্যতিক্রমী। কোথাও কোথাও ঔপনিবেশিক প্রভাব, কোথাও আবার ইউরোপীয় আর্ট ডেকো স্টাইলের ছোঁয়া। বিশাল প্রবেশপথ, সামনে সিংহমূর্তি, লাল রঙের দেওয়াল আর সবুজ জানালা। সব মিলিয়ে এক অভিজাত অতীতের নিদর্শন বহন করে চলেছে মল্লিক বাড়ি।

এই রাজকীয় বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পাঠুরিয়াঘাটের বিখ্যাত জমিদার যদুলাল মল্লিকের দ্বিতীয় পুত্র রায় বাহাদুর প্রমথনাথ মল্লিক (১৮৭৬-১৯৪৩)। অঢেল প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক হয়েও তিনি ছিলেন সংস্কৃতিমনা একজন ইতিহাসবিদ ও লেখক। তাঁর লেখা কলিকাতার কথা (প্রকাশিত ১৯৩১ ও ১৯৩৫ সালে) আজও কলকাতার অতীত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই বইটির প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি লিখেছিলেন,'কলিকাতার কথা' পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এই বইখানির মধ্যে কোম্পানির আমলের বাংলার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে;পড়তে উৎসুক বোধ হয়। এই বইখানির মধ্যে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। প্রমথনাথ মল্লিকের একমাত্র পুত্র অভিরাম মল্লিকের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র এই বাড়িতে বসবাস করলেও নতুন প্রজন্মের বেশিরভাগ সদস্য এখন বিদেশে। জমিদার প্রথা আর নেই, আভিজাত্যের চাকচিক্যও এখন অনেকটা ম্লান, তবুও মল্লিক বাড়ি আজও দাঁড়িয়ে আছে এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে।

এই বাড়ি শুধু ইট-পাথরের গাঁথুনি নয়, এটি কলকাতার এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতীক, যা আমাদের শহরের অতীতকে নতুন প্রজন্মের কাছে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। প্রয়োজন শুধু সঠিক সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের। নাহলে, হয়তো এই অতীত গৌরব একদিন কেবল বইয়ের পাতায় কিংবা শোনা কথায় সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে!

উত্তর ও মধ্য কলকাতার বুহ প্রাচীন বনেদি বাড়ি রয়েছে যা অতীত ইতিহাসে সাক্ষ্য বহন করে। সেই সময়ে বহু বাড়ি ছিল বেশ সৌখিন। তখন বাঙালিদের হাতে পয়সা ছিল। কথা বলে বাঙালির বাড়ি আর খাবার দেখে ভিন রাজ্যের বাসিন্দারা ঈর্ষা করতো। বাঙালিরা খাবার এবং বাসস্থানের ব্যাপারে খুবই সৌখিন ছিল। তারা নিজেরা যেমন খেতে ভালোবাসতেন আবার পরকেও খাওয়াতে ভালো বাসতেন। বাঙালির জাতটা ছিল উদারচেতা। সেই বাঙালি চরিত্রটা একন ক্রমশ মলিন হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। এখনকার বাঙালিরা বড় বেশি স্বার্থপর হয়ে গিয়ে বাঙালিয়ানা সংস্কৃতি রাখছে না।

বিএসএফ-কে দেওয়া হল জমি, বড় উদ্যোগ নিল ভূমি দফতর

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১০ মার্চঃ জমি জট কাটিয়ে সীমান্তে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। বিএসএফ-এর জন্য এই রাস্তা তৈরি হচ্ছে। সীমান্তে যাতে জওয়ানরা সুষ্ঠভাবে যাতায়াত করতে পারেন তার জন্য এই রাস্তা। শুধু তাই নয়, জাতীয় সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতেও এই জমি দিল রাজ্যের ভূমি দফতর। জানা গিয়েছে, এতদিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জলঙ্গি চোয়াপাড়ার সরকারপাড়া এলাকায় ছিল না

কাঁটাতারের বেড়া। পঞ্চায়েতের তৈরি করা রাস্তার উপর দিয়েই চলাফেরা করতে হত বিএসএফ-কে। এরপর সেই রাস্তার পাশ দিয়েই বিএসএফ রোড তৈরি পরিকল্পনা করে। শুধু তাই নয়, আরও কড়া নিরাপত্তা বাড়াতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনা করে বিএসএফ জওয়ানরা। মূলত, সেই কারণেই বিএসএফ আধিকারিক সহ বিএলআরও সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা জমির সীমানা নির্ধারণ করেন। ইতিমধ্যেই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য চলছে মাপযোগ। তৃণমূল নেতা রাকিবুল ইসলাম বলেন, ''এই এলাকা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী। সেই কারণে রাস্তা ও কাঁটাতার দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। খুব দ্রুত এই নির্মাণ কাজ শুরু হবে। এখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তার সঙ্গে সিপিডব্লুডি-র (সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট) রাস্তার সঙ্গে সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। এরপর আজ বিএসএফ-এর আধিকারিক ও সিপিডব্লুডি-র বিভিন্ন আধিকারিকদের উপস্থিতিতে কথা হয়েছে। আগামী দিনে এখানে ঢালাই রাস্তা ও কাঁটাতার দিয়ে সেই রাস্তা সুরক্ষিত করা হবে।''

মোবাইল ছিনতাই করার অভিযোগ! আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন জিতেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১০ মার্চঃ আদালতে আত্মসমর্পন করলেন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি। জামুরিয়ায় অজয় নদের বালিঘাটে অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে, এই অভিযোগ নিয়ে নিজেই পৌঁছে গিয়েছিলেন বালিঘাটে। সেখানে গিয়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে। সেই ঘটনার জেরেই এবার মামলার মুখে পড়তে হল তাঁকে। তাঁর দাবি ছিল, এই বালি কারবার চললে প্রভাব প।বে দরবারডাঙা জল প্রকল্পে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি জামুরিয়ার ওই বালিঘাটে গিয়ে হামলার মুখে পড়েছিলেন তিনি। জিতেন্দ্রকে দেখেই একদল বালি মাফিয়া হাতে ইট পাথর ও লাঠি নিয়ে হামলা চালিয়েছিল। পরে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সেখান থেকে ফিরে যান তিনি। এরপর দেখা যায় জলপ্রকল্পের দায়িত্বে থাকা পিএইচই-র এক অস্থায়ী কর্মী জিতেন্দ্র সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে

জামুরিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার প্রেক্ষিতে জিতেন্দ্র তিওয়ারির বিরুদ্ধে ৮টি ধারায় মামলা করা হয়, যার মধ্যে দুটি ধারা জামিন অযোগ্য। অভিযোগ, জিতেন্দ্র দুটি মোবাইল ফোন ছিনতাই করেন। সেই মামলায় সোমবার আসানসোল সিজিএম আদালতে যান জিতেন্দ্র। জামিনের আবেদন করেন বিচারকের কাছে। জিতেন্দ্র তিওয়ারির অভিযোগ শাসক দল তৃণমূল বালি মাফিয়াদের সঙ্গে নিয়ে হামলা চালিয়েছিল সে দিন। তাঁর আরও দাবি, এক অস্থায়ী পিএইচই কর্মী দিয়ে অভিযোগ দায়ের করানো হয়েছে, তার পিছনেও রয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। বিজেপি নেতার দাবি, মিথ্যা মামলা দিয়ে অবৈধ বালি কারবারের আন্দোলন থামানো যাবে না। এই বালি কারবারের জন্য প্রভাব পড়ছে জলপ্রকল্পে। জামুরিয়ার মানুষ জল কষ্টে ভুগছেন। প্রায়দিন জলের দাবিতে পথ অবরোধ হচ্ছে। জল কষ্ট টের পাচ্ছেন জামুরিয়াবাসী।

বাংলাদেশির পর বিহারি!

একটাই বুথে হদিশ ৯ বিহারের ভোটারের, চাঞ্চল্য উত্তর মালদহে

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ১০ মার্চঃ বাংলাদেশির পর এবার বিহারের ভোটার। বিহারের ভোটার লিস্টেও নাম, আবার এই রাজ্যেও নাম। একটি বুথেই এমন ৯ জন বিহারের ভোটার। আরও আছে বলে দাবি তৃণমূল নেতার। গোটা গ্রামে অসংখ্য বিহারের ভোটার আছে, যাঁরা বিহার থেকে এসে এই রাজ্যেও ভোট দিয়ে যায়। অন্যদিকে বিরোধীদের দাবি, এই ভোটারদের বিহার থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ছাপ্পা ভোটের জন্য। এখন মাত্র কয়েকজনকে দেখিয়ে নাটক করছে। আর এই নিয়ে ফের শোরগোল মালদা জুড়ে। আবার উত্তর মালদহের তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্যের জালে একই বুথে বিহারের ৯ জন ভুয়ো ভোটার। এলাকায় এলাকায় ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে বিহারি ভোটার। দুই রাজ্যের ভোটার তালিকায় রয়েছে তাঁদের নাম।

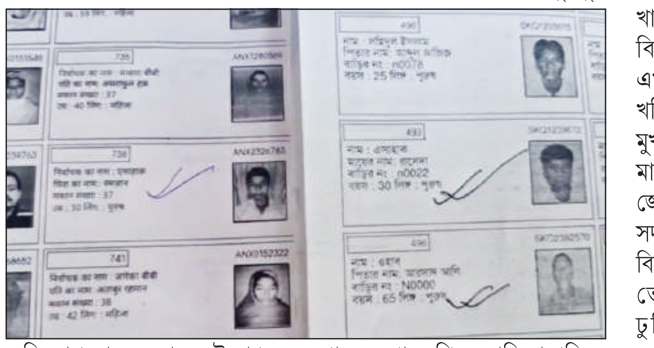

অভিযোগ সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী মালসাবাঁধ এলাকা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এলাকায় এলাকায় ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখতে যান স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান। সেখানে গিয়ে তালিকা খতিয়ে দেখতে জানতে পারেন, ৯ জন বিহারের ভোটার রয়েছে, সেই বুথের ভোটার তালিকায়। যাঁদের আবার বিহারের ভোটার তালিকাতেও নাম রয়েছে। এই রাজ্যেও আছে। তারপর তিনি বিষয়টি প্রশাসনকে জানান। বুলবুল খানের দাবি, এরকম আরও অসংখ্য বিহারের ভোটার ঢুকে রয়েছে এখানকার তালিকায়। সঠিকভাবে খতিয়ে দেখলে সেটা পাওয়া যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর সেটা তাঁদের মাথায় এসেছে। যদিও এই ঘটনা জেলা বিজেপি সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়া বলেন, ''সব বিহারের ভোটারদের এই রাজ্যের ভোটার তালিকায় তৃণমূলই ঢুকিয়েছে। ভোটের সময় তারা তৃণমূলকে ভোট দিতে যায়। এখন সবটা নাটক করছে। শুধু বিহার নয়, বাংলাদেশের ভোটারও আছে।'' এর এই সব নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

অফিস টাইমে বাসে ঠাসা ভিড়, আচমকাই হইহই, বাসের জানালা থেকে লাফ যাত্রীদের!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ মার্চঃ অফিস টাইম। বাসে ঠাসা ভিড়। দ্রুত গতিতে চলছে বাস। আচমকাই হইহই। চালক বাস দাঁড় করিয়ে দেন। বাসের পিছনের দিকে যাত্রীরা প্রথমে বিষয়টা বুঝতেই পারছিলেন না কী হয়েছে। তারপর যখন বুঝতে পারলেন, শরীর দিয়ে বয়ে গেল হিমস্রোত। বাসের সামনের অংশ তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে! যাত্রীবোঝাই চলন্ত বাসে আগুন! ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ময়নাগুড়ির সুভাষনগর এলাকায়। যাত্রীরা জানাচ্ছেন, সোমবার বেলার দিকে ময়নাগুড়ি সুভাষ নগর এলাকায় একটি যাত্রী বোঝাই সরকারি বাসে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। যাত্রীদের বাস থেকে নেমে যেতে বলেন কনডাক্টর। তড়িঘড়ি বাস থেকে নামতে গিয়ে আহত হন বাসের চালক-সহ চার যাত্রী। জানা গিয়েছে, বাসটি জলপাইগুড়ি থেকে মালবাজার যাচ্ছিল। পথে এই দুর্ঘটনা। পুলিশ ও দমকল গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। শর্ট সার্কিট থেকে ঘটনা বলে অনুমান। আহত যাত্রীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাস যাত্রী স্নেহাশিস দাস চৌধুরী বলেন, ''বাসে অন্তত ৫০-৬০ জন যাত্রী ছিল। আগুন দেখে সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বাসের জানালা দিয়ে লাফ দিতে গিয়ে আহত হন।'' পরে দমকল গিয়ে আগুন নেভায়।

'জমি দিয়েছিল বাম সরকার, কেড়ে নিতে চাইছে তৃণমূল সরকার', বিডিও-পুলিশকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ হুগলিতে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১০ মার্চঃ জমি দিয়েছিল বাম সরকার, কেড়ে নিতে চাইছে তৃণমূল সরকার! এক বিঘা, দু'বিঘা নয়, প্রায় ২৫ বিঘা জমির 'দখল-বেদখলের' অভিযোগে সরগরম হুগলির রাজনৈতিক মহল। সালটা ছিল ১৯৯৪। সূত্রের খবর, হুগলির দাদপুর থানার বাবনান গ্রাম পঞ্চায়েতের মূলগ্রাম মৌজার প্রায় পঁচিশ বিঘা জমি ওই সময় পাট্টা দেওয়া হয়। এলাকারই ১৭৭ জন সেই পাট্টা পেয়ে এতদিন চাষবাস করছিলেন। সেই জমির মালিকানা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। জল গড়িয়েছে হাইকোর্টে। জমির মালিক সেই জমি ফিরে পেতে মামলা করেছেম আদালতে। হাইকোর্ট জমির হিসেব বুঝিয়ে দিতে নির্দেশ দেয় মহকুমা শাসক ও ব্লক প্রশাসনকে। সেই মতো গত বুধবার পুলিশ নিয়ে প্রশাসনের লোকজন জমি দখল নিতে গেলে বাধার মুখে পড়ে। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। এদিন ফের বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে গিয়ে জমির দখল নিতে যায় ব্লক প্রশাসন। ফের পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয়ে যায়। পোলবা-দাদপুর বিডিও ও পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করে পাট্টাদাররা। বিক্ষোভে দলের পতাকা নিয়ে নেতৃত্ব দেয় সিপিআইএম। পাট্টাদাররা জানান, কোনওমতে জমি তাঁরা ছাড়বেন না। গত ত্রিশ বছর ধরে তারা চাষ করছেন ওই জমিতে। বাম সরকার তাঁদের পাট্টা দিয়েছিল। এই জমি তাদের। বর্তমান সরকার সেই জমি কেরে নিতে চাইছে। এদিকে এ নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে আবার এলাকায় ভিড় করতে দেখা যায় তৃণমূল কর্মীদেরও। তবে জমির প্রকৃত মালিকানার অংশীদার মহসীন মণ্ডল বলেন, ''বাম সরকারে আমলে সিপিএম জোর করে জমি দখল করে বিলি করে দিয়েছিল। এই জমির মালিক আটওয়ারা খাতুন। ২০০২ সালে পাট্টা খারিজ হয়ে গিয়েছে। ২০১৯ সালে আমাদের নামে পর্চা হয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও মির দখল নিতে পারিনি। আদালত নির্দেশ দিলেও তা দিতে পারছিল না প্রশাসন। বর্তমানে ওই পাট্টাদারদের ষাট শতাংশ মারা গিয়েছেন। যারা আছে তারা মৌখিক ভাবে জমি অন্যকে বেচে দিয়েছে।''

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৪৮, তারিখ ঃ ০৭.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৬৯-আর; কাজের নাম ঃ** ১) এইএন/বিডিসি-র অধীনে বিডিসি(০৩টি) এমওয়াইএম (০১টি) এবং বিওয়াই(০১টি)-তে পাইপলাইন এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ সমেত ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ও.এইচ ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। ২) ''এইন/বিডব্লুএন-এর অধীনে বিডব্লুএন (৪টি)-এ পাইপলাইন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ও.এইচ ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপনের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। ৩) ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে ''এলএলএইচ (০২টি), এসএইচই(০১টি) এবং টিএকে (০১টি)-তে পাইপলাইন এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ সমেত ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ও.এইচ ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩০,৬৫,৬৫৫.০০ টাকা; **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৬১,৩০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন; **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৩.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক কাজের দিনে করা হবে। **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে টেন্ডারদাতাদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(HWH-659/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬০০৭২৮০, তারিখঃ ০৬.০৩.২০২৫। চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বগি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি, পূর্ব রেলওয়ে, বজবজ, ৮৮/১, অধর দাস রোড, পোস্ট + থানা -বজবজ, কলকাতা- ৭০০১৩৭ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছেঃ **দফার বিভাগঃ** পূর্বে থেকে মালিকানা থাকা সামগ্রীর প্রয়োজনভিত্তিক এএমসি/সিএমসি- ০৩ বছরের জন্য মিগাট্রনিক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নির্মিত ২৭টি মিগম্যাগ ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট-এর বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। মিগম্যাগ ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট। সার্বিক...; **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্যঃ** ৩০,৬৯,০২৯.০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া; **প্রদেয় বায়না অর্থ রাশিঃ** ৬১,৩৮০.০০ টাকা। **আরবিট্রেশন বিষয়ক ধারা ঃ** নেই; **মধ্যস্থতা সম্পর্কিত ধারা ঃ** নেই; **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ৩ বছর। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে)ঃ** ১২০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ/সময়ঃ** ২৫.০৩.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময়ঃ** ২৫.০৩.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩.৩০ মিনিটে; **অফিসের নাম ঃ** ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ লিলুয়া; **দরপ্রস্তাবদাতার (৩ বছরের জন্য) ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভারঃ** ১৬ লাখ টাকা। **একই/সমতুল ধরনের পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বর্ষসংখ্যাঃ** ১ বছর; **সমতুল পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় কিনাঃ** হ্যাঁ প্রয়োজনীয়; **অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড় ঃ** নেই; **নতুন উদ্যোগের জন্য অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** নেই; **বিক্রেতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নথিঃ** অভিজ্ঞতার বিষয়াবলি, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধকৃত), * যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য তা ক্রেতা কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। **দরপ্রস্তাবে অংশগ্রহণকারী সকল দরপ্রস্তাবদাতাকে দরপ্রস্তাবদাতাদের দ্বারা আপলোড করা নথিসমূহ আপনারা দেখাতে চান কি?ঃ** না; **দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরী ঃ** না; **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট বিড; **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের অনুমোদিত সময় ঃ** ২ দিন; **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** সম্পূর্ণ মূল্যের ওপর মূল্যায়ন; **ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া; **ই-পিবিজির শতকরা হার (%)ঃ** ৫.০০। **ই-পিবিজির জন্য মেয়াদকাল (মাস)ঃ** ৩৮।

(MISC-372/2024-25)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Notice

My client, 1) Randhir Kumar Gupta, Son of Shiv Shankar Gupta, and 2) Jadhubir Gupta, Son of Shiv Shankar Gupta both are residing at-593B, Ananda Pally (Purba), P.O-Purba Putiary, P.S. Regent Park, Kolkata- 700093, had purchased a land, schedule stated below the Principal/owner of the land is Suvra Dutta, name of her Attorney is 1) Sajal Ghosh and 2) Pradip Saha, Power of Attorney was duly registered in the office of the A.D.S.R. Alipore, recorded in Book No. IV, Vol. 1605-2016, Page no. 3634 to 3647 being no. 160500208, for the year 2016. If anybody has any objection on mutation of said land, please inform office of BLLRO Kolkata, KMC building Room No. 328, S.N.Banerjee Road, Kolkata 700013, in writingor over email bllroatm@gmail.com, within one month from the date of this advertisement. Land Schedule: Land area : 02 Katha 14 Chattik 11 Sqft., Mouza-Bansdroni, J.L. No. 45, R.S. and L.R. Plot No. 983, R.S. Khatian No. 676, Police Station: Regent Park, District: 24PGS(S).

Sd/-JOY KUMAR HALDER
(ADVOCATE)

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল গৌতম প্রসাদ দে পিতা তরুনী দে সাকিম সান্তোড়, গড়কোটালপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া ২১.০২.২০২৫ বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE -এর ২০০৭২৫২০২৫ নং কোবালা দলিল মূলে মানু ভট্টাচার্য্য পিতা শিবদাস ভট্টাচার্য্য সাকিম বাঁকী, সেন্দড়া, বাঁকুড়া উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার রসময় পরামাণিক পিতা শ্রীধর পরামাণিক নিবাস পুরন্দরপুর, বাঁকুড়া এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE ২০০০৭৫/২০১৬ নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, সানবান্দা মৌজায় (জে.এল-২১০) ১৫৬৩ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৫৮৮ নং দাগে ০.০৩৫৫ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L L.R.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

অভিষেক চৌধুরি
(অ্যাডভোকেট)
জজ কোর্ট, বাঁকুড়া

আমার মক্কেল রাখি দেবনাথ ADSR BEHALA 2017 সালের 105 নং দলিলে 3 কাঠা 7 ছটাক জমি ক্রয় করেন দাতা-১) সোনামনি সাঁপুই ২) নরেন সাঁপুই আমমোক্তার পার্থ দেবনাথ POWER - 304/11 ADSR Behala মৌজাঃ সরসুনা, দাগ নং 101 খতিয়ান- 68, 958, 2128, 2276, 2557 মিউটেশানের আবেদন করেছেন MN/2025/1630/2043। কারোর আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে B.LL.R.O., KOLKATA অফিসে যোগাযোগ করুন।

সৌমেন কান্তাল
(অ্যাডভোকেট)
আলিপুর জাজেস কোর্ট

Office of The
Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-19/EO/24-25 Dt. 10/03/2025 for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. **Tender ID-2025_ZPHD_825476_1.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

COOCH BEHAR MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender for "O&M of 9.8MLD WTP, 0.512ML CWR & 500 Kva substation for the period of 60 months including supply of all materials & Guarding of WTP campus of Cooch Behar Municipality round the clock." Estimated Cost - Item Rate vide Tender Id - **2025_MAD_825490_1.** e-Tender submission end date-**05/04/2025.** Details information will be available from the website

(i) **http://wbtenders.gov.in**
(ii) **www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

OFFICE OF THE HARIPUR GRAM PANCHAYAT

Haripur, P.O.-Haripur, P.S.-Namkhana, Dist-South 24 Parganas

Memo No.-(i)190(1)/HGP/2025
NIeT No. (1) RE_NIeT No.20/(24-25)

Sealed Tender is invited by the Prodhan On behalf of Artho-o-parikalpanaUpo-samity from experienced, resourcefulbonafide contractors/agencies for similar nature of works. Source of Fund: XVFC TIED 2nd Inst. & SBM-II (24-25). Work Completion Period: 60 Days. From the issue of work order. Date of uploading e-NIT(online) on 07/03/2025 at 03:30 PM. E-Tender document download starting from 07/03/2025 at 4:30 PM. Last date of submission of Technical bid on 15/03/2025 at 1:30 PM. And Opening on 17/03/2025 at 2:00 PM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in or office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Haripur Gram Panchayat

জেলা হাওড়া, মৌজা গুমাডাঙ্গী, জে.এল. নং ৩১, হাল ও সাবেক দাগ ৮৭৬, হাল খতিয়ান - ৭৩০ মোট ১৬.২৫ শতক। উক্ত জমি আম-মোক্তার বলে বিক্রয় করা হয়। দলিল নং IV-00003/2009 Dt. 06.01.2009 (ADSR Bargachia) যাহার ক্রেতা Calcutta Engineering Consultants Pvt. Ltd., 219, C. R. Avenue, Kolkata - 6.

বর্তমান দলিলটি মিউটেশনের জন্য বড়গাছিয়া B.L. & B.L.R.O. অফিসে জমা করা হয়েছে। উক্ত আম-মোক্তার নামা বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন হইতে এক (১) মাসের মধ্যে B.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় আইনানুসারে কার্য্য হইবে।

আম-মোক্তার গ্রহীতাঃ ঘোষ এন্টারপ্রাইজ-এর পক্ষে **প্রপাইটার তুষার ঘোষ,** পিতাঃ ঁনিতাই ঘোষ, ঠিকানাঃ উত্তর মাজু, পোঃ মাজু, থানাঃ জগবল্লভপুর, জেলা হাওড়া, পিনঃ ৭১১ ৪১৪।

আম-মোক্তার দাতাঃ শান্তি মালিক, স্বামীঃ মোহন মালিক, ঠিকানাঃ গুমাডাঙ্গী, পোঃ মুন্সীরহাট, থানাঃ জগবল্লভপুর, জেলা হাওড়া, পিনঃ ৭১১ ৪১০।

OFFICE OF THE AHIRAN GRAM PANCHAYAT
Vill-Ahiran, P.S-SUTI, Dist-Murshidabad, PIN-742223

NOTICE INVITING e-TENDER No:(1) 10/E-Tender/2024-25 (2nd Call), (2) 12/E-Tender/2024-25, (3) 13/E-Tender/2024-25, (4) No.:-14/E-Tender/2024-25, Dated: 10/03/2025

Online percentage rate Two cover system tenders for the following works are hereby invited by the undersigned from the resourceful, bonafide, experienced Contractors. Last date of submission of etender **up to 18.03.2025 up to 12.00pm.** Opening of Technical Bid **20.03.2025 12.00pm** onwards. For details please visit the office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-**Pradhan,** Ahiran Gram Panchayat

আমার মক্কেল শ্রী সনৎ কুঃ দত্ত, পিতা বিশ্বনাথ ও প্রনব সাহা, পিতা কেরুল উভঃ গত ইং ২৬.০৩.১৩ তাঃ ADSR DOMJUR রেজিঃ কৃত ১৫৯৯ নং দলিল মূলে ঝর্না দাস এর পক্ষে নিযুক্ত (ADSR DOMJUR রেজিঃ কৃত ৫৯/২০১০ নং আমমোক্তার দলিল মূলে বাবলু দাস পিং ঁকানাই ইহার নিকট হইতে এবং শান্তি মিদ্দের এর পক্ষে নিযুক্ত (মহারাষ্ট্র রেজিঃ কৃত ৩৪৪৯/২০০৮ নং আমমোক্তার দলিল মূলে সুশান্ত কুঃ দাস পিং ঁগোপাল দাস-র নিকট হইতে মৌজা ডোমজুড়, জে.এল, ৩৩, হাঃ ৩৫৭৭ নং খতিঃ ভুক্ত, সাঃ ১২৫৫, ১২৫৬ হাঃ ৯০১,৯০২ নং দাগে, ২২.৭১ শতঃ সম্পত্তি ক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য ডোমজুড় বি.এল.আর ও তে আবেদন করেন, যদি করো কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

অসিত কুমার দে
(অ্যাডভোকেট)
হাওড়া জাজেস কোর্ট

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিশ)/৬৪৭, তারিখ ঃ ০৬.০৩.২০২৫-এর সংশোধনী যা ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, **ক্রম.নং.ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩২৭;** এই টেন্ডারটিতে বিদ্যমান কাজের নামের পরিবর্তে নিম্নলিখিত রূপে পড়তে হবে ঃ **কাজের নাম ঃ** (১) ''হাওড়া ডিভিসনে বর্ধমান জং.-বলগোনা শাখায় কিমি ১৬/১-২তে লেভেল ক্রশিং নং. ৮/সি/ই-র অনুষঙ্গে (কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে) সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। (২) ''ডিভিসনে বর্ধমান জং.- বলগোনা শাখায় কিমি ১১/১২- ১৩তে লেভেল ক্রশিং নং. ৬/সি/টি-অনুষঙ্গে (কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে) সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। (৩) ''হাওড়া ডিভিসনে বর্ধমান জং. -বলগোনা শাখায় কিমি ৯/৪-৫-এ লেভেল ক্রশিং নং. ৪/সি/ই-র অনুষঙ্গে (কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে) সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। (৪) ''হাওড়া ডিভিসনে বর্ধমান জং.-বলগোনা শাখায় কিমি ২৩/৭-৮-এ লেভেল ক্রশিং নং. ১৪/সি/ই-র অনুষঙ্গে (কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে) সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। (৫) ''হাওড়া ডিভিসনে বর্ধমান জং.- বলগোনা শাখায় কিমি ২১/৮-৯-এ লেভেল ক্রশিং নং. ১৩/সি/ই-র অনুষঙ্গে (কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে) সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। অন্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

(HWH-660/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অরুণ কুমার তিওয়ারি, প্রয়াত ইন্দ্রজিৎ তিওয়ারির ছেলে, যিনি সি/৩, ৫১ সিদ্ধিনাথ চ্যাটার্জি রোড, বেহালা, কলকাতা ৭০০০৩৪-এ বসবাস করেন, ৩০.০৬.১৯৮৩ তারিখের একটি মূল বন্দোবস্ত দলিল হারিয়েছেন যা এ.ডি.এস.আর., বেহালার অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত ছিল এবং বই নং ১, খণ্ড নং ৪৭, পৃষ্ঠা ৪৮ থেকে ৫৮ পর্যন্ত ১৯৮৩ সালের জন্য বিইং নং ২০২৭ হিসাবে লিপিবদ্ধ ছিল এবং ২২.০৮.২০১২ তারিখের একটি মূল উপহার দলিল হারিয়েছেন যা ডি.এস.আর.II-এর অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং বই নং I, সিডি ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা ১৩৯৫৯ থেকে ১৩৯৮৪ পর্যন্ত, ২০১২ সালের জন্য বিইং নং ০৯৪১৬ হিসাবে লিপিবদ্ধ এবং পর্ণশ্রী থানায় জি.ডি. এন্ট্রি নং ৯১৪ তারিখ ০৭.০৩.২০২৫ অনুসারে একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছে। যে কোনও ব্যক্তির যদি এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, বা কোনও আপত্তি থাকে তবে তাকে এই তারিখ থেকে তিন দিনের মধ্যে সহায়ক দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মওকুফ বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার, অ্যাডভোকেট
ফোন নং ৯০০৭৮২৪৯৫৭

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ওয়ার্কশপ পার্সোনেল অফিসার/কেজিপিডব্লিউএস, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ আইটেমগুলির জন্য উল্লিখিত তারিখে ১৭.০০ টার আগে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন এবং খোলা হবে ১৭.৩০ টার পরে : **ক্রম নং. : ০১; ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসইআর-পি-কেজিপিডব্লিউ-মেন ক্যান্টিন-০১; কাজের নাম:** খড়গপুর ওয়ার্কশপের প্রধান ক্যান্টিনে বাসনপত্র, সরঞ্জাম এবং আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র পরিষ্কার সহ রান্না করা, খাবার, টিফিন এবং জলখাবার পরিবেশন/বিক্রয়। (ক্যান্টিন সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী প্রয়োজন); **কাজের আনুমানিক খরচ (টাকা) :** ₹ ৩৩,৯৫,৯৮০.৯২; **বায়না মূল্য (টাকা) :** ₹৬৭,৯০০.০০; **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৭-০৩-২০২৫ তারিখে ১৭.৩০ টায়; **ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং বর্ণনা:** www.ireps.gov.in; **বিড নম্বর :** এসইআর-পি-কেজিপিডব্লিউ মেন ক্যান্টিন-০১, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে/খড়গপুর ওয়ার্কশপ। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের টেন্ডার জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না।

(PR-1219)

ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ

ভি. রামালিঙ্গস্বামী ভবন, নয়াদিল্লি

বিজ্ঞাপন নং. **ICMRHQ/Addl.DG(EM)/01/2025-RPCell**

খালি পদ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের স্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর) **১ এপ্রিল, ২০২৫ (বর্ধিত) বিকেল ৫:৩০** পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করছে। আইসিএমআর হেড কোয়ার্টার, নয়াদিল্লিতে এক্সট্রামুরাল রিসার্চ উইংয়ের **প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বিজ্ঞানী এইচ) পদের জন্য,** বেতন ম্যাট্রিক্সের স্তর ১৫ (১৮২২০০-২২৪১০০ টাকা) (৭ম সিপিসি স্কেল) এবং আইসিএমআর কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য স্বাভাবিক ভাতা সরাসরি নিয়োগের অধীনে নিয়মিত ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য।

বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের জন্য, অনুগ্রহ করে আইসিএমআর ওয়েবসাইটটি দেখুন www.icmr.nic.in অথবা https://recruit.icmr.org.in দেখুন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর-জেনারেল (অ্যাডমিন)

CBC 17152/11/0029/2425

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
হরিনাভি শাখা
রামকৃষ্ণ কমপ্লেক্স, এনএসসি বোস রোড, হরিনাভি, কলকাতা-৭০০১৪৮

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond Banking

পরিশিষ্ট এফ

পরিশিষ্ট-IV [নিয়ম-৮(১) দেখুন]

দখলের বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যদিও

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী **১৪.১০.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করেছেন যাতে **ঋণগ্রহীতা শ্রী পঙ্কজ সরকারকে** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৮,১৪,২২৯.৭৮ টাকা (আট লক্ষ চোদ্দ হাজার দুইশত উনত্রিশ পয়সা মাত্র)** নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং নিয়ম ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০২৫ সালের ৭ মার্চ** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ৮,১৪,২২৯.৭৮ টাকা এবং তার উপর সুদের চার্জ** ধার্য করবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানের প্রতি, উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

একটি বাণিজ্যিক দোকান (হোটেলের নাম অন্নপূর্ণা হোটেল) দোকান নং ৬, নিচতলা, বাগজোলা মৌজার অধীনে অবস্থিত, জেএল নং ২১, আরএস নং ৬৮, সিএস দাগ নং ২০৪-এ অবস্থিত, যা দক্ষিণ দমদম পৌরসভার সীমানার মধ্যে খতিয়ান নং ১৮১-এর অধীনে এলআর দাগ নং-৩৯৮-এর সাথে সম্পর্কিত, হোল্ডিং নং ৮০/২, দমদম কাশীপুর রোড, ওয়ার্ড নং ১০, থানাঃ দমদম, কলকাতা-৭০০০৭৪।

সীমানাঃ উত্তরঃ কারখানার পাশে, ওইএস ম্যান কোং. **দক্ষিণঃ** মালিকের জমির পাশে। **পূর্বঃ** কারখানার পাশে ওইএস ম্যান কোং. **পশ্চিমঃ** ১৫ ফুট প্রশস্ত রাস্তা।

তারিখঃ ০৭.০৩.২০২৫
স্থানঃ হরিনাভি

স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Bustee), KMC invites e-tender online percentage rate to bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/114/24-25/307 (1st Call)

Name of the Work: **Construction of sanitary latrine at South Anandapally, Natun Pally and different slum area in Ward No. 114, BR-XI.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 4,87,615.12.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **21.03.2025** up to **11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals: **24.03.2025** at **11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.03.2025** at **5 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/125/24-25/228 (2nd Call)

Name of the Work: **Repairing of passage by C.C. near B2, B2/3 etc. Paner Ara Slum area in Ward No. 125, BR-XVI.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,04,681.49.** Earnest Money: **Rs. 4,200.00.** Period of Completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/125/24-25/227 (2nd Call)

Name of the Work: **Development of passage by C.C. near A12/7, A2/7 etc. Paner Ara Slum area in Ward No. 125, BR-XVI.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,06,909.62.** Earnest Money: **Rs. 4,200.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **22.03.2025** up to **11 a.m. [For Sl. No. 2 & 3].** Bid opening date and time for technical proposals: **24.03.2025** at **11.30 a.m. [For Sl. No. 2 & 3].** The bid forms and other details are available on and from **11.03.2025** at **11 a.m. [For Sl. No. 2 & 3].** The website **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The Executive Engineer (Civil), Borough-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/32/40/24-25 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of passage disturbed by W/S Deptt. at 4A Bidhan Nagar Road, 4 Basanti Colony and different places in Ward No. 32.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,54,853.00.** Earnest Money: **Rs. 9,500.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/13/42/24-25 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of sewer at 6/1 Gorapada Sarkar Lane and 2 G.D.G. Lane and different places in Ward No. 13.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,235.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/014/42/24-25 (1st Call)

Name of the Work: **Paving of open area within the boundary of Mother Teresa Community Hall in Ward No. 14, BR-III.** Estimated Amount: **Rs. 4,88,774.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **40 days.** Last date and time of submission of bid: **22.03.2025** up to **12 noon. [For Sl. No. 1 to 3].** Date and time of opening of tender: **24.03.2025** on or after **12 noon. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details shall be available on and from **11.03.2025** at **5 p.m. [For Sl. No. 1 & 2], 12.03.2025** at **5 p.m. [For Sl. No. 3].** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The Executive Engineer (Civil)/Borough-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/IX/077/089/2024-2025

Name of the Work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H. Cover, G.P. Cover along Ekbalpore Road and other Road in Ward No. 77.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,77,291.36.** Earnest Money: **Rs.3,600.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **22.03.2025 - 12 noon.** Tender will be opened on: **24.03.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **11.03.2025** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : EEC/BX/091/041/2024-2025

Name of the Work: **Restoration of Asphaltum & IPS Road surface disturbed by W.S. Dept. at 187/4, 180, 180/1 B.B. Chatterjee Road & 24A Baikuntha Ghosh Road etc. in Ward No. 91, BR-X.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,81,499.82.** Earnest Money: **Rs.3,700.00.** Period of Completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **22.03.2025 - 12 noon.** Date and time of opening of bid: **25.03.2025** at **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **11.03.2025** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1472/24-25

বিজ্ঞান

গতিশীল কৃষ্ণগহ্বরের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

সম্প্রতি একটি অতিকায় গতিশীল কৃষ্ণগহ্বরের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ধারণা করা হচ্ছে, কৃষ্ণগহ্বরটি দুটি কৃষ্ণগহ্বরের সংযুক্তির কারণে দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে। বিরল এই কৃষ্ণগহ্বরের রহস্য উন্মোচনের জন্য কাজ শুরু শুরু করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, কৃষ্ণগহ্বরটি তার ছায়াপথ ৩সি ১৮৬ থেকে প্রতি সেকেন্ডে এক হাজার কিলোমিটারের বেশি গতিতে ছুটে যাচ্ছে।

হাবল স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে দেখা গেছে, ছায়াপথের নক্ষত্রের অবস্থান বিশ্লেষণের সময় গতিশীল কৃষ্ণগহ্বরটি গ্যালাকটিক কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩৩ হাজার আলোকবর্ষ দূরে ছিল কিন্তু বর্তমানে কৃষ্ণগহ্বরটি তার আগের অবস্থানে নেই। কৃষ্ণগহ্বরটির এই অবস্থান পরিবর্তন কোনো বড় ঘটনার ইঙ্গিত দিচ্ছি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সম্ভবত কোনো গ্যালাকটিক সংঘর্ষ বা সংযুক্তির কারণে এমনটা ঘটছে। গভীর অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞানীরা কৃষ্ণগহ্বরের নির্গত আলো বিশ্লেষণ করতে চিলির টেলিস্কোপ ও হাওয়াইয়ের সুবারু টেলিস্কোপ ব্যবহার করেছেন। দেখা গেছে, কৃষ্ণগহ্বরের অ্যাক্রিশন ডিস্ক থেকে নীল আলো আশপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। যার অর্থ কৃষ্ণগহ্বরটি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে কৃষ্ণগহ্বরের চারপাশে গ্যাস অনেক দুর্বল নীল আলো প্রদর্শন করছে, যার কারণে বোঝা যাচ্ছে কৃষ্ণগহ্বরটি তার অন্যান্য ছায়াপথের তুলনায় বেশি গতিতে ছুটছে।

বিজ্ঞানীরা জানান, দুটি ছায়াপথের সংঘর্ষের ফলে তৈরি হয়েছে কৃষ্ণগহ্বরটি। এর ফলে সেখানে থাকা কেন্দ্রীয় কৃষ্ণগহ্বর একটি বৃহত্তর ছায়াপথে মিশে গেছে। এই সংমিশ্রণের ফলে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ তৈরি হয়েছে, যা বাইরের দিকে বিকিরণ শুরু করেছে। বিরল ধরনের এই অতিকায় কৃষ্ণগহ্বরের বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা চলছে।

যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার কে ঘিরে চাঞ্চল্য মেমারিতে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ মার্চঃ প্রেমের সম্পর্কের বিরুদ্ধে ছিল পরিবার, তাই আত্মহত্যার মতো চরম রাস্তা বেছে নিলো যুগল। সোমবার সকালে মেমারি থানার বামুনিয়া এলাকার ক্যানেল ধারের একটি গাছে যুগলের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। মৃত যুবকের অমিত রানা (২৫) যুবতী করবী সাঁতরা (১৪), উভয়ই দেওয়ানদিঘী থানার ভিল বালিশার বাসিন্দা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় মেমারী থানার পুলিশ, দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় বর্ধমান মেডিক্যাল মর্গে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানাগিয়েছে, মৃত যুবক কেরালায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতো।

চাঁদের মেরু এলাকার বেশ কিছু স্থানে বরফ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে

চাঁদের পৃষ্ঠে জলের অস্তিত্ব অনুসন্ধানে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা। এবার চাঁদে অবতরণকরা চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযানের সংগ্রহ করা তথ্য বিশ্লেষণ করে সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, চাঁদের মেরু এলাকার বেশ কিছু স্থানে বরফ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর পাঠানো চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযান ২০২৩ সালের ২৩ আগস্ট চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে অবতরণ করে। মহাকাশটিতে থাকা বিক্রম ল্যান্ডারের চেসট নামের প্রোবের মাধ্যমে চাঁদের পৃষ্ঠের ১০ সেন্টিমিটার গভীরের তাপমাত্রা সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী দুর্গা প্রসাদ করণম জানিয়েছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের পৃষ্ঠে বরফ জমা হয়েছিল। গবেষণার তথ্য সেই বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে। চাঁদে বরফের অস্তিত্ব নিয়ে একটি গবেষণাপত্র কমিউনিকেশনস আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, চন্দ্রযান-৩এর বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের প্রান্তে প্রায় ৬৯ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে অবতরণ করে। এই অবতরণ স্থানের ছয় ডিগ্রি কোণে সূর্যের দিকে মুখ করা একটি ঢালু জায়গা রয়েছে। সেখানকার তাপমাত্রা দিনে প্রায় ৮২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতে মাইনাস ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে বিক্রম ল্যান্ডারের অবতরণ স্থানের মাত্র এক মিটার দূরে থাকা একটি সমতল পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ সামান্য একটি ঢালের কারণে আগের স্থানের তাপমাত্রার কিছুটা বেশি হয়ে থাকে। চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযানের সংগ্রহ করা তথ্য কাজে লাগিয়ে একটি মডেল তৈরির পাশাপাশি চাঁদের ঢালু স্থান কীভাবে তাপমাত্রা প্রভাবিত করতে

পারে, তা জানার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। সেই মডেলের তথ্যমতে, ১৪ ডিগ্রির বেশি কোণে ঝুঁকে থাকা ঢালু স্থানটির পৃষ্ঠের কাছাকাছি বরফ জমা হওয়ার জন্য যথেষ্ট ঠান্ডা তাপমাত্রা রয়েছে। আর তাই এই ঢালু স্থানটিতে বরফ থাকতে পারে। প্রসঙ্গত, চাঁদে বরফ পাওয়া গেলে পৃথিবী থেকে চাঁদে জল পরিবহনের খরচ ও সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। ফলে চাঁদে মানুষের ঘাঁটি স্থাপনের পাশাপাশি মঙ্গল গ্রহ বা মহাকাশ গবেষণার কাজও সহজ হবে।

বরফযুগের আমলে পৃথিবীর পরিবেশ অনেক শীতল ছিল

প্রায় ১১ হাজার ৭০০ বছর আগে পৃথিবীতে সর্বশেষ বরফযুগ বিদ্যমান ছিল। তারপরই এখনকার হলোসিন যুগ শুরু হয়। বরফযুগের আমলে পৃথিবীর পরিবেশ অনেক শীতল ছিল। তারপর ধীরে ধীরে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়তে থাকে। ভবিষ্যতে আবারও বরফযুগ তৈরি হবে। ধারণা করা হয়, পরের বরফযুগ আসতে আরও ১০ হাজার বছর লেগে যাবে। নতুন এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, মানবসৃষ্ট দূষণ নির্গমনের কারণে পৃথিবীর পরবর্তী বরফ যুগ কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে। গবেষকেরা পৃথিবীর কক্ষপথ, হেলানো অবস্থা ও আবর্তনের তথ্য বিশ্লেষণের সময় নতুন তথ্য পেয়েছেন। একটি নতুন গবেষণায় বলা হচ্ছে, পৃথিবীর পরবর্তী বরফ যুগ আগামী ১১ হাজার বছরের মধ্যে শুরু হওয়া উচিত। যদি তা শুরু না হয়, তাহলে আমাদের গ্রহের ওপর নতুন প্রভাব তৈরি হবে। মানুষের নানা রকম কার্যক্রমের কারণে এই যুগ আরও কয়েক হাজার পরে শুরু হতে পারে। বরফযুগ, উষ্ণতা ও হিমবাহযুগ নিয়ে গবেষণার অংশ হিসেবে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এই গবেষণা পরিচালনা করেছে। কয়েক লাখ বছর ধরে পৃথিবীর প্রাকৃতিক জলবায়ু চক্র নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা।

সূর্যের চারপাশে আমাদের গ্রহের কক্ষপথে আবর্তনের বিভিন্ন বিষয়কে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা। সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে হিমবাহ চক্রকে প্রভাবিত করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা। মানুষের কারণে সৃষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের প্রভাব রয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

বিজ্ঞানী স্টিফেন বার্কার বলেন, 'আমরা বিগত সময়ের লাখ লাখ বছর ধরে চলা বিভিন্ন হিমবাহ যুগ নিয়ে গবেষণা করছি। আগামীর হিমবাহ যুগ কত দিন স্থায়ী হবে, তার একটি সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হয়েছি আমরা।' লাখ লাখ বছর ধরে পৃথিবীতে বরফ যুগ ও উষ্ণ যুগের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সর্বশেষ বরফ যুগ বা হিমবাহ যুগ প্রায় ১১ হাজার ৭০০ বছর আগে শেষ হয়েছিল। এরপরই এখনকার হলোসিন যুগের সূচনা হয়। আপেক্ষিকভাবে জলবায়ু স্থিতিশীলতার কারণে এই যুগে মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটতে থাকে দ্রুত।

১৯৭০ সাল থেকে বিজ্ঞানীরা পরবর্তী হিমবাহ যুগের সূচনা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। এত দিন সঠিক সময়সীমা নির্ধারণ করা যায়নি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই পৃথিবীর পরবর্তী বরফ যুগ আগামী ১১ হাজার বছরের মধ্যে ঘটবে আর তা ৬৬ হাজার বছরের মধ্যে শেষ হবে। কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা এখন ৮ লাখ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ হওয়ায় পরবর্তী বরফযুগের সময়রেখায় নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন আসবে। কিছুটা পরে শুরু হবে নতুন বরফযুগ।

অ্যান্ড্রোমিডাকে ঘিরে থাকা ৩৬টি নতুন বামন ছায়াপথের (গ্যালাক্সি) খোঁজ পাওয়া গেছে

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার হাবল স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে আমাদের মিল্কিওয়ের নিকটতম গ্যালাকটিক প্রতিবেশী অ্যান্ড্রোমিডাকে ঘিরে থাকা ৩৬টি নতুন বামন ছায়াপথের (গ্যালাক্সি) খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বামন ছায়াপথগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি একই দিকে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করছে, যা বেশ অস্বাভাবিক। ছায়াপথের অবস্থান সাধারণত বিশৃঙ্খল গতির ফলে ঘটে থাকে, আর তাই ছায়াপথগুলোর একই দিকে অবস্থান করার ঘটনা বেশ অস্বাভাবিক। আর তাই বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল ওয়েইজ এই আবিষ্কারকে একটি অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্য ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। নতুন সন্ধান

পাওয়া ছায়াপথগুলো কোনো এক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, বড় ধরনের মহাজাগতিক সংঘর্ষ ছায়াপথ গুলোর গঠনকে প্রভাবিত করতে পারে। অর্থাৎ অ্যান্ড্রোমিডার বামন ছায়াপথগুলো মিল্কিওয়ের ছায়াপথের তুলনায় ভিন্ন ধরনের বিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। অনুমান করা হচ্ছে, ২০০ থেকে ৫০০ কোটি বছর আগে ছায়াপথগুলো তৈরি হয়েছে। এই আবিষ্কার ছায়াপথের বিবর্তন ও অতীতের মহাজাগতিক ঘটনার প্রভাব বোঝার জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, বামন ছায়াপথগুলো প্রায় ২৫ লাখ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। তবে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক দেরিতে এসব ছায়াপথে তারা তৈরি হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউসি বার্কলে জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলেসান্দ্রো সাভিনো বলেন, এই চলমান তারা গঠনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্যদ্বাণীর বিরোধিতা করছে। নতুন আবিষ্কার আমাদের মিল্কিওয়েতে একই ধরনের ছায়াপথের গঠনের অনুমানকে চ্যালেঞ্জ করছে।

জাপানে ভেসে এসেছে ওরফিশ

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে থাকা বেশ কিছু সামুদ্রিক প্রাণীর অদ্ভুত আচরণ শনাক্ত করা হয়েছে। জাপানে ওরফিশের ভেসে আসা, বিভিন্ন এলাকায় তিমির আটকে পড়া, সমুদ্রতীরের কাছে অ্যাংলারফিশের উপস্থিতির মতো অস্বাভাবিক ঘটনা দেখা গেছে। আর তাই এসব ঘটনা সম্ভাব্য কোনো পরিবেশগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে কি না, তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন বিজ্ঞানীরা। সামুদ্রিক প্রাণীদের এসব আচরণের সঙ্গে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব রয়েছে বলে ধারণা করা হলেও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র ও সম্ভাব্য দুর্যোগের সঙ্গে এসব প্রাকৃতিক ঘটনার সংযোগ আছে কি না, তা নিয়ে গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা।ওরফিশ, তিমি ও অ্যাংলারফিশের মতো প্রাণীরা গভীর সমুদ্রের বাস করে। এসব প্রাণী যখন তীরের কাছে চলে আসছে তখন জলবায়ু পরিবর্তন ও উষ্ণায়নের প্রভাব পড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে। এসব প্রাণীর আবাসে ব্যাপক পরিবেশগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। রহস্যময় ওরফিশের হঠাৎ তীরের কাছে আসার ঘটনা সবচেয়ে বেশি চমক তৈরি করেছে। এই মাছকে পৌরাণিক কাহিনিতে কেয়ামতে মাছ বা ডুমসডে ফিশ নাম দেওয়া হয়েছে। গভীর সমুদ্রের এই মাছ খুব কমই সৈকতের কাছাকাছি দেখা যায়। এসব মাছের সৈকতের কাছে আসাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস হিসেবে মনে করেন অনেকেই। যদিও এমন আচরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অভাব রয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন এলাকায় তিমির উপস্থিতি ও অগভীর জলে অ্যাংলারফিশের উপস্থিতি অনেক প্রশ্ন তুলছে। এসব আচরণ কি কাকতালীয় নাকি কোনো পরিবেশগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ট্রাম্প মনে হয় এই নড়বড়ে বিশ্বকে মেরামত করার মহান ব্রত নিয়ে কাজে মনোনিবেশ করছেন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মনে হয় এই নড়বড়ে বিশ্বকে মেরামত করার মহান ব্রত নিয়ে কাজে মনোনিবেশ করছেন। গাজা ভূখণ্ডের সংকটাপন্ন অবস্থা কিংবা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধই কেবল নয়, পৃথিবীর কোথায় তাঁর সম্মতির বাইরে কী ঘটছে এবং কোথায় আবার যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ লঙ্ঘিত হচ্ছে, এ রকম অনেক কিছু নিয়ে রীতিমতো বিনিদ্র রজনী তিনি মনে হয় কাটাচ্ছেন। নির্বাচনী প্রচারে চীনকে ঘায়েল করার কথা ট্রাম্প বারবার বলে গেলেও এখন পর্যন্ত চীনের সঙ্গে সরাসরি কোনো সংঘাতে জড়িত হওয়া থেকে আপাতত তাঁকে বিরত থাকতে দেখা যাচ্ছে। যদিও চীন থেকে আমদানি হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়ে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। ফলে মনে হয়, গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন এবং রুশ-ইউক্রেন দ্বন্দ্বের ভিড়ে পূর্ব এশিয়ার দিকে খুব বেশি নজর দেওয়া তাঁর হয়ে ওঠেনি। তবে সে রকম প্রেক্ষাপটে কিছুটা হলেও রদবদলের আভাস এখন সম্ভবত পাওয়া যাচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে জাপানের বিশাল আকারের কোম্পানি নিপ্পন স্টিলের মার্কিন প্রতিষ্ঠান ইউএস স্টিল কিনে নেওয়ার বিষয়ে ট্রাম্প আগবাড়িয়ে হস্তক্ষেপ করে চুক্তি বাতিলের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও জাপানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে কোনো মন্তব্য এখনো করেননি। ফলে কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব হয়েছিল জাপানের ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বের। তবে মার্চ মাসে এসে হাওয়া বদলের আঁচ পেতে শুরু করছেন তাঁরা। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে গত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় জাপানের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, মিত্রদের ওপর প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি করা এবং আরও বেশি মার্কিন পণ্য ক্রয় করা নিয়ে তিনি চাপ দিয়ে যাওয়ার এই সময়ে জাপানের সঙ্গে স্বাক্ষর করা তাঁর দেশের নিরাপত্তা চুক্তি এখন পারস্পরিক আদান-প্রদানের ঠিক যেন বিপরীত দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি আরও কিছুটা পরিষ্কার করে দিয়ে তিনি বলেছেন, 'এ কারণে চুক্তির বিষয়টি খুবই আকর্ষণীয় যে তাদের সুরক্ষা দিতে আমরা বাধ্য থাকলেও আমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব ওদের ওপর বর্তায় না।' একই সঙ্গে এ রকম উল্লেখ করতেও তিনি ভুলে যাননি যে জাপানকে তিনি ভালোবাসেন। তবে তা সত্ত্বেও বলতে তিনি বাধ্য হচ্ছেন যে, 'অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের সঙ্গে লেনদেন করে সম্পদের পাহাড় দেশটি গড়ে নিলেও নিজের দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দরকার হওয়া পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সেই দেশ খরচ করছে না।' এ রকম মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে পরোক্ষ যে ইঙ্গিত ট্রাম্প দিচ্ছেন তা হলো, জাপান যেন প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে নেয় এবং দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজন হওয়া নানা রকম অস্ত্র যেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। গত জানুয়ারিতে ট্রাম্প ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে তাঁকে জাপান নিয়ে সরাসরি কোনো সমালোচনামূলক মন্তব্য করতে দেখা যায়নি। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইশিবা শিগেরু গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফর করার সময় নিপ্পন স্টিল ক্রয় করা নিয়ে দেখা দেওয়া বিভ্রান্তি কীভাবে উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করে দূর করে নেওয়া যায়, তা নিয়ে দুই নেতারা দীর্ঘ আলোচনা করেন। বলা যায়, মার্কিন চাপের মুখে সেই প্রশ্নে ইশিবাকে কিছুটা হলেও ছাড় দিতে হয়েছে। জাপান অবশ্য ওই বৈঠক থেকে এর চেয়ে বেশি আশা করেনি। কেননা প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি করা নিয়ে হোয়াইট হাউস থেকে চাপ দেওয়া হয় কি না, তা নিয়ে জাপানের নেতারা উদ্বিগ্ন ছিলেন। তবে সেই আলোচনা ট্রাম্প-ইশিবা শীর্ষ বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ হয়ে না ওঠায় স্বস্তির সঙ্গে দেশে ফেরা ইশিবার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ফলে জাপান প্রসঙ্গে ট্রাম্পের সর্বশেষ এই মন্তব্য হচ্ছে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর জাপানের দিকে তাঁর প্রথম আলোকপাত। জাপানের নেতৃত্বকে তা কিছুটা হলেও এ কারণে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে যে অর্থনীতি খুব ভালো অবস্থায় না থাকার এই সময়ে প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ খুব বেশি বৃদ্ধি করা সরকারের পক্ষে সহজ হবে না। ১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত সংশোধিত জাপান-মার্কিন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির অধীন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার করা হয়েছে যে জাপান আক্রান্ত হলে ওয়াশিংটন এগিয়ে আসবে। এর বিনিময়ে জাপান সে দেশে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলার অধিকার দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রায় ৫০ হাজার মার্কিন সামরিক ব্যক্তিত্ব জাপানে অবস্থান করছেন, যে সংখ্যা হচ্ছে অন্যান্য যেকোনো দেশে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির চেয়ে বেশি।

চুক্তির অন্য যে দিকটি মার্কিন প্রশাসন প্রায়ই উপেক্ষা করে যায় তা হলো, জাপানে উপস্থিত মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্য খরচ ভাগাভাগি করে নেওয়ার উল্লেখ থাকলেও সেই খরচের সিংহভাগ কিন্তু জাপানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাপান সরকার অনেক আগে থেকেই সরকারের বাজেট বরাদ্দে এই খাতের খরচ তালিকাভুক্ত রেখেছে, স্বাগতিক দেশের সমর্থন হিসেবে পরিচিত যে ব্যয়ের পরিমাণ হচ্ছে বছরে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন মনে হয় এখন চাইছে জাপান যেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সংগ্রহ করা প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনা বাড়িয়ে দেয় এবং এর বাইরে প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের নির্ধারিত কোটা বৃদ্ধি করে। কেননা ট্রাম্পের এই মন্তব্য এমন একসময়ে এসেছে, যখন পেন্টাগনের শীর্ষ পদের জন্য ট্রাম্পের পছন্দের প্রার্থী জাপানের প্রতিরক্ষা ব্যয় মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপির ৩ শতাংশে বৃদ্ধি করা নিয়ে টোকিওর ওপর তাঁর চাপ প্রয়োগে তৈরি থাকার উল্লেখ করেছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে জাপান প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ জিডিপির ১ শতাংশে সীমিত রেখে গেলেও ইরাক যুদ্ধের পর থেকে অলিখিত সেই সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যেতে জাপান বাধ্য হয়েছিল। এর পর থেকে বাজেট বরাদ্দ সমানে বৃদ্ধি পেতে থাকলেও বৃদ্ধির পরিমাণ খুব বেশি উঁচুতে ওঠেনি। ২০২২ সালে জাপান প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ২০২৭ সালের মধ্যে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে মোট দেশজ উৎপাদনের ২ শতাংশে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

নাম পরিবর্তন

আমি Kamal Barui alias Kamal Chandra Barui (পুরাতন নাম) পিতা Binod Barai ঠিকানা Penpe Bagan, Dhakuriya, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741151 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 10-03-2025 এর Affidavit no 31/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kamal Barai (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kamal Barai (নতুন নাম) ও Kamal Barui, Kamal Chandra Barui (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Ranju Bidyasaria (Old Name) W/o Niranjan Kumar Bidasaria and D/o Ram Prasad Goenka residing at Pratima Appt, Block-B, Flat-2C, 2nd Floor, Tegharia Dhalipara, North 24 Parganas-700157, West Bengal, India have changed my name and henceforth shall be known as Ranju Bidasaria (New Name) as declared before Notary Public, Kolkata vide affidavit dated 21.02.25. Ranju Bidyasaria and Ranju Bidasaria both are same and one identical person.

Name Change

I SHAIKH ASIF S/O SHAIKH ILIYASH ALI, RESIDING AT VILL- DURGAPUR, PO-SAGARESWAR, PS- RAMNAGAR, DIST-EAST MEDINIPUR, PIN-721446, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAIKH ASIF , S/O SHAIKH ILIYASH ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/03/2025, THAT SHAIKH ASIF , S/O SHAIKH ILIYASH ALI, AND SK ASIF , S/O SK ILIYASH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Bimal Dhan and Bimal Chandra Dhan (Old Names) son of Bijaykrishna Dhan, residing at Vill- Komra, PO-Balidanga, PS- Ghatal, West Medinipur- 721212, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Bimalchandra Dhan (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Bimalchandra Dhan (New Name) and Bimal Dhan and Bimal Chandra Dhan (Old Names) all are same and identical person.

Name Change

I, Shilpi Biswas (Old Name) wife of Kamal Biswas, residing at VILL-Asharu, PO-Asharu, PO-Bagdah, North 24 Parganas, 743251, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shilpi Viswas (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 10/03/2025. Shilpi Viswas (New Name) and Shilpi Biswas (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I,PRAFULLA KUMAR PRADHAN(OLD NAME) S/O LATE RAM PRADHAN,RESIDING AT VILL & PO -KEOTKHALISA, PS-MOHANPUR,DIST-WEST MEDINIPUR, PIN-721443,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAFULLA PRADHAN(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10//03/2025. THAT PRAFULLA KUMAR PRADHAN (OLD NAME) AND PRAFULLA PRADHAN (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, BIMAL KR SAHA (Old Name) S/O BIJAY CHANDRA SAHA Residing at Buniadpur, P.S.-Banshihari, District - South Dinajpur, Pin - 733121, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BIMAL KUMAR SAHA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 10-03-2025. BIMAL KR SAHA (Old Name) and BIMAL KUMAR SAHA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, BIMAL KR SAHA (Old Name) S/O BIJAY CHANDRA SAHA Residing at Buniadpur, P.S.-Banshihari, District - South Dinajpur, Pin - 733121, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BIMAL KUMAR SAHA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 10-03-2025. BIMAL KR SAHA (Old Name) and BIMAL KUMAR SAHA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Amit Kumar Kedia (Old Name) S/o Ramesh Kedia Residing at Flat-1D/Panchmukhi Villa, 435/11, Jessore Road, Kolkata, South Dum Dum, North 24 Parganas, Pin - 700055 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Amit Kedia (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 32/2025 Dated 10-03-2025. Amit Kumar Kedia (Old Name) and Amit Kedia (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Sadek Ali alias Sadeque Ali Mondal (Old Name) S/o Miazan Mondal Residing at Dakshin Serpur Dakshin Para, Serpur, District - North 24 Parganas, Pin - 743293 India have Changed my name and shall henceforth be known as Sadeque Ali Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 33/2025 Dated 10-03-2025. Md Sadek Ali, Sadeque Ali Mondal (Old Name) and Sadeque Mandal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Ruhul Amin (Old Name) S/o Sadeque Ali Mandal Residing at Dakshin Sherpur, F.P School, Serpur, District - North 24 Parganas, Pin - 743293 India have Changed my name and shall henceforth be known as Ruhul Amin Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 29/2025 Dated 10-03-2025. Ruhul Amin (Old Name) and Ruhul Amin Mandal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Pingal Majumder (Old Name) S/o Rupendra Kumar Majumdar Residing at B-53/A, Rabindranagar, Maheshtala, District- Kolkata, Pin - 700018 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Pingal Kanti Majumdar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 30/2025 Dated 10-03-2025. Pingal Majumder (Old Name) and Pingal Kanti Majumdar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SUBHAS BISWAS S/o. HARIPADA BISWAS Residing at Prachin Mayapur, Arabinda Pally, Nabadwip, Ward No. 5, Nadia-741302 have changed my name and shall henceforth be known as SUBHASH BISWAS as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no 13785 Dated 10/03/2025. SUBHAS BISWAS and SUBHASH BISWAS both are same and identical person.

Name Change

I, Niranjan Kumar Bidyasaria(Old Name) S/o Hanuman Prasad Bidasaria residing at Pratima Appt, Block-B, Flat-2C, 2nd Floor, Tegharia Dhalipara, North 24 Parganas-700157,West Bengal, India have changed my name and henceforth shall be known as Niranjan Kumar Bidasaria (New Name) as declared before Notary Public, Kolkata vide affidavit dated 21.02.25. Niranjan Kumar Bidyasaria and Niranjan Kumar Bidasaria both are same and one identical person.

Name Change

I, KHURSHED ALI SK (Old Name) S/O LATE SK KERAMAT ALI , Residing at VILL- GOBRA, P.O.- GOBRA, P.S.- RAMNAGAR, EAST MEDINIPUR, Pin-721441,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK KHURSED ALI (New Name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/03/2025. SK KHURSED ALI (New Name) and KHURSHED ALI SK (Old Name) both are same identical person.

Name Change

I, Bimal Kumar Das (Old Name) son of Late Narayan Das, residing at Vill & P.O.- Tanuya, PS.- Mohanpur, Dist-Paschim Medinipur, Pin- 721436, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Bimal Das (New Name) as declared before the Ld Judicial Magistrate at Dantan, Paschim Medinipur, dated 10/03/2025, Bimal Das (New Name) and Bimal Kumar Das (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sk Aminul Haque (Old Name) son of Late Sk Asgor Ali, residing at Chhatimpur Paschimpara, Huria, Bardhaman, Pin- 713424, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Aminul Haque Sekh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 10/03/2025. Aminul Haque Sekh (New Name) and Sk Aminul Haque (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Pallab Posti (Old Name) S/O–Monoranjan Posti resident of Vill-Nehalia, Po-Tantipara, Ps-Jiaganj, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742123 do hereby decrale that I have changed my name from Pallab Posti to Pallab Kumar Posti and hencefort I shall be known as Pallab Kumar Posti (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/03/2025 . My name Pallab Kumar Posti & Pallab Posti both are same and one identical person.

Name Change

I, Nihar Rangan Sarkar (Old Name) S/O–Nilkamal Sarkar resident of Vill & Po- Andulberiya Colony, Ps-Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby decrale that I have changed my name from Nihar Rangan Sarkar to Nihar Sarkar and hencefort I shall be known as Nihar Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/03/2025 . My name Nihar Sarkar & Nihar Rangan Sarkar both are same and one identical person.

Name Change

I, Manoranjan Posti (Old Name) S/O–Late Anil Posti resident of Vill-Nehalia, Po-Tantipara, Ps-Jiaganj, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742123 do hereby decrale that I have changed my name from Manoranjan Posti to Monoranjan Posti and hencefort I shall be known as Monoranjan Posti (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/03/2025 . My name Monoranjan Posti & Manoranjan Posti both are same and one identical person.

Name Change

I, Mahadev Chandra Mandal (Old Name) S/O–Late Nakuram Mondal resident of Vill-Bagdipara, Po-Beldanga, Ps- Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742133 do hereby decrale that I have changed my name from Mahadev Chandra Mandal to Mahadeb Mondal and hencefort I shall be known as Mahadeb Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/03/2025 . My name Mahadeb Mondal & Mahadev Chandra Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Prasenjit Mandal , My father's name Late Nimal Mandal (Old Name) S/O–Late Bocharam Mondal resident of Vill-Bahadurpur, Po-Mrigi, Ps-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741165 do hereby decrale that I have changed My father's name from Nimal Mandal to Nimai Mandal and hencefort My father's name shall be known as Nimai Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/03/2025 . My father's name Nimai Mandal & Nimal Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Manuar Sk (Old Name) S/O– Salam Sk resident of Vill-Raghupur, Po-Bhattabati, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742181 do hereby decrale that I have changed my name from Manuar Sk to Manuwar Sk and hencefort I shall be known as Manuwar Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/03/2025 . My name Manuwar Sk & Manuar Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Khodaha Mallik (Old Name) W/O–Saokat Ali Mallik resident of Vill-Durgapur, Po-Jhitkipota, Ps-Kotwali, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741102 do hereby decrale that I have changed my name from Khodaha Mallik to Khodeja Mallik and hencefort I shall be known as Khodeja Mallik (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/03/2025 . My name Khodeja Mallik & Khodaha Mallik both are same and one identical person.

Name Change

I, Babi Mallik (Old Name) D/O–Saokat Ali Mallik resident of Vill-Durgapur, Po-Jhitkipota, Ps-Kotwali, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741102 do hereby decrale that I have changed my name from Babi Mallik to Bebi Mallik and hencefort I shall be known as Bebi Mallik (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/03/2025 . My name Bebi Mallik & Babi Mallik both are same and one identical person.

Name Change

I, Afjal Sk (Old Name) S/O–Nabi Sekh resident of Vill-Uttar Lakshminarayanpur, Po-Jibanti, Ps- Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby decrale that I have changed my name from Afjal Sk to Afzal Sekh and hencefort I shall be known as Afzal Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/03/2025 . My name Afzal Sekh & Afjal Sk both are same and one identical person.

জেলা-দেশ-বিদেশ

বন দফতরের আপত্তিতে বসন্ত উৎসব নিষিদ্ধ বোলপুরের সোনাঝুরিতে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১০ মার্চ ঃ বন দফতরের আপত্তিতে বসন্ত উৎসব নিষিদ্ধ হলো বোলপুরের সোনাঝুরিতে। প্রশাসনিকভাবেই বিশ্বভারতী আগেই ঘোষণা করেছে দোলের দিন বসন্তোৎসব করবে না। ১৪ মার্চ দোলের দিনের বদলে ১১ মার্চ সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে বসন্তোৎসব। এবার সেই একই পথে হেটে সোনাঝুরি হাটেও হচ্ছে না দোল উৎসব। আবির খেলা, গাড়ি পার্কিং, ড্রোন ওড়ানো বা ছবি তোলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বন বিভাগ। বন বিভাগের ডিএফও রাহুল কুমার বলেন, বন সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী সোনাঝুরি জঙ্গলে বসন্তোৎসব হওয়ার কথাই নয়। তাই আমরা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দিয়েছি। জঙ্গল নষ্ট হয় মানুষের ভিড়ে। গাড়িও ঢোকে। সোনাঝুরির খোয়াই হাট কমিটির সভাপতি তন্ময় মিত্র জানান, বন দফতর নির্দেশ দিয়েছে, জঙ্গলে কোনও রকম আবির খেলা যাবে না। তাই এবার সোনাঝুরিতেও বসন্তোৎসব হচ্ছে না। দোলের দিন প্রচুর ভিড় হয়। যানজট হয়। জঙ্গল নষ্ট হয়। তাই এই সিদ্ধান্ত। তবে হাট খোলা থাকছে। সকলে হাটে আসতে

পারবেন। ২০১৯ সালে শেষ বার বিশ্বভারতীর আশ্রম মাঠে সর্বসাধারণকে নিয়ে বসন্তোৎসব করেছিল কর্তৃপক্ষ। সেবার ভিড়ে নষ্ট হয়েছিল বিশ্বভারতীর বহু জিনিস। ক্যাম্পাসজুড়ে মিলেছিল বস্তা বস্তা মদের বোতল থেকে শুরু করে প্লাস্টিক। ঘটনার সমালোচনায় সরব হয় বিভিন্ন মহল। ২০২০ সালে কোভিড পরিস্থিতির জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় উৎসব। ২০২১ সালে তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বসন্তোৎসবে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের উদ্যোগে সোনাঝুরি জঙ্গলে বসন্তোৎসব হয়েছিল। অত্যধিক ভিড় ও যানজটে নাজেহাল হতে হয়েছিল আগত সকলকে। কয়েক ঘণ্টা ধরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বোলপুর শহর। ধ্বংস হয়েছিল জঙ্গলের পরিবেশ। তাই বন সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী এবার সোনাঝুরি জঙ্গলে বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জঙ্গলে আবির খেলা যাবে না। গাড়ি পার্কিং করা যাবে না, কোনও রকম ভিডিওগ্রাফিও করা যাবে না। ওড়ানো যাবে না ড্রোনও। সবমিলিয়ে বিশ্বভারতীর পর দোলের দিন সোনাঝুরিতে হচ্ছে না বসন্তোৎসব। তবে হাট বসবে।

গোঘাট

দিঘি বাঁচিয়েও রেল প্রকল্প সম্পূর্ণ হতে পারে, হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে তারই ইঙ্গিত মিলেছে

শুভঙ্কর দে, গোঘাট, ১০ মার্চ ঃ ' লক্ষের চেয়ে আড়াইশোর স্বার্থ বড় নয়', তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্প নিয়ে মন্তব্য কলকাতা হাইকোর্টের। ' বাঁচিয়ে রেল চাই' বলছেন ভাবাদিঘির আন্দোলনকারীরা। গত বৃহস্পতি বারের রায়ে হাইকোর্টের ফের মন্তব্য কিলোমিটার রেলের কাজ। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবাজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়নি, এমন এলাকায় তিন মাসের মধ্যে আইন মেনে ক্ষতিপূরণ দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। যেখানে

এবং নির্দেশ, ' তো বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়েও রেল চলে! যেখানে ক্ষতিপূরণ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গিয়েছে, সেই অঞ্চলের কাজ ছয় সপ্তাহের মধ্যে চালু করতে হবে রেলকে।' এবং ফের প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে, প্রায় দশক পুরোনো ভাবাদিঘি বিতর্ক। তবে এ বার কোথাও একটা আশার রেখাও দেখা দিয়েছে। দিঘি বাঁচিয়েও রেল প্রকল্প সম্পূর্ণ হতে পারে, হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে তারই ইঙ্গিত মিলেছে। দীর্ঘ ৮ বছর 'ভাবাদিঘি বাঁচাও' জমি আন্দোলনে থমকে তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্প। বিভিন্ন স্তরে শাসক এবং বিরোধী দলের রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। এখনও সেই তরজা থেমে নেই। আন্দোলনকারীরাও অনড়। তাঁরাও জানিয়েছেন, আগে যা বলেছে কমিটি, এখনও তা-ই বলা হচ্ছে। রেল হোক, কিন্তু দিঘি বাঁচিয়ে। তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্পের গোঘাট ও কামারপুকুরের মধ্যবর্তী ভাবাদিঘি জটে থমকে মাত্র কয়েক ক্ষতিপূরণ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গিয়েছে, সেই অঞ্চলের কাজ ছয় সপ্তাহের মধ্যে শুরু করতে হবে রেলকে। ভাবাদিঘির আন্দোলনকারীরা কলকাতা হাইকোর্টের রাযকে স্বাগত জানালেও তাঁদের দাবি থেকে এখনও সরে আসেননি। যদিও হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণের পরে তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল লাইন নিয়ে আশার আলো দেখছেন দক্ষিণ বঙ্গের বৃহ অংশের মানুষজন। এই রেললাইন সম্পূর্ণ ভাবে চালু হলে পশ্চিমাঞ্চলের বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার সঙ্গে হাওড়ার যোগাযোগে আরও কম সময় লাগবে। হাওড়া থেকে তারকেশ্বর হয়ে আরামবাগের উপর দিয়ে বিষ্ণুপুর অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবেন। কয়েক লক্ষ মানুষের এই স্বপ্নের প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে, এই এলাকার আর্থসামাজিক পরিস্থিতিরও আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে। বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে বলে আশাবাদী তরুণরা। তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই জোর কদমে চলছে। তারকেশ্বর-আরামবাগ থেকে গোঘাট পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে রেল চলছে। অন্য দিকে, কামারপুকুর স্টেশনও তৈরি হয়ে পড়ে আছে। গোঘাট রেলস্টেশন থেকে ভাবাদিঘির পূর্বপাড় পর্যন্ত রেলের স্লিপার ও পাত পড়েছে। অন্য দিকে, ভাবাদিঘির পশ্চিম প্রান্ত থেকে কামারপুকুর স্টেশন পর্যন্ত স্লিপার বিছিয়ে রেললাইন সম্পূর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন। কামারপুকুর স্টেশনও আগেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে জোরকদমে রেললাইনের ও স্টেশনের কাজ চলছে। কামারপুকুর রেলস্টেশন থেকে জয়রামবাটি রেলস্টেশনের মাঝে অমরপুর এলাকায় দ্রুত গতিতে মাটি ফেলার কাজ চলছে। উল্লেখ্য, ভাবাদিঘিতে রেল লাইনের মাটি ফেলাকে কেন্দ্র করে ২০১৭ সালের মার্চ মাস থেকেই আন্দোলন শুরু হয়। অভিযোগ ছিল, শাসকদলের লোকজন স্থানীয় পার্টি অফিস থেকে মদত দিয়ে জোর করে দিঘি বুজিয়েছে। ভাবাদিঘির গ্রামবাসীরা তৃণমূল পার্টি অফিসে হামলা চালায়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় তৃণমূল নেতাদের বাইক। সেই সময়ে গ্রামের মহিলারা একত্রিত হয়ে তৃণমূল নেতাদের গণধোলাই দেন। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়, যা আজও বিদ্যমান। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি গড়ায় হাইকোর্ট পর্যন্ত। হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায় বিষয়ে ভাবাদিঘি বাঁচাও কমিটির সম্পাদক সুকুমার রায় বলেন, ' রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। এ বার দেখতে হবে কী আছে সেই রায়ে। আমরা তো চাই, রেলের কাজ হোক। কিন্তু সেটা হোক, ভাবাদিঘি বাঁচিয়ে। এটাই আমাদের বরাবরের দাবি।' শাসক দলের এখনকার প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্তমান জেলা পরিষদের সদস্য মানস মজুমদার বলেন, ' বিষয়টি বিজেপি পণ্ড করেছে। কারণ, রেল তো দেখে বিজেপির মন্ত্রীরা। ওঁরা গ্রামে এসে মানুষদের ভুল বুঝিয়ে গোটা বিষয়টি গোলমাল করে দেয়। যার ফলে এই দুর্ভোগ। আমরাও চাই, এই জট কাটুক।'

যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড অনলাইনে রিচার্জ করার সুবিধা প্রদানের জন্য বিশেষ ক্যাম্প

কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ মেট্রো রেলওয়েতে চালু করা বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য এবং টিকিটিংয়ে ডিজিটাল লেনদেনের অংশ বাড়ানোর জন্য, আজ ০৯.০৩.২০২৫ তারিখে ব্লু লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পগুলিতে, মেট্রো ব্যবহারকারীদের 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপ এবং গুগল প্লে স্টোর (অ্যান্ড্রয়েড) এবং অ্যাপ স্টোর থেকে এটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সে সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা তাদের এটি ব্যবহারের পদ্ধতিও দেখিয়েছিলেন। মেট্রো যাত্রীদের ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমের সাহায্যে ASCRM মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জকিনতেও সহায়তা করা হয়েছিল। তারা ডিজিটাল সিস্টেমে স্বাচ্ছন্দ্য হতে এবং টোকেন, স্মার্ট কার্ড কেনার এবং রিচার্জ করার স্মার্ট উপায় গ্রহণ করতে আগ্রহী। তারা দৃশ্যত খুশি ছিলেন কারণ এই ডিজিটাল পদ্ধতি তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের রিচার্জ করতে, স্মার্ট কার্ড কিনতে বা টিকিট কিনতে বুকিং কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না। উল্লেখ্য, মেট্রো রেলওয়ের ডিজিটাল লেনদেন ইতিমধ্যেই তার মোট লেনদেনের ৩০ শতাংশ অতিক্রম করেছে।

মেট্রো কর্মীরা একজন যাত্রীকে সাহায্য করেছেন

কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ ০৬.০৩.২০২৫ তারিখে, কর্তব্যরত আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরা ট্রেন থেকে নামার পর প্রায় ৫৫ বছর বসী এক যাত্রীকে মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অসুস্থ বোধ করতে দেখেন। তার অবস্থা দেখে তারা তার সাহায্যে ছুটে যান। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীদের পাহারায় তাকে প্রায় ৬,১০ মিনিটে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইতিমধ্যে, স্টেশন কর্মীরা তার দেওয়া মোবাইল নম্বরে তার মেয়ের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। কিছুক্ষণ পর, তার মেয়ে হাসপাতালে আসে। যাত্রীর সমস্ত জিনিসপত্র তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি এবং তার মেয়ে মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে সদয় সহযোগিতা এবং সময়োপযোগী সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জয়নগর মজিলপুর পৌরসভায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১০ মার্চ ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হলো জয়নগরে। শনিবার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার উদ্যোগে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, জয়নগর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১৪ টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গন ও পৌরসভার একাধিক আধিকারিকগণ। এদিন আন্তর্জাতিক নারী দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নারীদের জন্য কি কি প্রকল্প শুরু করেছেন ও তার গুরত্ব সহকারে তুলে ধরেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। এদিন ভালো কাজের জন্য জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়।এদিন পৌর কর্মীদের অভিনীত নাটক সহ সংগীত অনুষ্ঠান, গান, নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বহু মানুষ উপস্থিত ছিল।

ললিতের পাসপোর্ট বাতিলের নির্দেশ ভানুয়াতুর প্রধানমন্ত্রীর

১০ মার্চ ঃ ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে ভানুয়াতুর নাগরিকত্ব নেওয়ার পরিকল্পনায় ছিলেন ব্যবসায়ী ললিত মোদি। কিন্তু ভানুয়াতুর প্রধানমন্ত্রী জোথাম নাপাট পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন,যে ললিত মোদির পাসপোর্ট বাতিল করা হবে। ললিতের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করতে ইন্টারপোলে আবেদন করেছিল ভারত। যদিও সেই আবেদন খারিজ হয়েছে। সেই বিষয়টিই উল্লেখ করে ললিতের পাসপোর্ট বাতিল করা হল বলে জানিয়েছেন তিনি। বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছিল, ললিত মোদি ভারতের পাসপোর্ট ছাড়তে চান। অর্থাৎ এ দেশের নাগরিকত্ব আর রাখতে চাইছেন না পলাতক ব্যবসায়ী। তিনি লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে ভারতীয় পাসপোর্ট জমা দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সে কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন। রণধীর বলেছেন, ললিত পাসপোর্ট ছাড়ার জন্য আবেদন করেছেন। তাঁর আবেদন পত্র খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। একই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ললিতের বিরুদ্ধে যা যা আইনি

পদক্ষেপ নেওয়ার, সেটা নেওয়া হবে। তারপরেই শোনা যায়, ললিত ভারতের পাসপোর্ট ছেড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র ভানুয়াতুর নাগরিকত্ব নিতে চলেছন। ওই দ্বীপরাষ্ট্রটির সঙ্গে ভারতের প্রত্যর্পণ চুক্তি নেই। তাই আগামী দিনে তিনি যদি ভারতের আইনে দোষীও সাব্যস্ত হন, তাতেও তাঁকে দেশে ফেরাতে পারবে না ভারত। সেই ছকেই ভারতীয় নাগরিকত্ব ছাড়তে চাইছেন তিনি। ললিতের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করতে চেয়ে দুবার ইন্টারপোলের কাছে আবেদন জানিয়েছে ভারত। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে খারিজ হয়েছে ভারতের আবেদন। তবে ললিতের যাবতীয় ছক বানচাল করেছেন ভানুয়াতুর প্রধানমন্ত্রী। রবিবার তিনি বিবৃতি দিয়ে জানান, ' ২৪ ঘণ্টা আগে আমি জানতে পারি যে ললিতের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে আবেদন করেছিল ভারত। তাই সিটিজেনশিপ কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছি যেন ললিতের পাসপোর্ট অবিলম্বে বাতিল করা হয়।' জোথামের কথায়, ভারতে প্রত্যর্পণ এড়ানোর জন্যই ভানুয়াতুর নাগরিকত্ব নিতে চেয়েছিলেন ললিত। কিন্তু এমন অনৈতিক কারণে মোটেও পাসপোর্ট দেবে না ভানুয়াতু, জানালেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী।

সাঁতরাগাছি রেলওয়ে স্টেশনে বৃহৎ ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণের কাজ পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কালনা মহকুমা হসপিটালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের লেখা ভুয়ো নাম

প্রসেনজি দেবনাথ,পূর্বস্থলী, ১০ মার্চ ঃ দোকানের সামনে জ্বল জ্বল করছে কালনা মহকুমা হসপিটালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের লেখা ভুয়ো নাম। কালনা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল এর ভুয়ো চক্ষু বিশেষজ্ঞ লাবনী ভৌমিকের নাম সাইনবোডে দেখে এলাকাবাসীরা দেখিয়েছেনও সেই ডাক্তারকে ভরসা করে চোখ। কিন্তু চোখ দেখিয়ে পাওয়ার গন্ডগোল করে দিয়েছেন সেই চিকিৎসক, এমনই ক্যামেরার সামনে অভিযোগ করলেন এলাকাবাসী। এ যাব কালে কালনা মহকুমা হসপিটালে ওই নামের কোন চিকিৎসকই নেই। সোমবার কালনা হসপিটালে সহকারি সুপার গৌতম বিশ্বাস সংবাদ মাধ্যমকে এমনই জানালেন। কালনা ১ নম্বর ব্লকের বাঘনাপাড়া এলাকায় রামকৃষ্ণ মেডিকেল হলে কালনা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের ডাক্তার লাবনী ভৌমিক সোম এবং শুক্রবার সপ্তাহের দুদিন বসছেন তিনি। এমনই সাইনবোর্ড জ্বলজ্বল করছে ওই দোকানের সামনে। ওই দোকানের মালিক কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি ও স্বীকার করে নেন তিনি কালনা হসপিটালে চিকিৎসক নয়। তিনি জানতেন না, আর তাই তিনি এমন পোস্টার লাগিয়েছেন বলে এদিন সোমবার দাবি করেছেন তিনি। তার ভুল হয়ে গেছে বলে এ কথা সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বীকার করেছেন তিনি। স্থানীয় এলাকারই বাসিন্দা দেবব্রত মন্ডল তার স্ত্রী মা এবং তিনি তিনজনই এই চিকিৎসকের কাছেই ডাক্তার দেখিয়েছিলেন, তাদের চশমার পাওয়ার চেঞ্জ করে দেয়া হয়। এরপর তারা সেই চশমায় ভালো মতন দেখতে পারছেন না বলেও অভিযোগ করেছেন এদিন তারা। এ প্রসঙ্গে কালনা মহকুমা হসপিটালের সহকারি সুপার গৌতম বিশ্বাস তিনি জানান এই নামে হসপিটালে কোন চিকিৎসক নেই। যদিও আজ তার বসার কথা থাকলেও ওই ওষুধের দোকানে গিয়েও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি এদিন সোমবার। অভিযোগ উঠা ঐ চিকিৎসককে তাকে ফোনে জানতে চাওয়া হলে তিনি ফোনে জানান, তিনি চিকিৎসক নন। তিনি একজন অটোমেটিক্স। তিনি জানেনই না কে কোথায় কি লিখে রেখেছেন তার নাম। এতে তার কোন দায় নেই বলেই সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন লাবনী ভৌমিক।

বাস্তিতে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৫, গুরুতর আহত ৩ জন

বাস্তি, ১০ মার্চ ঃ উত্তর প্রদেশের বাস্তি জেলায় ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৫ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বাস্তির গোটওয়া টাটা এজেন্সির কাছে। এদিন সকালে অযোধ্যার দিকে যাচ্ছিল একটি দ্রুতগামী ট্রাক, সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গাড়ির সঙ্গে ট্রাকটির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় পাঁচ যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান, আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। পুলিশ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গিয়েছে এবং দুর্ঘটনার তদন্ত করছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই দুর্ঘটনায় গভীর দু ঃখপ্রকাশ করেছেন। মৃতদের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

স্থাপনা দিবস উদযাপন করছে সিআইএসএফ

ভোপাল, ১০ মার্চ ঃ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব সোমবার সিআইএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সোমবার সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নিরাপত্তার প্রতি নিবেদিত সিআইএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। 'সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা' এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে কর্তব্যপালনে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী সাহসী জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

শিক্ষককের কুকীর্তি ১৩ বছর পর সামনে আনলো এক ছাত্রী

১০ মার্চ ঃ নাবালিকা ছাত্রীকে ফুঁসলিয়ে স্কুলের মধ্যেই ছাত্রীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করেছিল এক শিক্ষক। অভিযোগ সামনে এল ১৩ বছর পরে, এরপরই গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত শিক্ষককে। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনা ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার হাইস্কুলের। ওই স্কুলের সোশাল স্টাডিজের শিক্ষক ছিলেন ৪৫ বছর বয়সি রয়ান টি রামসে। পুলিশের দাবি অনুযায়ী, ২০১২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ জুন এই সময়কালের মধ্যে ১৭ বছরের ওই ছাত্রীর সঙ্গে লাগাতার যৌন সম্পর্ক করেছেন তিনি। গত ৭ ফেব্রুয়ারি পুলিশ প্রশাসনের সামনে এই ঘটনার কথা প্রকাশ করেন নির্যাতিতা ছাত্রী। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, স্কুলে ' ওয়ার্ড গেম' চলাকালীন রামসের সঙ্গে প্রথম কথোপকথন শুরু হয় তাঁর। এরপর অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ছাত্রীর হলফনামা অনুযায়ী, ওই বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রথমবার যৌন সম্পর্ক হয় তাঁদের। এরপর যতদিন তিনি স্কুলে ছিলেন তাঁদের মধ্যে যৌনসম্পর্ক জারি ছিল। ছাত্রীর দাবি অনুযায়ী, এই সময়কালে যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই শিক্ষকের দাবি মতো যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হয়েছেন তাঁরা। তা সে শৌচালয় হোক বা ফাঁকা ক্লাসরুম। এমনকী রামসের অ্যাপার্টমেন্টেও একাধিকবার যৌনসম্পর্ক করেন দুজনে। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রীর একাধিক সহপাঠীও পুলিশের কাছে এই ঘটনার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। যেখানে দাবি করা হয়েছে, নির্যাতিতা ছাত্রী সেই সময় তাঁদের কাছে এই ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন। ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত শিক্ষক রামসেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের সামনে সিক্রেট এজেন্টের গুলিতে জখম দুষ্কৃতী

১০ মার্চ ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপর হামলার ছক কষা হয়েছিল। কিন্তুতা বনচাল কর হয়। মার্কিন প্রেসিডেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের

বাসভবনের সামনে সন্দেহভাজন এক সশস্ত্র যুবককে গুলি করে জখম করে নিরাপত্তাবাহিনী। স্থানীয় সময় অনুযায়ী শনিবার মধ্যরাতে এই ঘটনা ঘটে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এরপর রবিবার হোয়াইট হাউসের তরফে এই তথ্য প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি হোয়াইট হাউসের অত্যন্ত কাছে চলে এসেছিলেন। নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে আটকাতে পাল্টা বন্দুক তাক করেন যুবক। সন্দেহভাজনকে লক্ষ্য করে তৎক্ষণাৎ গুলি চালানো হয়। তদন্তকারীদের তরফে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক আমেরিকার ইন্ডিয়ানার বাসিন্দা। সেখান থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে এসেছিলেন তিনি। নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে গুরুতর জখম অবস্থায় বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সূত্রে জানা গিয়েছে, সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা হোয়াইট হাউসের উল্টোদিকের একটি ব্লকে সন্দেহভাজন যুবককে গাড়ি পার্ক করার সময় দেখতে পান। সন্দেহভাজন ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে তখনই ঘটে এই ঘটনা। সিক্রেট সার্ভিসের তরফে জানানো হয়েছে, কেন ওই যুবক হোয়াইট হাউসে এসেছিলেন তা তদন্ত করে দেখছে মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগ। অভিযুক্ত ব্যক্তি ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর হামলার চেষ্টা করছিলেন কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও ঘটনার সময় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে উপস্থিত ছিলেন না।

বিআরএস-এর জন্য অর্থহীন ঃ কে কবিতা

হায়দরাবাদ, ১০ মার্চ ঃ সংসদের বাজেট অধিবেশন বিআরএস-এর জন্য অর্থহীন, কটাক্ষ করে এই মন্তব্য করলেন বিআরএস এমএলসি কে কবিতা। সোমবার সকালে হায়দরাবাদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কে কবিতা বলেছেন, সংসদ অধিবেশনে কিছুই হবে না। ৮ জন বিজেপি সাংসদ এবং ৮ জন কংগ্রেস সাংসদ আছেন, তাঁরা তেলেঙ্গানা নিযে. কথা বলেন না। বিজেপি সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের শূন্য বাজেট দেয়, আমরা কিছুই পাব না, বাজেট অধিবেশন আমাদের জন্য অর্থহীন।

আমমোক্তারনামা

১. হামিদ মন্ডল ২. জামেদ মন্ডল ৩. কালাম মন্ডল ৪. জামাল মন্ডল ওরফে জামাল উদ্দিন সকলের পিতা ছমের মন্ডল ওরফে ছমেরুদ্দিন গ্রাম নতুন পাড়া পোস্ট ও থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ পিন নম্বর ৭৪২৩০৩ বিগত ইংরেজি ২০/০৭/২০১৬ তারিখে ডোমকল অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত আইভি, ৮০/১৬ নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমাদের মক্কেল আজিজুল হক মন্ডল পিতা সাদেক মন্ডল গ্রাম বাবলাবোনা পোস্ট পিটি রসুলপুর থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ পিন নম্বর ৭৪২৩০৩ মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমাদের মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইংরেজি ০৭/০৬/২০১৭ তারিখে i- ৮০৭৪/১৭ দলিল মূলে এবং ১৭/০৫/২০১৭ তারিখে i- ৬৯৫৮/১৭ দলিল মূলে ডোমকল এ ডি এস আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত পলাশী বিশ্বাস পিতা তাজউদ্দিন বিশ্বাস গ্রাম রমনা এতবার নগর পোস্ট ও থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ পিন নম্বর ৭৪২৪০৬ এবং বিগত ইংরেজি ০৭/০৬/২০১৭ তারিখে i-৮০৭৫/১৭ দলিল মূলে ও ১৭/০৫/২০১৭ তারিখে i-৬৯৫৭/১৭ দলিল মূলে ডোমকল এডিএসআর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত তোজাম্মেল বিশ্বাস পিতা মৃত নাজিমুদ্দিন বিশ্বাস গ্রাম+ পোস্ট কুপিলা থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ পিন নম্বর ৭৪২৩০৩ মহাশয়া এবং মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

তপশিল জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা ডোমকল মৌজা আজিমগঞ্জ গোলা জেল নম্বর ৩৯ সাবেক খতিয়ান ৮৫ হাল খতিয়ান ৬৭২ সাবেক দাগ ৪৩৬ হাল দাগ ৪৯৮ রকম আউস দাগে মোট জমির পরিমাণ ৭৫ শতক তার মধ্যে আমমোক্তার নিযুক্ত কারিগণের পিতার তথা তাহাদের ৩৩ শতক তারমধ্যে আমমোক্তার কৃত জমির পরিমাণ ১৮.০৭৩ শতক তার মধ্যে ১+১.৩+১+১.৩ গু৪.৬ শতক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে পলাশী বিশ্বাস পিতা তাজউদ্দিন বিশ্বাস এবং তোজাম্মেল বিশ্বাস পিতা নাজিমুদ্দিন বিশ্বাস উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এন্ড এল আর ও ডোমকল অফিসে আবেদন করতেছেন ই হাতে কাহারো কোন আইনানুগ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য করা হবে।

ইতি-
তামান্না নাসরিন (এডভোকেট)
ডোমকল এস ডি ই এম অ্যান্ড বহরমপুর কোর্ট

NIQ, Govt. of West Bengal

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary IT infrastructural work during the programme to be attended by VVIP's at Dhanadhanya Auditorium, Kolkata on 12-03-2025" **[Job No. KIT/RW/107 of 24-25]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-069/KIT/Q of 24-25).** Bid Submission Closing: **11.03.2025 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- **Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division**

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAMPANCHAYAT

Freserganj, P.O, Freserganj, P.S.-Freserganj Coastal
Dist-South 24 Parganas

Memo No.-110/FGP/2024-25, Date:-07/03/2025
Nle_ Auction -23/(24-25), Date-07/03/2025

As per Decision of Artho-O-ParikalponaUpo-samity vide Meting no.-**11/(2024-25), dated on 27/01/2025)** on behalf of said Upa-Samity the undersigned (hereinafter called "the Leaser") hereby invites throughelectronic tendering (e-auction) for "MOMOCHITTE PANTHANIBASH". Document download to participate start date (online) starting from **10/03/2025 at 09.00 Hrs to 13/03/2025 at 13:00 Hrs.** Date of opening of technical Proposals (Online) on 19/03/2025at 13.00 Hrs. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Pradhan, Freserganj Gram Panchayat Namkhana Dev. Block**

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে বহুমুখী কর্মসূচী

আগরতলা,১০ মার্চঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন কমসূচী নিয়েছে। শুক্রবার আগরতলায় মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। এবারে নারী দিবসে ত্রিপুরা সরকারের বিশেষ থিম রাজ্য থেকে বাল্য বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক ব্যধী নির্মূল করতে সম্মিলিত আঃেদালনের সূচনা এবং মহিলা ক্ষমতায়ণ। মন্ত্রী টিংকু রায় সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিটি দপ্তরে শুক্রবার শপথবাক্য পাঠ করা হয় এবং দপ্তরের যোগ্য মহিলা কর্মচারীদের সম্বর্ধনা জানানো হবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক মূল অনুষ্ঠান হবে আগামী ১৩ মার্চ আগরতলার রবীঃদ্র শতবার্ষিকী ভবনের এক নম্বর হলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী আরও জানান, অনুষ্ঠানে সাফল্য অর্জনকারী মহিলা সিডিপিও, মহিলা আইসিডিএস সুপারভাইজারদের সম্বর্ধনা জানানো হবে। সেইসাথে দক্ষ অঙ্গনওয়াী কর্মী ও সহায়িকাদের পুরস্কৃত করা হবে। ত্রিপুরা মহিলা কমিশন-এর উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগীতায় ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হবে। ৮ মার্চ শনিবার সকাল ৭ টা ৩০ মিনিটে এই র‍্যালী আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে শুরু হবে। র‍্যালীটি কামান চৌমুহনী হয়ে মেলারমাঠে ত্রিপুরা মহিলা কমিশন-এর কার্যালয়ের সামনে শেষ হবে। ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ৮মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সকালে আগরতলায় রাজ্য ভিত্তিক মহিলাদের মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিকালে উমাকান্ত স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের মহিলা খেলোয়াড় ও স্বসহায়ক দলের মহিলা সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মহিলা ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী টিংকু রায়।

‘পাকিস্তানের ভয়ে শারজায় লুকিয়েছিলেন’, গাভাসকারকে আক্রমণ ইনজামামের

লাহোর, ১০ মার্চঃ দেশের ক্রিকেট টিমকে বিঁধেছিলেন সুনীল গাভাসকর। এবার তাঁকে পাল্টা ব্যক্তি-আক্রমণ করলেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার ইনজামাম-উল-হক। সদ্যসমাপ্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় পাক ব্রিগেড। একপেশে লড়াইয়ের পর দলের ফুটিফাটা দশা সামনে চলে আসে। দেশের একাধিক ক্রিকেট তারকা বাবর আজমদের সমালোচনায় মুখর হন। তাতে যোগ দেন সুনীল গাভাসকরও। বলেন, ‘‘টিম ইন্ডিয়ার পূর্ণশক্তিতে মাঠে নামার দরকার ছিল না। ভারতের বি-টিমই এখনকার পাকিস্তানকে হারাতে যথেষ্ট।’’ এরই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেন ইনজামাম। গাভাসকরকে একহাত নিয়ে অভিযোগের সুরে জানান, খেলোয়াড় জীবনে ভারতের প্রাক্তন ব্যাটসম্যান নাকি একবার পাকিস্তানের ভয়ে ম্যাচ ছেড়ে শারজায় গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন! ইনজামাম বলেন, ‘‘ভারত জিতেছে, ভাল খেলেছে। সবই ঠিক আছে। কিন্তু মিস্টার গাভাসকারের একবার

পরিসংখ্যানের দিকে তাকানো উচিত। উনি একবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলার ভয়ে শারজায় পালিয়ে যান। আমার চেয়ে বয়সে বড়, আমার সিনিয়র। আমরা ওঁকে ভীষণ শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাই বলে আপনি একটি দেশের নামে এমন কথা বলতে পারেন না। অবশ্যই নিজের দলের গুণ গাইবার সমস্ত অধিকার আপনার রয়েছে। তবে বাকি দলগুলির নামে এভাবে মন্তব্য করা কুরুচির পরিচয়।’’ এই প্রতি আক্রমণের সূত্রে ইনজামাম ভারত-পাকিস্তান দু’দলের মুখোমুখি লড়াইয়ের পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করেছেন। প্রাক্তন পাক অধিনায়ক বলেন, ‘‘গাভাসকরের উচিত তথ্যের দিকে তাকানো। তারপর তিনি বুঝতে পারবেন, পাকিস্তান কোথায় রয়েছে। উনি সত্যি একজন মহান ও সম্মাননীয় ক্রিকেটার। কিন্তু এমন কথাবার্তা বলে নিজের সম্মানকে নিজের হাতেই নষ্ট করছেন। ওঁর বুঝেশুনে কথা বলা উচিত।’’ ইনজামাম খোলসা না করলেও এটা সত্যি যে, মুখোমুখি লড়াইয়ে পাকিস্তান ভারতের চেয়ে এগিয়ে। ওয়ান ডে ক্রিকেটের হিসেবে পাকিস্তান জিতেছে ৭৩টি ম্যাচ, ভারত ৫৮টি। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে পাক টিমকে টেক্কা দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। শেষ দুই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের পাঁচ নম্বরে শেষ করা এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

মিনি বিশ্বকাপ জিতে টিম ইন্ডিয়ার ‘সাইলেন্ট হিরো’-কে কুর্নিশ রোহিতের

দুবাই, ১১ মার্চঃ অপাত্রে হয়নি বিনিয়োগ। সুযোগ পেতেই তা প্রমাণ করেছেন দেশের এক তারকা ক্রিকেটার। ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা যে কারণে সেই প্লেয়ারকে কুর্ণিশ জানিয়েছেন। একইসঙ্গে ওই ক্রিকেটারকে ‘সাইলেন্ট হিরো’ বলেও আখ্যা দিয়েছেন রোহিত। এত কথা হচ্ছে কোন ক্রিকেটারকে নিয়ে? ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের নিশ্চিতভাবে জানতে মন চাইবে। উত্তরটা অনেকেরই হয়তো জানা। তিনি শ্রেয়স আইয়ার। এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের হয়ে সর্বাধিক রান স্কোরার তিনি। এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ৫টি ম্যাচেই খেলেছেন শ্রেয়স আইয়ার। তাতে ৪৮.৬০ গড়ে করেছেন ২৪৩ রান। রয়েছে ২টি হাফসেঞ্চুরি। কিউয়িদের বিরুদ্ধে মিনি বিশ্বকাপ ফাইনালে ৪৮ রান করেন শ্রেয়স। ম্যাচের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে রোহিত তাঁকে প্রশংসায় ভরান। শ্রেয়স প্রসঙ্গে রোহিত বলেন, ‘‘এই টুর্নামেন্ট জুড়ে শ্রেয়স আইয়ার ছিল আমাদের সাইলেন্ট হিরো। ও মিডল অর্ডারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রত্যেকটা ব্যাটারের সঙ্গে ও গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ গড়েছে।’’ টুর্নামেন্টের ফাইনালে অধিনায়ক রোহিত শর্মার উইকেট হারানোর পর টিম ইন্ডিয়া খানিক চাপে পড়েছিল। এরপর শ্রেয়স আইয়ার ও অক্ষর প্যাটেলের জুটি টিমকে জয়ের দিকে এগিয়ে দেয়। এ বারের মিনি বিশ্বকাপে শ্রেয়স সত্যিকার অর্থেই টিম ইন্ডিয়ার এক্স ফ্যাক্টরের দায়িত্ব পালন করেছেন। এমনটাই বলছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শ্রেয়স আইয়ার সম্প্রচারকারী চ্যানেলে বলেছিলেন, ‘‘অসাধারণ অনুভূতি হচ্ছে। আমার প্রথম আইসিসি ট্রফি। আমি চাপের মুখে খেলতে ভালোবাসি। সেই সময় মুহূর্তগুলো পছন্দ করি। দলের প্রয়োজনে এবং জয়ে অবদান রাখতে পেরে খুশি।’’ গত বছর ঘরোয়া ক্রিকেটকে প্রাধান্য না দিয়ে, শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে বোর্ডের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ পড়েছিলেন শ্রেয়স। তবে এরপর ধারাবাহিক পারফর্ম করে নিজের জায়গা টিমে ধরে রেখেছেন। যে কারণে ক্রিকেট মহলে আলোচনা করা হচ্ছে, আবার বোর্ডের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তিতে জায়গা পাওয়ার পথে শ্রেয়স।

বুর্জ কাঁপিয়ে মিনি বিশ্বকাপ জয়

গম্ভীরের এক সিদ্ধান্তে টিম ইন্ডিয়া পেল ‘নতুন ধোনি’!

দুবাই, ১০ মার্চঃ গৌতম গম্ভীরের জমানায় ভারতীয় শিবিরে এল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। বুর্জ কাঁপিয়ে মিনি বিশ্বকাপ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতের বিশ্বজয়ী প্রাক্তন তারকা টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্ব নেওয়ার পর দলে নানান বদল এসেছিল। প্লেয়ারদের ভূমিকাতেও আনা হয় বেশ কিছু বদল। তাঁর এক সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছিলেন। অবশ্য তিনি যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা প্রমাণিত হয়েছে। গৌতির এক সিদ্ধান্তে টিম ইন্ডিয়া পেয়ে গিয়েছে ‘নতুন ধোনি’, এ কথাও বলা হচ্ছে ক্রিকেট মহলে। কাকে নিয়ে চলছে এই আলোচনা? ভারতের মিডল অর্ডারের তারকা ক্রিকেটার লোকেশ রাহুলকে নিয়ে হচ্ছে এই আলোচনা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারতীয় স্কোয়াডে উইকেটকিপার-ব্যাটার বিকল্প হিসেবে লোকেশ রাহুল ছাড়া ছিলেন ঋষভ পন্থ। টেস্টে পন্থ টিম ইন্ডিয়ার প্রথম পছন্দের ক্রিকেটার হলেও ওডিআইতে গৌতম এগিয়ে রেখেছিলেন রাহুলকে। যে কারণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সবক’টি ম্যাচে একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন রাহুল। সময় মতো গম্ভীরের ভরসার মান রেখেছেন রাহুল। গম্ভীর

ভারতীয় টিমের হেড কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর অক্ষর প্যাটেলকে ৫ নম্বরে খেলানো হয়েছে। আর লোকেশ রাহুলকে ছয়ে নামানো হয়। এই সিদ্ধান্তটি যে সঠিক, তা প্রমাণিত হয়েছে। রাহুলের চমৎকার ম্যাচ ফিনিশ করার ক্ষমতা ফুটে উঠেছে। এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যে ভাবে রাহুল ম্যাচ শেষ করার ক্ষমতা দেখিয়েছেন, তাতে অনেকের মনে পড়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির কথা। অনেকে রাহুলের সঙ্গে মিল পেয়েছে শান্ত স্বভাবের ধোনির। মাহি শেষ অবধি ক্রিজে থাকার চেষ্টা করতেন। দলকে জেতানোর চেষ্টা করতেন। সেই মাহির ছায়াই এ বার যেন মিলেছে রাহুলের মধ্যে। লোকেশ রাহুল এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ৫টি ম্যাচেই খেলেছেন। তার মধ্যে ৪টিতে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তাতে ৩ ইনিংসে অপরাজিত থেকে মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি।

বার্সাকে টপকে শীর্ষে ওঠার সুযোগ হারাল আতলেতিকো

মাদ্রিদ, ১০ মার্চঃ বার্সেলোনার মূল দলের চিকিৎসক কার্লেস মিনারো গার্সিয়া মারা যাওয়ায় শনিবার রাতে বার্সা-ওসাসুনা ম্যাচটি স্থগিত করা হয়। যে কারণে ২৬ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট ব্লাঙ্কোসদের হয়ে একটি করে গোল করেছেন কিলিয়ান এমবাপে ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এ জয়ে ২৭ ম্যাচ খেলে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে রিয়াল। আর তিনে থাকা আতলেতিকোর অর্জন ২৭

পাওয়া বার্সাকে টপকে শীর্ষে ওঠার সুযোগ ছিল আতলেতিকো মাদ্রিদের। কিন্তু আজ তারা গেতাফের কাছে ২-১ গোলে হারায় তেমন কিছু হয়নি। দিনের আরেক ম্যাচে অবশ্য রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে ২- ১ গোলে জিতে বার্সাকে ছুঁয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় বার্সাই আপাতত টেবিলের শীর্ষে থাকল। বার্সার গোল ব্যবধান ৪৭, রিয়ালের ৩১। আজ লস ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট। এদিন গেতাফের মাঠে ৭৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আতলেতিকোকে এগিয়ে দেন আলেকজান্ডার সরলোথ। কিন্তু ১৩ মিনিটের মধ্যে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন হেতাফের মাউরো আরামবাররি। যোগ করা মিনিটে উরুগুয়ের এই মিডফিল্ডারের গোলেই স্কোর ২-১ করে নেয় আয়োজকরা। এরপর আর গোল শোধ করতে পারেনি ওয়ান্ডা মেট্রোপলিটানোর ক্লাব।

বেঞ্চে বসে জয় দেখলেন মেসি, বিদায় দেখলেন নেইমার

ফ্লোরিডা ও সাও পাওলো, ১০ মার্চঃ মেজর লিগ সকারে ভারতীয় সময় সোমবার সকালে শার্লট এফসিকে ১-০ গোলে হারায় ইন্টার মায়ামি। মায়ামির মূল গোলকিপার ড্রেক ক্যালেন্ডার চোটের কারণে মাঠের বাইরে বেশ কিছু দিন ধরেই। তার বদলে খেলছিলেন অস্কার উস্তারি। কিন্তু ৩৮তম মিনিটে সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হয় তাকে। তৃতীয় পছন্দের গোলকিপার রোকো রিওস নোভোকে নামাতে বাধ্য হয় মায়ামি। ২০২১ সালে নিউ ইয়র্ক এফসির পর প্রথম দল হিসেবে মেজর লিগ সকারের প্রথম দল হিসেবে টানা তিন ম্যাচে লাল কার্ড পেল মায়ামি। তবে দলকে উদ্ধার করেন দারুণ ফর্মে থাকা একজন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল করেন তাদেও আইয়েন্দে। সেল্‌তা ভিগো থেকে ধারে মাস দুয়েক আগে মায়ামিতে আসা আর্জেন্টাইন উইঙ্গার

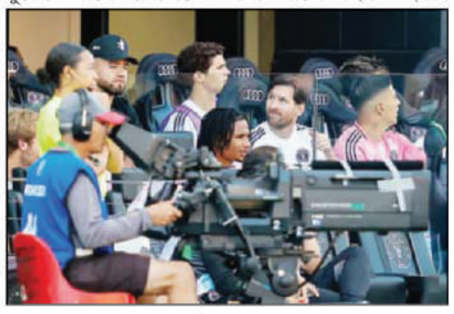

গোলের দেখা পেলেন টানা চার ম্যাচে। একজন কম নিয়েও রক্ষণভাগের দৃঢ়তায় সেই গোল শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে মায়ামি। মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে সাত পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে মায়ামি। চলতি বছর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ছয় ম্যাচে অপরাজিত আছে দলটি। মেসি সবশেষ খেলেছেন গত ২৬ ফেব্রুয়ারি। সাত দিনের মধ্যে তখন তিনটি ম্যাচ খেলার পর টানা তিন ম্যাচ তাকে পেল না মায়ামি। পেশির অবসাদজনিত কারণে মাঠের বাইরে তিনি। এই ম্যাচের আগে কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো বলেছিলেন, ‘‘লিও (মেসি) আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে এখন। আমরা আশাবাদী যে, যদি সবকিছু ভালোভাবে এগোয়, তাহলে তার (ম্যাচ খেলার) তালিকায় থাকার সম্ভাবনা আছে।’’ সেই তালিকাতেই কেবল থাকা হলো না। মাঠে ফেরা হলো না এ দিনও। অন্য দিকে ব্রাজিলের ঘরোয়া প্রতিযোগিতা ক্যাম্পেওনাতো পলিস্তার সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে নেইমারের সান্তোস। টুর্নামেন্টজুড়ে দারুণ ফুটবল খেলা নেইমার এদিন ছিলেন বেঞ্চে। আগের ম্যাচে চোটে

পড়ার কারণে এ ম্যাচে নেইমারকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নেয়নি সান্তোস। কিন্তু দলের সেরা তারকাকে ছাড়া শেষ পর্যন্ত ফাইনালের টিকিট কাটতে পারেনি ক্লাবটি। বেঞ্চে বসে করিন্থিয়ান্সের বিপক্ষে ২-১ গোলের হারে দলের বিদায় দেখতে হয় নেইমারকে।

দিল্লি ক্যাপিটালসকে চাপে ফেললেন হ্যারি ব্রুক!

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ। গত কাল ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে খেতাব জিতেছে ভারত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাময়িক বিরতি। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা মুখিয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের। আগামী ২২ মার্চ শুরু আইপিএলের নতুন সংস্করণ। উদ্বোধনী ম্যাচে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে নামছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কেকেআর। প্রতিপক্ষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আইপিএল শুরুর আগেই দিল্লি ক্যাপিটালসকে চাপে ফেললেন

হ্যারি ব্রুক। টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ইংল্যান্ডের ‘ফিউচার’ ক্যাপ্টেনের। যার জন্য নির্বাসনের কবলেও পড়তে হতে পারে। আইপিএলের মেগা অকশনে তাঁরে ৬.২৫ কোটিতে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। বেস প্রাইসের চেয়ে তিনগুণ দামে নেওয়া হ্যারি সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর আগে বিদেশি ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে বহু এমন ঘটনা দেখা গিয়েছে, যেখানে শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়িয়েছেন। ফলে সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি সমস্যায় পড়েছে। এ বার তাই বোর্ডের পক্ষ থেকে কড়া নিয়মের কথা জানানো হয়েছে। এমনকি গুরুতর চোট ছাড়া, কোনও প্লেয়ার সরে দাঁড়ালে তাঁকে আইপিএলে ২ বছরের জন্য নির্বাসিতও করা হতে পারে। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার হ্যারি ব্রুক সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, তিনি এ বারের আইপিএলে খেলবেন না। আপাতত তাঁর বিশ্রাম প্রয়োজন। সরে দাঁড়ানোর জন্য দিল্লি ক্যাপিটালস টিম ও সমর্থকদের থেকে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন। তাতেও তাঁর সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন। ভারতীয় বোর্ড কড়া সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। গুরুতর কোনও চোট থাকলে এবং ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের থেকে অনুরোধ করলে, পরিস্থিতি হয়তো আলাদা হতে পারত। হ্যারি ব্রুকের ক্ষেত্রে যা নয়।

এমবাপে-ভিনিসিউসের গোলে বার্সেলোনার পাশে রিয়াল মাদ্রিদ

চার মিনিটের মধ্যে দুই গোল করার পরই যেন খেই হারিয়ে ফেলল রিয়াল মাদ্রিদ। সেই সুযোগে মরিয়া হয়ে আক্রমণ শুরু করল রায়ো ভাইয়েকানো। বিরতির আগে একটি গোলও পেয়ে গেল তারা। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আরেকটির দেখা আর পেল না। দ্বিতীয়ভাগে ধারহীন ফুটবল খেললেও স্বস্তির জয় তুলে নিল কার্লো আনচেলত্তির দল।

মাদ্রিদ, ১০ মার্চঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে রবিবার লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথমার্ধেই তাদের গোল দুটি করেন কিলিয়ান এমবাপে ও ভিনিসিউস জুনিয়র। সফরকারীদের একমাত্র গোলটি পেদ্রো দিয়াসের। ভাইয়েকানোর বিপক্ষে তিন ম্যাচ পর জয়ের দেখা পেল রিয়াল মাদ্রিদ। লিগে তাদের আগের তিনটি মুখোমুখি লড়াই-ই ড্র হয়েছিল। চলতি মাসের প্রথম দিনে রিয়াল বেতিসের মাঠে ২-১ গোলে হেরেছিল রিয়াল। একই ব্যবধানে জিতে পথে ফিরল তারা। ২৭ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ফিরেছে দলটি। এক ম্যাচ কম খেলা বার্সেলোনা সমান পয়েন্ট নিয়ে মুখোমুখি লড়াইয়ে এগিয়ে আছে শীর্ষে। এবারও চ্যাম্পিয়নদের ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে ভাইয়েকানো। প্রথমার্ধে রিয়াল মাদ্রিদ পজেশন রাখায় এগিয়ে থাকলেও বিরতির পর পাল্টে যায় চিত্র। আর গোলে শট নেওয়ার হিসেবে তো দুই ভাগেই আধিপত্য করে ভাইয়েকানো। রিয়াল ১০ শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে পাঁচটি। সেখানে ভাইয়েকানোর ২০ শটের ছয়টি ছিল লক্ষ্যে। লক্ষ্যে প্রথম প্রচেষ্টাও রাখতে পারে ভাইয়েকানো। কর্নারে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আরিদানে এর্নান্দেজের হেড ক্রসবারের সামান্য ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে দারুণ দুটি সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি রিয়াল মাদ্রিদ। চতুর্দশ মিনিটে ভিনিসিউসের দূর থেকে নেওয়া জোরাল শট ঝাঁপিয়ে আটকান গোলরক্ষক, তার হাত ছুঁয়ে বল

পোস্টে বাধা পায়। ফিরতি বল পেয়ে দুর্বল শট নেন এমবাপে, সেটা অনয়াসেই ঠেকান আগুস্তো। আন্দ্রি লুনিনের নৈপুণ্যে ২৭তম মিনিটে বেঁচে যায় রিয়াল। আন্দ্রেই রাচিউয়ের কোনাকুনি শট ঝাঁপিয়ে ফেরান ইউক্রেইনের গোলরক্ষক। খানিক বাদে চার মিনিটের মধ্যে দুই গোলে এগিয়ে যায় আয়োজকরা। ৩০তম মিনিটে দারুণ গতিতে ডি-বক্সে ঢুকে একজনকে কাটিয়ে জোরাল শটে দূরের পোস্ট দিয়ে দলকে এগিয়ে নেন এমবাপে। লা লিগায় অভিষেক মরসুমে তার গোল হলো ১৮টি। তার চেয়ে তিনটি বেশি নিয়ে তালিকার শীর্ষে বার্সেলোনার রবের্ত লেভানডফস্কি। প্রায় একক নৈপুণ্যে দ্বিতীয় গোলটি করেন ভিনিসিউস। মদ্রিচের পাস ধরে বক্সে ঢুকে প্রথমে শট নেওয়ার জায়গা করতে পারেননি ব্রাজিলিয়ান তারকা। বল পায়ে মাথা ঠান্ডা রেখে বক্সের বাইরে বেরিয়ে যান, দুজনের মধ্যে দিয়ে আবার ডি-বক্সে ঢুকে আরেকজনকে ফাঁকি দিয়ে নিচু শটে কাছের পোস্ট দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। দুই গোলে এগিয়ে থেকে রিয়ালের বিরতিতে যাওয়ার আশায় চোট লাগে শেষ মুহূর্তে। যোগ করা সময়ে দিয়াসের বুলেট গতির শট ক্রসবারে লেগে গোললাইনের ভেতরে পরে বেরিয়ে আসে। ভিএআরের সাহায্যে গোলের বাঁশি বাজান রেফারি। প্রথমার্ধে গোলের জন্য বেশি শট নেওয়া ভাইয়েকানো বিরতির পরও আত্মবিশ্বাসী শুরু করে। বিপরীতে রিয়ালের খেলোয়াড়দের পায়ে যেন ক্লান্তি ভর করে। গতি ফেরাতে ৬৮তম মিনিটে একটি পরিবর্তন আনেন আনচেলত্তি রদ্রিগোকে তুলে নামান ফেদে ভালভের্দেকে। এর মিনিট দশেক পর এমবাপেকে এবং তার খানিক পর জুড বেলিংহ্যামকেও তুলে নেন কোচ, বদলি নামেন এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা ও ব্রাহিম দিয়াসকে। তবে কোনো কিছুতেই রিয়ালের খেলায় আর গতি ফেরেনি। ৭৫তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর পরিস্কার একটা সুযোগ অবশ্য পেয়েছিলেন ভিনিসিউস। কিন্তু মদ্রিচের বাঁ দিক থেকে বাড়ানো বল দারুণ পজিশনে পেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন তিনি। এই হারের পর ২৭ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে আছে ভাইয়েকানো। দিনের শুরুতে আতলেতিকো মাদ্রিদের সামনে সুযোগ ছিল শীর্ষে ওঠার। কিন্তু গেতাফের মাঠে হেরে গেছে দিয়েগো সিমেওনের দল। তিনে নেমে যাওয়া দলটির ২৭ ম্যাচে পয়েন্ট ৫৬।

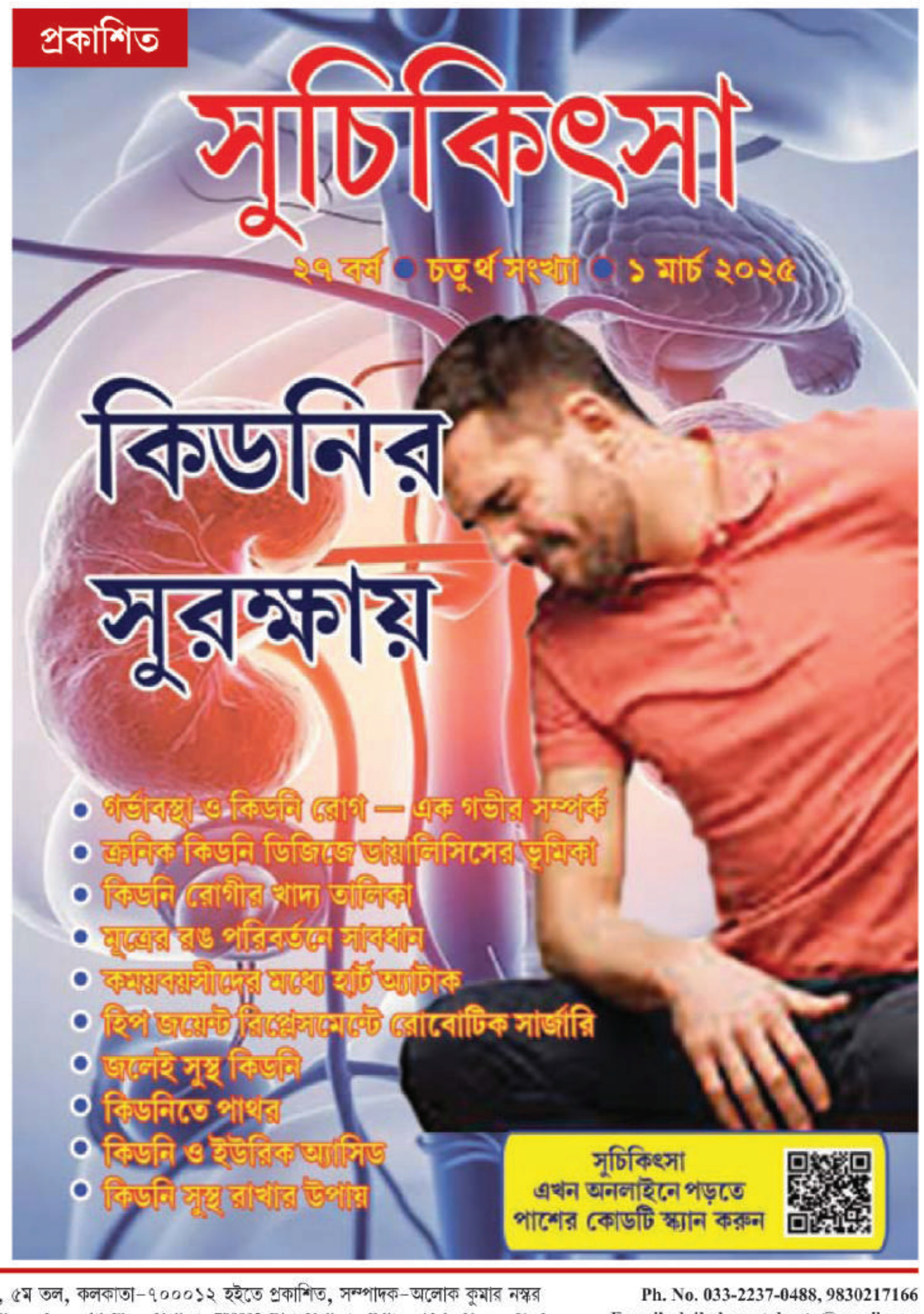

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com